আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ২৮০ বিলিয়ন ডলারের খাদ্য নষ্ট

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের দোকান মালিক শন রাফেতির কথাই ধরুন। ৪০ বছর ধরে এখানে শপরাইট **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

২৮ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৮ || সংখ্যা ০৯ || সোমবার || অগ্রহন ১২ || ১৪৩০ || জমাদিউল আঃ ১৩ || ১৪৪৫ || Vol. 28 || Issue 09 || November 27 || 2023 || USA. **FREE** in NY, Other State

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

২৯৮ আসনে নৌকার প্রার্থী ঘোণা ঃ নতুন মুখ ১০৪ ঃ মনোনয়ন পেলেন যারা

ড. সিদ্দিকসহ প্রবাসীরা বঞ্চিত

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৮ আসনে দল মনোনীত প্রার্থী ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ। এর মধ্যে তিন জন প্রতিমন্ত্রীসহ একাদশ জাতীয় সংসদের ৬৯ জন সদস্য বাদ পড়েছেন। আওয়ামী লীগের বাদ পড়া আসন এবং গতবার জোট শরিকদের ছেড়ে দেওয়া আসনগুলো মিলিয়ে মোট ১০৪টি আসনে নতুন মুখ এসেছে। মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকায় আছেন ২২ নারী। আওয়ামী লীগের ৮১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন ৩৪ জন। এছাড়া নবীন নেতা, সাবেক ছাত্রনেতা, সাবেক আমলা, সাবেক সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তা, প্রকৌশলী, অভিনেতা ও ব্যবসায়ীদেরও মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে চমক হিসেবে মাগুরা-১ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন সাকিব আল হাসান। বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাকিব এবারই প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। মাগুরা-১ আসন থেকে বর্তমানে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন সাইফুজ্জামান শিখর। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাবেক সহকারী একান্ত সচিব। তাঁর বাবা চারবার সংসদ সদস্য ছিলেন। এবার তিনি মনোনয়ন পাননি। গতকাল রবিবার বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

‘থ্যাংকসগিভিং ডে’ উদযাপন

প্রবাসী বাংলাদেশিদেরও নানা আয়োজন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: গত বৃহস্পতিবার (২৩ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন দিবস বা ‘থ্যাংকসগিভিং ডে’। ‘থ্যাংকসগিভিং ডে’র অর্থ কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন বা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিবস। প্রতিবছর নভেম্বর মাসের চতুর্থ বা শেষ বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ঘুরে দাঁড়ানোর আরেক ধাপ

একসপ্তায় বেকারত্ব ভাতার আবেদন কমেছে ২৪,০০০

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্ব সুবিধা নেওয়ার আবেদনের হার ক্রমেই কমে আসছে। গেলো এক সপ্তাহে এই আবেদন কমেছে ২৪,০০০। এই সপ্তাহে বেকারত্ব ভাতার আবেদনকারীর সংখ্যা ছিলো ২০৯,০০০ জন। এর ফলে উচ্চ সুদের হার থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর পথে আরো এক ধাপ অগ্রসরতা **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**



গাঁজা ইস্যু ঃ মুসলিম আমেরিকানদের কাছে ক্ষমা চাইলেন বাইডেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইসরাইলের হামলায় ফিলিস্তিনিদের মৃতের সংখ্যা সন্দেহ প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবার তিনি নিজের ভুল ধরতে পেরেছেন। এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**

যৌন নিপড়ণের মামলা একই আইনে ফাঁসলেন অ্যাডামস-কুমো





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এবার যৌন নীপড়ণের অভিযোগ উঠেছে নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে। গত ২২ নভেম্বর বুধবার রাতে মেয়রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এক নারী এই অভিযোগ এনে বলেছেন, ১৯৯৩ সালে এরিক অ্যাডামস তার ওপর যৌন নিপীড়ণ চালান। সে সময় সিটির একজন সাধারণ এম্পি ছিলেন বর্তমানের এই সিটি মেয়র। এই অভিযোগ জোর গলায় **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে দিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Associcate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com



Southeast USA Group Inc.

OUR SERVICES

- Tax Preparation & Planning
- Audits, Reviews, Compilations
- Bookkeeping/Write-Up
- Business Consulting
- IRS Representation
- Notary Public
- Payroll Services
- Retirement Planning
- Sales Tax Services



(917) 566-1612

Southeast USA Group Inc

Prof. Ehteshamul Haque

Financial & Business Planning

74-09 37th Avenue, Suite #206, Jackson Heights, NY 11372

Visit: www.southeastusagroup.com

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

মাগুরার দুটি আসনে সাকিব ছাড়াও ২৫ জন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চান

ঢাকা ডেস্ক: মাগুরার দুটি আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম কিনে স্থানীয় রাজনীতিতে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। এই দুই আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর (মাগুরা-১) ও সাবেক যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বীরেন শিকদারও (মাগুরা-২) নৌকার মনোনয়নপ্রত্যাশী। তাঁরাসহ মাগুরা-১ আসনে ১০ জন ও মাগুরা-২ আসনে ১৬ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন বলে জেলা আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা গেছে। একটি পৌরসভা, সদর উপজেলার ৯ ইউনিয়ন ও শ্রীপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত মাগুরা১ আসন। এখানে বর্তমান সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর ও সাকিব আল হাসান ছাড়াও মনোনয়ন কিনেছেন সাবেক সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা এ টি এম আবদুল ওয়াহাব, রাশিয়া শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি এস এম শফিকুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রানা আমির ওসমান, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মো. মিরুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ইসমত আরা হ্যাপি, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পঙ্কজ কুমার সাহা, শ্রীপুর উপজেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি কুতুবুল্লাহ হোসেন মিয়া ও আবদুল্লাহ [illegible]।

MIJAN REAL ESTATE LTD.
Reg. No. C-187784
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড
রাজউক অনুমোদিত পূর্বাচল, উত্তরা এবং বসুন্ধরা,ধানমন্ডি, বনানী ও গুলশান সহ ঢাকায় জায়গা, বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। 917-631-5050
USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

EXIT REALTY PRIME
ThInkIng of BUYING-
SELLING, INVEST, RENT
Houses, Co-op&Condo
Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
189-10 Hillside Ave, Suite E, NY 11423
Tel: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254
www.EXITprmeNY.com
Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO
917-631-5050
Email: RealtorMijan@gmail.com

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত

MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট
কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট
We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
৩০৯৯ বেইনব্রিজ এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com
১৩৮১ ক্যাসেলহিল এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

⚠ প্রতারকদের প্রতিরোধ করুন।
প্রতারককে চেনা ও রিপোর্ট করা শিখুন।
আমরা ঐ সময়ের মধ্যে কখনই আপনার বিদু্যৎ বন্ধ করার হুমকি বা পেমেন্টের জন্য অস্বাভাবিক অনু রোধ করব না। যদি কেউ নিজেকে কন এডিসনের বলে দাবি করে, অবিলম্বে **1-800-75-CONED** নম্বরে কল করুন।
নিজেকে সু রক্ষার আরো পরামর্শপেতে **conEd.com/ScamAlert** দেখুন.

conEdison









নিউইয়র্কে 'নারী উদ্যোক্তা সামিট এবং নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২৩' বিতরণ

প্রবাসী নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সম্মাননা দিলো ইউএসবিসিসিআই

নিউইয়র্ক: নারীদের অগ্রগতি ও উন্নতিতে কাজ করে যাচ্ছে ইউএসবিসিসিআই। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছরও 'নারী উদ্যোক্তা দিবস বা উইম্যান এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডে' উপলক্ষে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি সমর্থন জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে ১৯ নভেম্বর, রোববার সিটির লাগার্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে 'নারী উদ্যোক্তা সামিট এবং নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২৩' বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেটের অ্যাসেম্বলী সদস্য মিসেস জেনিফার রাজকুমার, স্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান স্টিভেন রাগা, ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকনোমিক মিনিষ্টার মোহাম্মাদ মেহেদি হাসান, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনস্যুলেটর ডেপুটি কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান ও নিউইয়র্ক সিটির মেয়র অফিসের সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি লিয়াজোন ফর কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের পরিচালক প্যাট্রিসিয়া রঘুনন্দন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আয়োজক সংগঠনের সহ সভাপতি রুম্মান বখর্ত বিরতীজ।

প্যাট্রিসিয়া রঘুনন্দন বলেন, মাইনোরিটি এবং উইমেন উদ্যোক্তাগণের জন্যে সিটি অফিসে অনেক সুযোগ-সুবিধা আর বিপুল বরাদ্দও রয়েছে। তার সদ্ব্যবহার করতে আজকের এ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইউএসবিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ লিটন আহমেদের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এসময় তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সেতু বন্ধন রচনা করা ও পিছিয়ে পরা বাংলাদেশী নারী সমাজকে ব্যবসায়িক নেতৃত্বে এগিয়ে নিতে ইউএসবিসিসিআই নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিনি বলেন, এই শীর্ষ সম্মেলনটি একটি গতিশীল প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে যা, নতুন প্রতিভা, সফল উদ্যোক্তা এবং শিল্পের অভিজ্ঞদের একত্রিত করে। এর লক্ষ্য ইন্টারেক্টিভ প্রশিক্ষণ এবং মূল্যবান তথ্য প্রদান করা, ব্যক্তিদের তাদের কর্মজীবন এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা। অংশগ্রহণকারীদের সহকর্মী পেশাদারদের সাথে সংযোগ করার অনন্য সুযোগ রয়েছে, তাদের পেশাদার বৃদ্ধির সাথে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় জড়িত। অর্ধ-দিনের শীর্ষ সম্মেলনটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শদাতা, বন্ধু, ক্লায়েন্ট বা কর্মচারীদের খুঁজে পেতে একটি সম্পর্ক হিসাবে কাজ করে।

লিটন আহমেদ নারী উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, 'নারী উদ্যোক্তাদের জন্য, আমার বার্তাটি সহজ: তুমি এটা করতে পারবে। নিজের ওপর এবং আপনার ব্যবসার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। মহিলাদের উৎসাহিত করার জন্য আত্মবিশ্বাস তৈরি করা এবং ব্যবসায়িক দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। এসএমই খাতের একটা বড় অংশ নারী উদ্যোক্তা। নারী উদ্যোক্তা তৈরি ও তাদের সহায়তায় কার্যকর ভূমিকা রাখছে ইউএসবিসিসিআই। তিনি বলেন, নারী উদ্যোক্তাদের কেন্দ্র করে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি।

নানা প্রতিকূলতা সত্বেও বহুজাতিক আমেরিকান সমাজে উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ী হিসেবে খ্যাতি অর্জনকারীদের মধ্য থেকে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এস জে ইনোভেশনের কো-ফাউন্ডার সাহেরা চৌধুরী, তানজিয়া চৌধুরী, সহকারি প্রধান, ব্রক্সস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি একাডেমি, মিসেস জুন্নাতুল রুমা, অ্যাটর্নি অ্যাট ল, রুমা জুন্নাতুল পিএলএলসি, ডা. সায়েরা হক এমডি, রিতা চৌধুরী, ফ্রেন্সচাইস ডমিনোস পিৎজা'র প্রেসিডেন্ট মিলি ভূঁইয়া, প্রিসিলা নিউইয়র্ক ইনক'র প্রতিষ্ঠাতা ফাতেমা নাজনীন প্রিসিলা প্রমূখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আয়োজক সংস্থাটির পরিচালক শেখ ফরহাদ। তাকে সহযোগীতা করেন ইউএসবিসিসিআই উমেন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারপারসন রুমা আহমেদ।

বক্তারা আশা প্রকাশ করেন বলেন, আগামীতে বাংলাদেশী-আমেরিকান নারী উদ্যোক্তারা অর্থনৈতিক নেতৃত্বে আরো বেশী ভূমিকা আসবে এবং বাংলাদেশ ও আমেরিকা উভয় দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখবে।

অনুষ্ঠানে নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা ব্যবসায়িক ল্যান্ডস্কেপে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী উদ্যোক্তাকে চলতি বছর 'নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২৩' পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন: মিসেস ইভানা আক্তার (বিউটি বাই ইভানা), মিসেস রোজা আহমেদ, প্রতিষ্ঠাতা, রোজার ব্রাইডাল মেকওভারের, মিসেস ডা. ফাতেমা রহমান (চেয়ারম্যান, বেঙ্গা ফ্যাশন লিমিটেড), মিসেস তাসনিমা মান্নান সুনিয়া (পরিচালক, সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস কর্পোরেশন), মিসেস নাজমুন নুর এশা (সিইও, জাট ইউনাইটেড কর্পোরেশন), মিসেস ত্রিনিয়া হাসান (ব্যক্তিগত সঙ্গীত শিল্পী), মিসেস শামীমা হক (সিইও, ফয়রোজ ক্যাফে অ্যান্ড লাউঞ্জ), মিসেস তাসমিয়া এ. চৌধুরী (রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, মেগা হোমস রিয়েলটি ইনকর্পোরেটেড), মিসেস সানজানা আহমেদ, (প্রেসিডেন্ট, বাফেলো টি চ্যাট ইনক), ডা. সায়েরা হক এমডি (হক মেডিকেল অফিস, পিসি), মিসেস জুন্নাতুল নুমা (জুরিস ডক্টর অ্যান্ড অ্যাটর্নি অ্যাট ল, রুমা জুন্নাতুল পিএলএলসি), মিসেস সাদিয়া আফরিন (প্রেসিডেন্ট এবং সিইও, ইরা কনসালটিং সার্ভিসেস ইউএসএ এলএলসি), মিসেস সুলতানা রহমান (রিয়েলটর, প্রস্থান রিয়েলটি প্রাইম), নূরা মেহেদী (চীফ এডিটর, দ্যা চার্জ)।

ইউএসবিসিসিআই উইমেনস এন্টারপ্রেনিউর সামিট এবং অ্যাওয়ার্ডস বিতরণ-২০২৩ এর একটি সুস্পষ্ট মিশন হলো- নারী উদ্যোক্তাদের আরো ভালো করতে এবং তাদের প্রচেষ্টায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে অনুপ্রাণিত করা। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল অ্যাডভোকেসি, ব্যবসায়িক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক সচেতনতা, নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট এবং সদস্যদের সরাসরি পরিষেবা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উদ্দীপিত করা এবং যুক্তরাষ্ট্রে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও আমেরিকান ব্যবসার মধ্যে নেতৃত্ব প্রদান এবং সম্পর্ক জোরদার করা।

সমাপনী বক্তব্যে সেন্টার ফর এনআরবি'র চেয়ারপার্সন এস শেকিল চৌধুরী বলেন, প্রবাসী নারী উদ্যোক্তারাও দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করছেন, দেশীয় পণ্যের সমাহার ঘটিয়ে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশকে তুলে ধরছেন প্রবাসী নারীরা। এজন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে হবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

অর্থনৈতিক ধস ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে

বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনীতি যে অত্যন্ত সংকটজনক পর্যায়ে রয়েছে এবং তা ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে, তা নতুন করে বলার কিছু নেই। অর্থমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যতই বলুক অর্থনীতি নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই, বাস্তবতা হচ্ছে, প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় অর্থনীতির যে চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে, তা কোনোভাবেই উদ্বেগের বাইরে নেই। সাধারণ মানুষের আয় কমে যাওয়া, নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতিতে তাদের জীবনযাপন দুর্বিষহ হয়ে ওঠা, কর্মজীবীদের বেকার হওয়া, নতুন কর্মসংস্থান না হওয়া, ব্যাংকে আমানত কমে যাওয়া, নিম্নগামী রিজার্ভ, রেমিট্যান্স ও ডলার সংকট, বিনিয়োগে মন্দা, আমদানি-রফতানি হ্রাস ইত্যাদি অর্থনীতির নাজুক অবস্থার প্রমান বহন করে। প্রায় প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় অর্থনীতি সংক্রান্ত যেসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তাতে অর্থনীতির দুর্দশার চিত্র উঠে আসছে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে সরকারের দৃষ্টি আছে বলে মনে হয় না। সরকারের সব মনোযোগ এখন জাতীয় নির্বাচনের দিকে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সেদিকে ঘুরিয়ে এ সংকট ঢেকে রাখার একধরনের অপচেষ্টা রয়েছে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন। অর্থনীতির যেসব খাত ধসে পড়ছে, তা ঠেকানোর কোনো কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। গত সপ্তাহে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যাংকগুলোতে আমানত সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে। আমানতের সুদের হার বাড়িয়েও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সাড়া না পাওয়ারই কথা। যেখানে সাধারণ মানুষ আয় দিয়ে ব্যয় নির্বাহ করতে পারছে না, সেখানে সঞ্চয়ের কোনো কারণ নেই। তাদের হাতে টাকা নেই। সুদের হার যদি আরও বাড়ানো হয়, তাতেও সাধারণ মানুষের কিছু যায় আসে না। অর্থনীতি এবং সাধারণ মানুষের এই দুর্দশার কথা সরকার স্বীকার করুক বা না করুক, তাতে যে ভয়াবহ ধস নেমেছে, এতে সন্দেহ নেই।

শুক্রবার বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কাজের সন্ধানে যেসব মানুষ বিদেশ যাচ্ছে, তাদের অনেকে কাজ পাচ্ছে না। লাখ লাখ টাকা খরচ করে বিদেশ গিয়ে কাজ না পেয়ে তাদের ফেরত আসতে হচ্ছে। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু)-এর এক জরিপে বলা হয়েছে, ২০২০ সালের পর বিদেশ গিয়ে ফেরত এসেছে প্রায় ৩৫ শতাংশ। গত অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে জরিপ করা ২১৮ জন বিদেশ ফেরত কর্মীর ওপর জরিপ চালিয়ে এ তথ্য সংস্থাটি উপস্থাপন করে। সংস্থাটির এ জরিপের বাইরে আরও অনেকে রয়েছে, যাদের দেশে ফিরতে হয়েছে। এ চিত্র নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। এই যে জমিজমা, ভিটামাটি বিক্রি করে মানুষ লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে বিদেশ গিয়ে কাজ না পেয়ে ফিরে আসছে, তারা নিঃস্বে পরিণত হচ্ছে। দেশে যে নতুন করে কিছু করবে সেই সামর্থ্য হারিয়ে ফেলছে। অন্যদিকে, রফতানির সবচেয়ে বড় খাত গার্মেন্টে চলছে অশনি সংকেত। ইতোমধ্যে অনেক গার্মেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছে এবং হচ্ছে। তারা কোথায় যাবে? কি করবে? কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়ে পড়ায় কর্মপ্রত্যাশীদের সাথে তারা যুক্ত হয়ে বেকারের সংখ্যা হু হু করে বাড়িয়ে দিচ্ছে। দেশে এখন বেকারের সংখ্যা কত, তার সঠিক হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। তবে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, এ সংখ্যা জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের মতো। এই বিপুল সংখ্যক বেকার অর্থনীতিতে বিশাল চাপ সৃষ্টি করেছে। বিশাল সংখ্যক হতাশগ্রস্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। হতাশা থেকে তাদের মধ্যে নানা ধরনের অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। এতে সমাজে নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এ পরিস্থিতি সামাল দেয়া সরকারের পক্ষে এক বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার পরিসংখ্যানগত উন্নয়নকে বেশিপ্রাধান্য দেয়। পরিসংখ্যান দিয়ে উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে। পরিসংখ্যান যে সবসময় বাস্তব ও সঠিক চিত্র নির্দেশ করে না, তা অর্থনীতিবিদরা বারবার বলেছেন। রিজার্ভ যে ক্রমাগত নিম্নগামী, এ তথ্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করলেও সরকার তা স্বীকার করতে চায় না। প্রতিদিন ১৭২ কোটি টাকা কমছে, এ তথ্য পত্র-পত্রিকাগুলো দিলেও গত সপ্তাহে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেছেন, রিজার্ভ ভাল অবস্থায় আছে। তার কয়েক দিন আগে তিনিই বলেছিলেন, তার ৩৫ বছরের কর্মজীবনে এমন দুর্দশা দেখেননি। এ ধরনের দ্বিমুখী বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট হয়, তিনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, দেশে এক কোটি টাকার বেশি আমানতকারীর সংখ্যা এক লাখের বেশি। গতকাল একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে ৫০ কোটি টাকার বেশি আমানতকারির সংখ্যা ১৮২৪ যা গত বছরের চেয়ে ৩.৭৫ শতাংশ বেশি। হাতে গোনা কিছু মানুষের অর্থবৃদ্ধির সূচক এবং সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুর্দশার চিত্র অর্থনীতির জন্য কোনো সুসংবাদ বহন করে না। অন্যদিকে, অর্থনীতির সব সূচকের নিম্নগামীতার প্রকৃত চিত্র আড়াল করার অপচেষ্টা দেশকে শোচনীয় পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাওয়ার বার্তাই স্পষ্ট করে। সরকারের উচিত অর্থনীতির এই ধস ঠেকাতে অর্থমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে কীভাবে এবং কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যায়, জরুরিভিত্তিতে তার পরিকল্পনা করা। তা নাহলে, চলমান সংকট লাগামহীন হয়ে পড়বে এবং তা সামাল দেয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শ্রমনীতি: পোশাক শিল্পে আপদের ওপর বিপদ

॥ রিন্টু আনোয়ার ॥

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন, শ্রম অধিকার ও তাদের মানসম্মত জীবনযাপন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি একটি স্মারকে (প্রেসিডেন্সিয়াল মেমোরেন্ডাম) স্বাক্ষর করেছেন। বিশ্বজুড়ে শ্রম অধিকার নিশ্চিতে যুক্তরাষ্ট্রের এ নতুন নীতি ও বিশ্ব পরিস্থিতিসহ আরো কিছু কারণে দুশ্চিন্তায় পড়েছে বাংলাদেশের রফতানিকারকরা। বিশেষ করে পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা উদ্বেগ জানিয়ে বলেছেন, কোনো কারণে শ্রম অধিকার ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র নতুন নীতি বাংলাদেশের ওপর কার্যকর করলে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে আমাদের রফতানি খাতে। তাই বাংলাদেশের পোশাক শিল্পসংশিষ্টরা বেশ দুশ্চিন্তায়। ক্ষমতাসীনরা কিছুতে কিছু হবে না ভাব নিলেও সংশিষ্টরা ভালো করে জানেন, যুক্তরাষ্ট্র শ্রম অধিকার ইস্যুতে নতুন নীতিটি বাংলাদেশের ওপর কার্যকর করে বসলে কী হতে পারে? এ শিল্পে তথা দেশের রফতানি খাত যে কোন মাত্রায় দুমড়েমুচড়ে পড়বে, তার হিসাব তাদের কাছে আছে। গত কয়দিন ধরে এ নিয়ে পোশাকশিল্প মালিকদের ঘুম হারাম অবস্থা।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানির বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে পোশাক রফতানিতে তৃতীয় শীর্ষ দেশ বাংলাদেশ। পোশাক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে হোম টেক্সটাইল, হিমায়িত মৎস্য, চামড়াজাত পণ্য, পাস্টিকসহ আরো নানা পণ্য রফতানি করে বাংলাদেশ। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৯৭০ কোটি ডলারের বাংলাদেশী পণ্য রফতানি হয়েছে। যার মধ্যে তৈরি পোশাক ৮৫১ কোটি ডলার।

বেশ কিছু দিন ধরে দেশে তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক অসন্তোষ বিরাজ করছে। সরকার হুমকি-ধমকিসহ নানা আয়োজনে দমনের চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও তা গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষক দলও ঠিক এমন সময় বাংলাদেশ ঘুরে গেছে। শ্রমিকদের আন্দোলন দমাতে সরকারের কঠোর অবস্থান, শ্রমিকদের ওপর পুলিশি হামলা, মামলা, ধরপাকড় থেকে শুরু করে শ্রমিক হত্যার ঘটনাও দেখে গেছেন তারা।

যা দেখার-বোঝার, তারা দেখেছেন। বুঝেছেনও। এমনিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চলতি বছর পোশাক রফতানি কিছুটা নেতিবাচক ধারায় রয়েছে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাই থেকে অক্টোবর চার মাসে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী পোশাক রফতানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ শতাংশের বেশি কমেছে। এখন নতুন এ শ্রমনীতি প্রয়োগ হলে কী অবস্থা দাঁড়াবে এ খাতে?

যুক্তরাষ্ট্র শুধু বাংলাদেশের জন্য এ পদক্ষেপ নেয়নি। তবে, উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের নাম উচ্চারিত হয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিঙ্কেনের মুখে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন, শ্রম অধিকার ও শ্রমিকদের মানসম্মত জীবন-যাপন নিশ্চিতের লক্ষ্যে 'মেমোরেন্ডাম অন অ্যাডভান্সিং ওয়ার্কার এমপাওয়ারমেন্ট, রাইটস অ্যান্ড হাই লেবার স্ট্যান্ডার্ডস গে-বালি' শীর্ষক একটি স্মারকে সইয়ের খবরটি ১৬ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি বি-ঙ্কেন। তখন তিনি বলেছেন, প্রয়োজনে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা।

শ্রম অধিকার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের ঘোষণা এমন এক সময়ে এসেছে, যখন বাংলাদেশে পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে চলছে অস্থিরতা। ন্যায্য মজুরির দাবিতে শ্রমিকরা আন্দোলন করছেন, জীবন দিচ্ছেন। এ ছাড়া নির্দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দাবিতে মাঠের বিরোধী দল বিএনপিসহ সমমনা অন্য দলগুলোর হরতাল-অবরোধ চলছে। অন্যদিকে বিরোধী দলের এ দাবির সপক্ষে অর্থাৎ এ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতি কার্যকর করেছে। এ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র শ্রম অধিকারবিষয়ক নতুন এ নীতিও কার্যকর করলে সেটি হবে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের তরতাজা উদাহরণ। পোশাক শিল্প শ্রমিকরা এতে বেশ খুশি।

বাংলাদেশের সোনালি আঁশ পাট এখন অতীতের বিষয়। চা-শিল্পও প্রায় তা-ই। বিদেশে শ্রমশক্তি রফতানিও টিকে আছে কোনোমতে। এখন পর্যন্ত মোটা দাগের ভরসা হচ্ছে তৈরী পোশাক শিল্প। অর্থনীতির জন্য এটি যেন সোনার ডিম পাড়া হাঁস। রফতানি খাতে সর্বাধিক আয়কারী এবং সবচেয়ে বেশি বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকারী শিল্প খাত এটি। যাত্রা শুরুর পর থেকে নানা সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা খাতটিতে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পোশাক শ্রমিকদের সময়মতো বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা না দেয়া, বকেয়া বেতন-বোনাস পরিশোধে অনিয়ম-বিলম্ব, কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ঝুঁকি, ভবন ও অগ্নিদুর্ঘটনার প্রকোপ, ব্যবসায়ী-মালিকদের অপেশাদার আচরণ, নকল ও নিম্নমানের পোশাক রফতানি, নারী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য, গ্যাস-বিদ্যুতের সঙ্কট, কাঁচামাল আমদানি জটিলতা, অনাকাঙ্ক্ষিত শ্রমিক ছাঁটাইসহ নানা সমস্যার মধ্যেও খাতটি এগিয়েছে। কিন্তু, সোনার ডিম পাড়া হাঁসটির যে যত্নআত্তি দরকার তা করা হয়নি; বরং করা হয়েছে বি-পরীতটি। পুরোনো সেসব সমস্যা সমাধান না করে আরো সমস্যা ও জটিলতা পাকানো হয়েছে। আপদের ওপর বিপদের মতো চেপেছে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শ্রম অধিকার নীতি ঘোষণা। নারীর অবদান এ খাতকে এক অন্যান্য পর্যায়ে নিয়ে গেছে। অথচ নারী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি, অনিয়মিত বেতন-ভাতা, কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাব, যৌন হেনস্তার শিকার হওয়া, সময়মতো পদোন্নতি না পাওয়া, অপর্যাপ্ত মাতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদি সমস্যা যেন দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। সেলাই ও অপারেটরের কাজ ছাড়া বড় কোনো পদে তাদের পদোন্নতি হয় না বললে চলে। কিছু গার্মেন্টে মাতৃত্বকালীন ছুটি দিলেও তা ছয় মাসের জায়গায় তিন মাস দেয়া হয়। এ অবস্থায় খাতটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিয়েও দেখা গেছে তীব্র অসন্তোষ। পোশাক শ্রমিকদের এ পেশায় বয়স নিয়েও পড়তে হয় বিশাল বিপাকে। এ যেমন দেশের সরকারি চাকরিতে অবসরের বয়সসীমা সাধারণত ৫৯ বছর হলেও পোশাককর্মীরা, বিশেষ করে নারীকর্মীরা ত্রিশের কোঠা পার হলে চাকরি নিয়ে শঙ্কায় পড়ে যান। তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে না লাগিয়ে তখন তাদের বাদ দিয়ে কম বেতনে নতুন কর্মী নিয়োগ দেয়া হয়। অল্প বয়সে চাকরি হারানোর শঙ্কায় এ পেশায় অসন্তোষ বাড়ছে যা এ খাতের জন্য মোটেও শুভলক্ষণ নয়।

শ্রমিকদের বিপরীতে মালিকদের সবাই যে খুব আয়েশে আছেন তাও নয়। গ্যাস-বিদ্যুৎ সঙ্কটে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় লোকসান গুনতে হয় কখনো। কাঁচামাল আমদানিতে প্রায় পড়তে হয় নানা ঝামেলায়। আমদানি ব্যয় বেড়েছে, বিশেষ করে আমদানি পণ্য পরিবহনে ব্যয় বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। এসব দুর্গতির মধ্যে যোগ হয়েছে বৈশ্বিক মন্দা ও ডলার সঙ্কট। এতে আমদানি-রফতানিতে তীব্র নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এর মধ্যে আবার রাজনৈতিক অস্থিরতা। কূটনীতিরও এ নাজুক পরিস্থিতি। তার মধ্যে আপদের ওপর বিপদের মতো চেপেছে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শ্রম অধিকার নীতি ঘোষণা।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানির বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে পোশাক রফতানিতে তৃতীয় শীর্ষ দেশ বাংলাদেশ। পোশাক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে হোম টেক্সটাইল, হিমায়িত মৎস্য, চামড়াজাত পণ্য, প-াস্টিকসহ আরো নানা পণ্য রফতানি করে বাংলাদেশ। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৯৭০ কোটি ডলারের বাংলাদেশী পণ্য রফতানি হয়েছে। যার মধ্যে তৈরি পোশাক ৮৫১ কোটি ডলার।

গার্মেন্ট সেক্টরে বাংলাদেশের ভালো খবর প্রতিবেশী ভারতের জন্য মন্দ সংবাদ। আর মন্দ খবরগুলো তাদের জন্য খোশখবর। সূত্র মতে, পোশাক কারখানাগুলোর জেনারেল ম্যানেজার, প্রোডাকশন ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার, মার্চেন্ডাইজারের মতো পদে কর্মরতদের বেশির ভাগ বিদেশী। ওই বিদেশীদের বেশির ভাগই আবার ভারতীয়। এরা একেকটি গার্মেন্টে বড় ফ্যাক্টর। বিশ্বস্ত সূত্রে আরো জানা যায়, বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো পোশাক কারখ-ানা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে হাতে নিয়ে নেয় তারা। কখনো কখনো গন্ডগোল পাকিয়ে কারখানা বন্ধ করা এবং সেটি তাদের হাতে কন্ট্রাক্টে ছেড়ে দিতে মালিককে বাধ্য করে তারা। দেশে তালিকাভুক্ত বায়িং হাউজের বেশির ভাগ ভারতীয়দের দখলে। অনেক সময় নিজস্ব এজেন্টদের মাধ্যমে পরিক-ল্পিতভাবে শ্রমিক অসন্তোষ ছড়িয়ে দেয়ার কারসাজিও করে এরা। গার্মেন্ট কারখানাগুলোতে এবারের শ্রমিক অসন্তোষ ও নাশকতার পেছনে তারা জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বৈকি। কিন্তু, আসন্ন নির্বাচন ও রাজনৈতিক-কূটনৈতিক বাস্তবতায় এ সময়ে সেদিকে দৃষ্টিপাতের ফুরসত নেই। তবে, পোশাক শিল্পে যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে বাজার যে ভারতমুখী হয়ে যাবে- তাতে কোনো রাখঢাক থাকবে না।

প্রকাশ্যে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

নভে./ডিসেম্বর	২৭	২৮	২৯	৩০	০১	০২	০৩
ফজর	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪২
সূর্যোদয়	৬.৫৬	৬.৫৭	৬.৫৮	৬.৫৯	৭.০০	৭.০১	৭.০২
জোহর	১১.৪৪	১১.৪৪	১১.৪৫	১১.৪৫	১১.৪৫	১১.৪৬	১১.৪৬
আসর	২.৪৯	২.৪৯	২.৪৯	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৮
মাগরিব	৪.৩১	৪.৩০	৪.৩০	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯
এশা	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার

॥ মারওয়ান বিশারা ॥

গাজায় নৃশংস যুদ্ধ, দীর্ঘ ও উপর্যুপরি অপরাধমূলক নীতি ইসরায়েলের জন্য আত্মঘাতী ফল বয়ে আনতে পারে। এমনকি এ থেকে শক্তিশালী ইহুদি রাষ্ট্রের অবসানও ঘটতে পারে। আসলে আত্মরক্ষার নামে গাজায় ইসরায়েলের সুপরিকল্পিত গণহত্যা দেশটিকে নিরাপদ করবে না; বরং এ অঞ্চলে আরও বড় পরিসরে অনিরাপত্তা ও অস্থিতিশীলতা তৈরি করবে। এতে ইসরায়েল আরও কোণঠাসা হয়ে পড়বে। যে ভৌগোলিক অঞ্চলে দেশটির অবস্থান, সে অঞ্চলটি মোটাদাগে তাদের জন্য বরাবরই প্রতিকূল ছিল। এই যুদ্ধ তাদের দীর্ঘ মেয়াদে টিকে থাকার পথে এবার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করল। ঔপনিবেশিকতা ছেড়ে আর দশটা স্বাভাবিক রাষ্ট্রের মতো আচরণ না করলে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের কোনো ভবিষ্যৎ আছে–এটা কখনো মনে হয়নি আমার।

১৯৯০ দশকের শুরুর দিকে অল্প কিছু সময়ের জন্য এমনও মনে হয়েছিল যে ইসরায়েল হয়তো স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তনের একটা ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছিল তখন। তারা এ অঞ্চলের ফিলিস্তিনি ও আরব রাষ্ট্রগুলোকে শান্তিপ্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার একটা উদ্যোগ নিয়েছিল। ইসরায়েল এমনকি দেশগুলোর অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তবে প্রতিবারই তাদের ঔপনিবেশিক চেহারা বেরিয়ে পড়ে। দখলদারির অবসান ঘটিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের হাজারো সুযোগ তারা নষ্ট করেছে। ইসরায়েলি কূটনীতিক অ্যাবা এবান একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, ইসরায়েল সুযোগ নষ্ট করার সুযোগ কখনো নষ্ট করে না।

ইসরায়েল দখলদারির অবসান ঘটানোর পরিবর্তে ফিলিস্তিনে তাদের উপনিবেশ সম্প্রসারণের প্রকল্পকে আরও বড় করেছে। ফিলিস্তিনের কাছ থেকে চুরি করা ভূমিতে ইহুদি বসতি ক্রমে বেড়েছে। এই অবৈধ বসতিতে পৌঁছাতে ইসরায়েল বিশেষ বাইপাস সড়ক ও অন্যান্য প্রকল্প নিয়েছে। তারা সেখানে দুই ধরনের ব্যবস্থা জারি রেখেছে। যা কিছু উন্নত তা ইহুদিদের জন্য, আর যা কিছু অনুন্নত তা ফিলিস্তিনিদের। দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি অ্যাপারথেইডের অবসান ঘটেছে, আরেকটির উত্থান আমরা দেখলাম ফিলিস্তিনে।

ঔপনিবেশিকতার ছায়ায় শান্তি অপসৃত হয়। ফলে ইসরায়েল আরও বেশি ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠেছে দিন দিন। এমনকি আইনকানুনেও ইহুদিদের দেখানো হয়েছে শ্রেষ্ঠতর হিসেবে। জর্ডান নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের ওপর এই ঔপনিবেশিক শাসন জেঁকে বসেছে। ফলে খুব দ্রুতই ধর্মান্ধ ও চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নেয়। আর তাদের জায়গা করে দেন ইসরায়েলেরই সুযোগসন্ধানী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। জোট সরকার গঠন করে ইসরায়েল তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলোও ধ্বংস করতে শুরু করে এবং ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি এই দুই জাতির পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের যে সম্ভাবনা, তা পুরোপুরি নাকচ করে দেয়।

আপসের সব সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়ে তারা এবার পুরো ফিলিস্তিন দখলের পরিকল্পনা নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের জমি চুরি করে ইহুদি বসতি স্থাপন করেছে। তাদের উদ্দেশ্য–ফিলিস্তিনিদের জমি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তারা পশ্চিম তীর নামের বিশ্বের বৃহত্তম খোলা জেলখানায় এই অবৈধ বসতি স্থাপন করে চলেছে। ইসরায়েলিরা এখন এতটাই বেপরোয়া যে স্বাধীন-সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সঙ্গে পশ্চিম তীরকে যুক্ত করার যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি তারা অতীতে দিয়ে আসছিল, সেই প্রতিশ্রুতিটুকুও আর দিচ্ছে না। গাজার এই যুদ্ধ হয়তো শেষের শুরু। তবে তা ফিলিস্তিনিদের জন্য নয়। ঠিক যেমন করে দক্ষিণ আফ্রিকার রক্তপিপাসু শ্রেষ্ঠত্ববাদী সরকার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, একইভাবে সমাপ্তি ঘটবে ইসরায়েলের। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

এরপর এল ৭ অক্টোবর। এদিন একটি কঠোর বার্তা দিল যে উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টা কার্যকর আর টেকসই হতে পারে না। দিনটি আরও বার্তা দিল যে ২০ লাখ মানুষকে অবরুদ্ধ করে তারা চাবি ছুড়ে ফেলে দিতে পারে না। ফিলিস্তিনিরা বলার চেষ্টা করছে যে সংঘাতের মূল কারণ এবার খুঁজে বের করতেই হবে। খুঁজে বের করতে হবে–কেন তাদের জমিজিরাত কেড়ে নেওয়া হলো, কেন দখল করা হলো, কেনইবা অবরুদ্ধ করা হলো।



কিন্তু নেতানিয়াহুর সরকার স্বভাবজাত কারণেই এই মর্মান্তিক ঘটনাকে যুদ্ধের দিকে নিয়ে গেল। আর ফিলিস্তিনিদের অমানুষ প্রমাণে উঠেপড়ে লাগল। কারণ, ফিলিস্তিনিরা মানুষ নয়–এই প্রচার তাকে জাতিগত নিধনের পথে এগোতে সাহায্য করবে। তিনি এই যুদ্ধকে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে অভিহিত করলেন। যার অর্থ দাঁড়াল–এই যুদ্ধ শুধু হামাসের বিরুদ্ধে নয়; বরং গাজাবাসীর বিরুদ্ধে। প্রেসিডেন্টসহ ইসরায়েলি নেতাদের একজনের পর একজন, ভয়ংকর এই হামলার জন্য সব ফিলিস্তিনিকে অভিযুক্ত করলেন। তাঁরা দাবি করলেন, গাজায় কোনো নিরপরাধ মানুষ নেই।

যুদ্ধের শুরু থেকে ইসরায়েলিরা তাই প্রতিহিংসাপরায়ণ ও চরম গোষ্ঠীবাদী আচরণ শুরু করে। মৌলিক মানবাধিকার, মানবিক মূল্যবোধ ও আন্তর্জাতিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তারা গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে। ইসরায়েলের এই উপনিবেশবাদী যুদ্ধের শিকার হয় হাসপাতাল, স্কুল, মসজিদ, আবাসিক ভবন। যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের অন্যান্য পশ্চিমা মিত্রের আশকারায় তারা শিশু, চিকিৎসক, শিক্ষক, সাংবাদিক, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধদের নির্বিচার খুন করে চলে।

কিন্তু বিদেশি গোষ্ঠীবাদীদের এই অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে টিকে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, আদিবাসী এই জনগোষ্ঠী অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় রক্তপিপাসু অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ।

ইসরায়েল তাদের এই সহিংস বর্ণবাদী আচরণকে ন্যায্যতা দিতে যতই ধর্মের দোহাই দিক না কেন, তা আর কাজে আসবে না। স্রষ্টা নিরপরাধ শিশুদের হত্যার অনুমোদন দেয় না। ইসরায়েলের মার্কিন ও পশ্চিমা পৃষ্ঠপোষকদেরও হত্যাকে সমর্থন করা উচিত হবে না।

যেহেতু পশ্চিমে জনমত ক্রমে ইসরায়েলের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে, তাই পশ্চিমের নিষ্ঠুর নেতারাও তাঁদের গতিপথ পরিবর্তন করবেন। তাঁদের নৈতিক অবস্থানের হয়তো পরিবর্তন হবে না; কিন্তু দেশগুলো বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে তাদের স্বার্থ সুরক্ষার চেষ্টা করবে। গাজায় শিশুহত্যা বন্ধের দাবিতে ফ্রান্সের যে অবস্থান, তা-ই প্রমাণ করে পশ্চিমাদের অবস্থান বদলাচ্ছে।

এই কুৎসিত যুদ্ধের পর ইসরায়েলের হাতে আর কোনো ভালো বিকল্প নেই। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে উদ্ধার পেতে এটিই দেশটির জন্য শেষ সুযোগ। তাদের উচিত হবে যুদ্ধ বন্ধ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের কথা বলছেন, তা মেনে নেওয়া। যদিও দুই রাষ্ট্রভিত্তিক ব্যবস্থা এখন অবাস্তব। তারা অন্তত গাজার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে রেডলাইন নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেটা মেনে চলুক। যুক্তরাষ্ট্র গাজা পুনর্দখল বা জাতিগত নিধনের বিপক্ষে এবং গাজার যে আয়তন তা অপরিবর্তিত রাখার পক্ষে মত দিয়েছে। নেতানিয়াহু এবং তাঁর ধর্মান্ধ জোট বহুদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রকে গ্রাহ্য করছে না। তারা আবারও যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবকে উপেক্ষা করেছে। এতে ক্ষতি হচ্ছে দুই দেশেরই।

গাজায় যুদ্ধ শুরুর বহুদিন আগেই ইসরায়েলের একজন বিখ্যাত সাংবাদিক আরি সাভিত বলেছিলেন, ইসরায়েলের পতন ঘটবে এ কথা সবার জানা। কারণ, তারা ধ্বংসাত্মক পথে চলছে। আর গত সপ্তাহে গোয়েন্দা সংস্থা শিন বেতের সাবেক প্রধান আমি আয়ালান সরকারকে সতর্ক করে বলেন, যুদ্ধ এবং বসতি স্থাপন ইসরায়েলকে শেষ করে দেবে। দুজনই এ নিয়ে বই লিখেছেন।

প্রাচীন আমলের ক্রুসেডার থেকে শুরু করে বিশ্বের যেকোনো সহিংস অনুপ্রবেশকারীর পতন ঘটেছে। এ যুগের একমাত্র ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হলো ইসরায়েল। ইসরায়েলের পতনও অবশ্যম্ভাবী। ফিলিস্তিনি, আরব ও ইসরায়েলিদের যত রক্তই ঝরুক না কেন, এই শক্তি টিকবে না।

গাজার এই যুদ্ধ হয়তো শেষের শুরু। তবে তা ফিলিস্তিনিদের জন্য নয়। ঠিক যেমন করে দক্ষিণ আফ্রিকার রক্তপিপাসু শ্রেষ্ঠত্ববাদী সরকার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, একইভাবে সমাপ্তি ঘটবে ইসরায়েলের। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

মারওয়ান বিশারা আলজাজিরার জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক বিশেষক

নিবন্ধটি আলজাজিরায় প্রকাশিত। ইংরেজি থেকে অনুবাদ: শেখ সাবিহা আলম



বাংলাদেশ এখন কোন স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে!

॥ সালাহউদ্দিন বাবর ॥

এখন এক অনিরাপদ ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জনপদের বাসিন্দা বাংলাদেশের প্রায় সব মানুষ। অবাক হতে হয় এজন্য যে, ঘরে-বাইরে, রাজপথে সর্বত্রই খোদ রাষ্ট্রযন্ত্র নাগরিকদের শায়েস্তা করার জন্য তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। প্রশ্ন হতে পারে, কী তাদের অপরাধ! গর্হিত কোনো অপরাধ কি? না, তাদের দোষ এতটুকুই যে, তারা বিশ্বাস ও মান্য করে 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র'। এই বাণী অবশ্যই তাদের নিজেদের রচনা নয়। এ দেশের সর্বোচ্চ আইন-গ্রন্থ তথা সংবিধানের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এই বাক্য। মানুষ এই মন্ত্রকে জীবনাচরণের সাথে একীভূত করে নিয়েছে। প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্তে সর্বত্র এর অনুশীলন দেখতে চায়। কিন্তু পক্ষশক্তি শুধু তাদের যখন যতটুকু প্রয়োজন, মানুষ ঠিক ততটুকুই কেবল তারা কার্য করতে চায়। মানুষের চিন্তাচেতনায় রয়েছে সংবিধানের সবটুকু প্রথম শেষ পর্যন্ত তার অনুশীলন। আর সরকারের বিবেচনা আছে খন্ডাংশ। দুই পক্ষের বিরোধটা মূলত এখানেই। জনগণের এই কামনার প্রতি অবজ্ঞা অবহেলা শাসকদের। সেটা মানুষকে করছে মর্মাহত ক্ষুব্ধ। জনগণ এজন্য আন্দোলনরত রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সারথি। আন্দোলনরত সংগঠনগুলো এখন সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করছে। তার পরও তাদের দাবি নিয়ে দলগুলো অটল অবিচল। মানুষ তাদের সাথি হওয়ার জন্য জ্বালাযন্ত্রণা কষ্ট দুর্ভোগ বঞ্চনা সয়ে যাচ্ছে।

সংবিধান যেখানে পরিষ্কার করেছে 'প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার মালিক জনগণ', অথচ সে মালিককে দাসে পরিণত করার সব আয়োজন সম্পন্ন করছে পক্ষশক্তি। এই প্রত্যয় জনগণের। তারা যাকে চাইবে তার হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেবে। সেই প্রক্রিয়া হচ্ছে 'স্বচ্ছ প্রশ্নমুক্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ অংশগ্রহণমূলক ভোটব্যবস্থা তথা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। অথচ তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকার ও নির্বাচন কমিশন। ওই শক্তিদ্বয় এখন নাগরিক সমাজের প্রতিপক্ষ শক্তি বা খলনায়কের ভূমিকায়। পক্ষশক্তি এমন অনাচারের সাথে যুক্ত রয়েছে কিছু পরাশক্তি। তাতে শাসক শ্রেণী যা ইচ্ছা তাই করার সাহস পাচ্ছে।

লক্ষ করার বিষয়, সরকারি দলের শীর্ষ নেতাদের অঙ্গীকার হচ্ছে, তারা নাকি ভালো নির্বাচন চান। তবে কেন সর্বজন স্বীকৃত ও সমর্থিত অন্তর্বর্তীকালীন একটি প্রশাসনের কাছে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে, সবার সাথে এক কাতারে এবং একই সুযোগ সুবিধা নিয়ে ভোটের যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না, এতে সমস্যা কোথায়। ১৫ বছর এক-নাগাড়ে ক্ষমতায় থেকে তারা নাকি দেশের প্রচুর 'উন্নয়ন' করেছে। তবে কেন তেমন একটা ব্যবস্থার অধীনে ভোট করতে বাধা এবং শাসকরা বারবার বলছেন, 'আমি কি ডরাই রাঘবে'। সত্যি যদি তারা নাই ডরাতেন। একবার না হয় মোকাবেলা করেই দেখান না কেন! আসলে শাসকরা তাদের 'মূল্যায়নে' আস্থা রাখতে পারছেন না। তাদের ভয় কেঁচো খুঁড়তে যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে। সরকারি দল সব নিয়ে কিন্তু সোরগোল করছে। এ ক্ষেত্রে এক গ্রাম্য প্রবাদের কথা অনেকের মনে উদয় হতে পারে। যেমন- রাতে বাঁশ ঝাড়ের নিচ নিয়ে চলার সময় ভূতের ভয়ে কারো গা ছমছম করে। তখন বাঁশঝাড় অতিক্রমের সময় উচ্চ কণ্ঠে গান গাওয়া শুরু করে। আজ সরকারের অবস্থাটাও কি সেরকম!



যা হোক, এবার দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের বিষয় নিয়েই কথা বলা যাক। সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবির বিপরীতে একটি যেনতেন নির্বাচনের ব্যবস্থার আয়োজন নিয়ে সরকার ও কমিশন একত্রে অভিন্ন ধারায় চলছে। যেমন একটি 'থোড় বড়িখাড়া' গোছের নির্বাচন অনুষ্ঠানের চতুর্মুখী প্রয়াস চালাচ্ছে শাসকরা।

বিএনপি ও তার সহযোগীরাসহ জামায়াত জানবাজি রেখে আন্দোলন নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের সাথে রয়েছে কোটি জনতার সরব, কখনো নীরব শুভেচ্ছা সমর্থন। উপরে বলা হয়েছে জনসমর্থিত, এই আন্দোলনের স্বরধ্বনি দেশের সীমান্ত পার হয়ে বহুদূর গেলেও ক্ষমতাসীনদের মন-মগজে সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে না। শাসকরা বরং তাদের প্রতিপক্ষ শক্তি ও জনগণকে পথেঘাটে বনবাদাড়ে শুধু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেই না, শাসক দল তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের কারাগারের অন্ধ গহ্বরে ঢুকিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে শেষ করে ফেলতে চায়। সেজন্য পক্ষশক্তির এক নেতা দম্ভভরে বলেন, আগামীতে এ দেশে বিএনপি-জামায়াতের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। আসলে দেশকে একটা 'অরণ্যের রাজ' প্রতিষ্ঠার সবরকম প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

বলা হয়েছে, আগামীতে বিএনপি-জামায়াতের অস্তিত্ব আর এই জনপদে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ কথার সত্যতা অবশ্যই আছে। মানুষ যা দেখছে এবং শুনছে, শত শত মানুষ গুম খুন হয়েছে। সে ধারা এখনো চলমান। অবাক লাগে, মানুষ নিধনের এমন ঘোষণা কিভাবে প্রকাশ্যে কেমন করে দিতে পারছে পক্ষশক্তির নেতৃত্ব? কোথায় আইন আর কোথায় আইনের শাসন? জানি, দেশের মানুষ অধিক এখন শোকের পাথর। কিন্তু বিশ্ববিবেক কি তাদের চোখ কান বোধ বিবেচনা সব অন্যত্র বন্ধক দিয়ে বসে আছে? হয়তো শাসকরা সেটাই ভাবছেন। না, তাদের ভাবনা সঠিক নয়। জাতিসঙ্ঘ সম্প্রতি দেশের সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুমের মতো ঘটনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে। তারা এ ঘটনার যাবতীয় তথ্য জানতে চেয়েছে। তবে এসব বিষয় জানতে চাওয়ার অর্থ এই নয় যে, তারা কোনো কিছু জানেন না। তারা শুধু এ নিয়ে ব্যবস্থা নেয়ার আগে বাংলাদেশের সরকারের বক্তব্যটা জানতে চান। জাতিসঙ্ঘ যা করার সেটা করবে। সেখান থেকে পার পাওয়া আদৌ সহজ নয়।

কেউ কেউ বলছেন, শাসকরা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের মতোই কাজ করছেন। যেমন দেশের সম্পদের সুরক্ষা দেয়ার দায়িত্ব সরকারের। অথচ সেই সম্পদ এখন নষ্ট বা ধ্বংস করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এমন সব অপকর্ম বা গর্হিত কাজ বিরোধী দলের লোকজনরাই করছে। অপর দিকে, খোদ জাতিসঙ্ঘ সব জারিজুরি ফাঁস করে দিয়েছে। তারা পরিষ্কার মন্তব্য করেছে, ক্ষমতাসীনদের সমর্থকদের দ্বারা যত সন্ত্রাসী কর্ম সংঘটিত হচ্ছে। এখন তাহলে বলতে হয়, শাসকরা নিজের নাক শুধু কাটতে শুরু করেছেন। সেই সাথে কী কাটা পড়বে সেটা এখন বলা যাবে না। এতটুকুতে ক্ষান্ত থাকা যাক, অতি চালাক শেষে প্রমাণিত হয়, তারাই বুরবক। সবাই বলে, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। ক্ষমতাসীনরা সেটা করে প্রমাণ করছেন। আরো বোঝার বিষয়, সরকারি সম্পদ পুড়িয়ে আসলে কারা অগ্নিউৎসব করছে? প্রশ্ন হতে পারে, কোন সে পামর আইন রক্ষাকারী বাহিনীর পাশে থেকেই অগ্নিউৎসবে যোগ দিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ছে। আরো অবাক হওয়ার বিষয়, এসব অপকর্ম অনুসন্ধানের কোনো খবর এ যাবত কোনো পত্রিকায় বা অন্য কোনো মিডিয়ায় আসছে না কেন? আবার কিছু মিডিয়ায় অতি উৎসাহ অগ্নিউৎসবের খবর ফলাও করে প্রকাশ করে। কিন্তু কারা করছে, কোন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। তারা প্রকাশের সামান্য চেষ্টা পর্যন্ত করছে না। এটা কি তথ্য প্রকাশে অনৈতিকতা নয়?

এদিকে কথিত নির্বাচনী বৈতরণী পার করানোর কাজটি খুব সহজ করার জন্য অনেক মিডিয়াই উঠেপড়ে লেগেছে। তা হলে আর সত্য প্রকাশে মিডিয়া অবিচল, বলা অর্থ কী? মিডিয়ার সবাই দাবি করেন, রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হচ্ছে মিডিয়া। এখন দেশের অপর তিন স্তম্ভের চতুর্থ স্তম্ভকেও কি উলি পোকায় খেয়ে ধ্বংস করতে চলেছে? তাহলে বাংলাদেশ এখন কোন্ স্তম্ভের ওপর ভর করে দাঁড়াবে?

এদিকে কথিত নির্বাচনী বৈতরণী পার করানোর কাজটি খুব সহজ করার জন্য অনেক মিডিয়াই উঠেপড়ে লেগেছে। তা হলে আর সত্য প্রকাশে মিডিয়া অবিচল, বলা অর্থ কী? মিডিয়ার সবাই দাবি করেন, রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হচ্ছে মিডিয়া। এখন দেশের অপর তিন স্তম্ভের চতুর্থ স্তম্ভকেও কি উলি পোকায় খেয়ে ধ্বংস করতে চলেছে? তাহলে বাংলাদেশ এখন কোন্ স্তম্ভের ওপর ভর করে দাঁড়াবে?

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

ইউক্রেনকে ন্যাটোতে নিলে যে বিপদে পড়বে আমেরিক

॥ স্টিফেন ব্রায়েন ॥

ইউক্রেন যুদ্ধ ছাড়া ইউরোপে আর কোনো যুদ্ধ হবে না। যাহোক, এই ভবিষ্যদ্বাণীর তখনই সত্যি হবে, যদি রাশিয়ার দিক থেকে আসা আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা ন্যাটোর থাকে। ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপট থেকে দেখলে, রাশিয়াকে প্রতিহত করার সামর্থ্য ন্যাটোর কতটা, তা নিয়ে সংশয় বাড়ছেই। ন্যাটো যদি নিজের প্রতিরক্ষা পুনরুদ্ধার করতে আত্মবিশ্বাসী না হয়, তাহলে সংস্থাটির উচিত রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করা। কিন্তু সেটা ইউরোপের কৌশলনীতিগত মানচিত্র বদলে দেবে। বর্তমানে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, তাতে করে ন্যাটো সম্প্রসারণবাদী জোট। যদিও ন্যাটো প্রতিরক্ষামূলক জোট হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর ন্যাটো তার অবস্থান পাল্টে ফেলে। নীতিনির্ধারকেরা বাল্টিক দেশগুলোতে ও পূর্ব ইউরোপে ন্যাটো সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। রাশিয়া সে সময় ভয়াবহভাবে দুর্বল ও গরিব হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে ন্যাটোর সিদ্ধান্তটি ছিল সাহসী। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর প্রায় এক দশক রাশিয়া কোনো অস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদন করেনি। অর্থসংকটের কারণে নতুন অস্ত্র উৎপাদনের পরিকল্পনা তারা সরিয়ে রাখে। ভ্লাদিমির পুতিনের শাসনামলে রাশিয়ার ক্ষয়িষ্ণু সামরিক শক্তি আবার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। কিন্তু সেটা খুব সহজ কাজ ছিল না। কেননা রাশিয়ার সমরশিল্প আধুনিক সমরশিল্প থেকে অনেক দূর পিছিয়ে ছিল। তারা যে কাজটি ভালো করেছিল, সেটা হলো সামরিক শীর্ষ নেতৃত্বের কাউকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অস্ত্র কারখানাগুলো পরিচালনার দায়িত্ব দেয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টি গোলাবারুদ কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় দুটি কারখানা আইওয়া ও পেন-সিলভানিয়ায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কারখানাগুলোর পক্ষে উৎপাদন বাড়ানো খুবই কঠিন। কারণ হলো, তারা পুরোনো উৎপাদনপদ্ধতি ব্যবহার করে। আর কাজের পরিবেশ কঠোর হওয়ার কারণে অনেকেই সেখানে কাজ করতে চান না। যুক্তরাষ্ট্রের এই কারখানাগুলো ৮০ বছরের বেশি পুরোনো।

যাহোক, রাশিয়া আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সমরশিল্প খুব ধীরে ধীরে আত্মস্থ করে নিতে থাকে। ২০২০ সালে দ্বিতীয় নাগোরনো-কারাবাখ যুদ্ধের সময় এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রাশিয়ার সরবরাহ করা অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধকৌশল যথেষ্ট নয়। আর্মেনিয়া মূলত রাশিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। সেই যুদ্ধে আজারবাইজানের কাছে আর্মেনিয়া ধরাশায়ী হয়েছিল।

২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুর দিকটাতে দেখা গেল, ২০২০ সালের নাগোরনো-কারাবাখ যুদ্ধের শিক্ষা রাশিয়া গ্রহণ করেনি। দেখা গেল যে স্মার্ট অস্ত্র, যেমন ট্যাংকবিরোধী ক্ষেপণাস্ত্র ও ম্যানপ্যাডস আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৌশল কী হবে, সেটা তারা রপ্ত করতে পারেনি।

ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুতে রুশরা যে ড্রোন ব্যবহার করেছিল, সেগুলো পুরোনো ও খুব যাচ্ছেতাই ধরনের। এসব ড্রোন খুব সহজেই ভূপাতিত করে ফেলছিল ইউক্রেনীয় বাহিনী। রাশিয়ার শত শত সাঁজোয়া যান অ্যাম্বুশ করে ধ্বংস করেছিলেন ইউক্রেনীয় যোদ্ধারা। পশ্চিমাদের সরবরাহ করা স্মার্ট অস্ত্রশস্ত্র ও একেবারে নিখুঁত সময়ের গোয়েন্দা তথ্যের ওপর ভর করে ইউক্রেনীয় বাহিনী রুশ বাহিনীর ওপর আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু ২০২২ সালের শেষে ও ২০২৩ সালের শুরুর দিকে রুশ সেনাবাহিনী আধুনিক প্রযুক্তি ও আধুনিক কৌশল রপ্ত করে নিতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার যুদ্ধকৌশল (এ যুদ্ধকৌশলের কারণে জনবল ও অস্ত্রবল–দুইয়ের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়) থেকে সরে এসে কার্যকর প্রতিরক্ষাকৌশল গড়ে তোলে রাশিয়া। এটি করা হয়েছিল জেনারেল সের্গেই সুরোভিকিনের পরিকল্পনায়। এরপর রাশিয়া নতুন প্রজন্মের ড্রোন, কেন্দ্রীভূত পদাতিক বাহিনী ও আকাশ থেকে ফেলা মাইনের মাধ্যমে ইউক্রেনীয় বাহিনীর গতি রোধ করে দিতে থাকে। রাশিয়া এখন ইউক্রেনকে রক্তাক্ত করার কৌশল নিয়েছে। ইউক্রেনের নয়টি ব্রিগেডকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় আমেরিকান ও ইউরোপীয় উপদেষ্টারা বিষয়টি সঠিকভাবে হিসাব করতে পারেননি।

ইউক্রেন যখন রক্তাক্ত হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে ন্যাটোর সামরিক পরিকল্পনা ত্রুটিযুক্ত। ইউক্রেনীয় বাহিনীর বি-পুলসংখ্যক সেনা ও অস্ত্রশস্ত্র খোয়া যাওয়ার ঘটনা বলে দেয়, ন্যাটোর পরিকল্পনা টেকসই ছিল না। গোলাবারুদের ক্ষেত্রে একটা প্রধান সংকট তৈরি হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধে কতটা গোলাবারুদ দরকার, সেই হিসাব করতে পারেননি ন্যাটোর পরিকল্পকেরা। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ ইউক্রেনের কাছে মূলত দূরপাল্লার গোলা সরবরাহ করেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেটা অপ্রতুল। রাশিয়া ও ন্যাটো–দুই পক্ষই গোলাবারুদের সংকটে পড়েছে। কিন্তু রাশিয়ার তুলনায় ন্যাটোর ঘাটতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি। ন্যাটো এখন গোলার সরবরাহ বাড়িয়েছে। কিন্তু ন্যাটো এখন মাসে ১ লাখ ৬৩ হাজারের বেশি গোলা উৎপাদন করতে পারছে না। রাশিয়া মাসে সাড়ে তিন লাখের বেশি গোলা উৎপাদন করছে।

যুক্তরাষ্ট্র এখন দক্ষিণ কোরিয়া ও ইসরায়েলে থাকা ১৫৫ মিলিমিটার গোলার মজুত থেকে গোলা নিচ্ছে। এটি বিপজ্জনক হতে পারে। কেননা উত্তর কোরিয়া যদি দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে, তাহলে প্রতিরক্ষার জন্য সিউলের কাছে পর্যাপ্ত গোলা থাকবে না। ইসরায়েলে থাকা ৩ লাখ ১৫৫ মিলিমিটার গোলা ইউক্রেনে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটিও একই রকমভাবে বাজে সিদ্ধান্ত। ঘনিষ্ঠ মিত্র উত্তর কোরিয়া ও ইরানের কাছ থেকেও রাশিয়া সহযোগিতা পাচ্ছে। দুটি দেশই ১৫২ মিলিমিটার (প্রকৃতপক্ষে ১৫২ দশমিক ৪ মিলিমিটার) গোলা উৎপাদন করে। প্রকৃতপক্ষে ইরান ও উত্তর কোরিয়া–দুই দেশ মিলে রাশিয়াকে কতগুলো গোলা সরবরাহ করছে, সেটা জানা কঠিন। একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, উত্তর কোরিয়া এরই মধ্যে পাঁচ লাখ গোলা পাঠিয়েছে। মোট ২০ লাখ গোলা পাঠানোর প্রস্তুতি তারা নিয়েছে। প্রতিবেদন বলছে, উত্তর কোরিয়া ও ইরানের কাছ থেকে পাওয়া গোলা মজুত করে রেখেছে রাশিয়া। হতে পারে, আপৎকালে ব্যবহারের জন্য অথবা ইউক্রেনে বড় ধরনের আক্রমণ অভিযানের জন্য রাশিয়া সেগুলো মজুত করে রেখেছে।

ইউরোপীয়রা বলছেন, ইউক্রেনে পাঠানো গোলাবারুদ ফিরিয়ে আনা দরকার। এর কারণ হিসেবে তাঁরা বলছেন, নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য তাদের কাছে পর্যাপ্ত গোলাব-ারুদ নেই। রাইনমেটালের মতো ইউরোপের কয়েকটি অস্ত্র কোম্পানি নিজেদের উৎপাদন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু বাড়তি সেই গোলাবারুদ পেতে আরও কয়েক বছর লেগে যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টি গোলাবারুদ কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় দুটি কারখানা আইওয়া ও পেন-সিলভানিয়ায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কারখানাগুলোর পক্ষে উৎপাদন বাড়ানো খুবই কঠিন। কারণ হলো, তারা পুরোনো উৎপাদনপদ্ধতি ব্যবহার করে। আর কাজের পরিবেশ কঠোর হওয়ার কারণে অনেকেই সেখানে কাজ করতে চান না। যুক্তরাষ্ট্রের এই কারখানাগুলো ৮০ বছরের বেশি পুরোনো। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২০২৮ সালের মধ্যে প্রতি মাসে ১৫৫ মিলিমিটার গোলা উৎপাদন সক্ষমতা বাড়িয়ে ৮০ হাজার করতে চায়। আর ইউরোপীয়রা ভবিষ্যতে প্রতি মাসে ২০ হাজার থেকে ৫৫ হাজার ১৫৫ মিলিমিটার গোলা উৎপাদন করতে চায়।

ন্যাটো এই উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে ইউক্রেন যুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু ইউরোপে যদি কোনোভাবে আরও বড় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে কিংবা কোরিয়া উপদ্বীপ, চীন, তাইওয়ান, ইসরায়েলে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে এ সংখ্যা জানালা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার হবে। ইউক্রেন পর্যন্ত ন্যাটোর সম্প্রসারণ করা হলে জোটটির সঙ্গী দেশগুলোর জন্য ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মুখে ফেলবে। এটা ন্যাটোর প্রতিরক্ষার ক্ষমতা কমিয়ে দেবে। পরিষ্কারভাবে সেই সুযোগ নেবে চীন ও রাশিয়া।

লেখক: সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসি অ্যান্ড ইয়র্কটাউন ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ডিসেম্বর ২০২৩ ভিসা বুলেটিন

পরিবার ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতাঃ

প্রথমঃ (এফ-১)ঃ ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ জানুয়ারী ০১, ২০১৫।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস, সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যা।

এ. (এফ-২এ)ঃ গ্রিনকার্ডধারীদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তান। ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১৯।

বি. (এফ ২বি)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র এবং কন্যা (২১ বছর বয়সী এবং ২১ উর্ধ্ব বয়সী)ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ জানুয়ারী ৮, ২০০৯।

চতুর্থঃ (এফ-৪) প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই বোনঃ এপ্রিল ২২, ২০০৭।

নিউইয়র্ক থেকে হাসান হাবিবের প্রশ্নঃ

আমি আমার স্ত্রীর করা আবেদনে এদেশে এসেছিলাম। তারপর আমি সেই প্রক্রিয়ায় ইউএস পাসপোর্ট পেয়েছি। আর আমার বাংলাদেশের পাসপোর্ট নবায়ন করা আছে।

আজ আমি আমার একটি সমস্যার ব্যাপারে আপনার সাহায্যের প্রত্যাশায় এই চিঠি লিখছি। সমস্যা হচ্ছে আমার স্ত্রীর সাথে মাঝে মধ্যেই আমার খুব সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে খুব ঝগড়া হয়। সেই সময় আমার মানসিক অবস্থা খুব খারাপ থাকে।

আমার সেই মন খারাপের সময়ে আমি যদি বাংলাদেশ চলে যাই আমার বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে তাহলে সমস্যা হবে কিনা? অর্থাৎ আমি বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে ভ্রমণ করতে পারব কিনা? ঐ পাসপোর্ট নিয়ে প্রয়োজনে আমি আবার এদেশে ফিরে আসতে পারব কিনা?

ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমার তেমন ধারণা নেই। এ কারণে আপনার পরামর্শের প্রত্যাশ্যায় এ চিঠি লিখলাম। আশা করি উত্তর পাব।

হাসান হাবিবের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন ইউএসএ'র পাসপোর্টধারী যে কোন সময় ভ্রমণ করতে পারেন। আপনি তো একজন ইউএস এর পাসপোর্টধারী, সে কারণে আপনিও যে কোন সময় ভ্রমণে যেতে পারেন। তবে ইউএস'র পাসপোর্টধারী হিসেবে বাংলাদেশে যেতে চাইলে



আপনার ইউএস'র পাসপোর্টে 'নো ভিসা রিকোয়ারমেন্ট' এই মর্মে সিল নিতে হবে ইউএস বাংলাদেশে কনস্যুলেট থেকে। অর্থাৎ আপনি ইউএস এর পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশে যাতায়াত করতে পারবেন। আপনি ইচ্ছেমত ঐ পাসপোর্ট নিয়েই বাংলাদেশে যেতে পারবেন এবং বাংলাদেশে থেকে ফিরে আসতে পারবেন।

আপনি যে সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন সেটি একান্ত আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবু পরামর্শ হিসেবে বলতে চাই যে সব সমস্যার সমাধান আছে। আপনাদের সমস্যার অবসান হউক এই কামনা করি।

আরো একটি পরামর্শ হচ্ছে ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে এবং প্রয়োজনবোধে একজন ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। যিনি আপনার সাথে আলোচনা করে আপনার জন্য উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে সমস্যার সহজ সমাধান দিতে পারবেন।

সিভিক টেস্টঃ

পূর্ববর্তী সংখ্যায় সিভিক টেস্টের কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রকাশ করা হয়েছে। ক্রমানুসারে এ সংখ্যায় আরো কিছু প্রশ্ন উত্তর প্রকাশ করা হোলঃ

প্রশ্ন-৬৭ঃ দি ফেডারালিস্ট পেপারস ইউএস সংবিধান পাশ হওয়াতে সহায়তা করে। লেখকদের একজনের নাম বলতে হবে।

সঠিক উত্তরঃ জেমস ম্যাডিসন, আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন, জন জে, পাবলিয়ার্স।

প্রশ্ন-৬৮ঃ একটি বিষয়ের নাম বলতে হবে যার জন্য বৈজ্ঞানিক ফ্র্যাঙ্কলিন বিখ্যাত।

সঠিক উত্তরঃ ইউএস ডিপ্লোম্যাট, ইউএস কূনীতিক, সাংবিধানিক কনভেনশনের সবচেয়ে পুরানো সদস্য, ইউনাইটেড স্টেটসের প্রথম পোস্ট মাস্টার জেনারেল। গুয়োর রিচার্ডস অ্যালস্যানাবর্স এর রচয়িতা। প্রথম বিনামূল্যে লাইব্রেরিগুলো শুরু করেছিলেন।

প্রশ্ন-৬৯ঃ আমাদের রাষ্ট্রপিতা কে?

সঠিক উত্তরঃ জর্জ ওয়াশিংটন।

প্রশ্ন-৭০ঃ প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

সঠিক উত্তরঃ জর্জ ওয়াশিংটন।

প্রশ্ন-৭১ঃ ১৮০৩ সালে ইউনাইটেড স্টেটস ফ্রান্স থেকে কোন অঞ্চলটি ক্রয় করে।

সঠিক উত্তরঃ লুইজিয়ানা অঞ্চল।

প্রশ্ন-৭২ঃ ১৮০০ সালে ইউনাইটেড স্টেটসে হওয়া একটি যুদ্ধের নাম বলুন।

সঠিক উত্তরঃ ১৮১২'র যুদ্ধ, ম্যাক্সিকান আমেরিকান যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, স্প্যানিশ যুদ্ধ, স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধ।

প্রশ্ন-৭৩ঃ ইউএস'র উত্তর এবং দক্ষিণের মধ্যে যুদ্ধের নাম কি?

সঠিক উত্তরঃ সিভিল ওয়ার, স্টেটগুলোর মধ্যে যুদ্ধ।

প্রশ্ন-৭৪ঃ একটি সমস্যার নাম বলুন যার ফলে গৃহযুদ্ধ হয়েছিলো।

সঠিক উত্তরঃ ক্রীতদাস প্রথা, অর্থনৈতিক কারণ এবং স্টেট সমূহের অধিকার।

প্রশ্ন-৭৫ঃ আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রধানতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল?

সঠিক উত্তরঃ ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ, ইউনিয়নকে রক্ষা করা, গৃহযুদ্ধের সময় ইউএস'র নেতৃত্ব দেয়া।

প্রশ্ন-৭৬ঃ এমানসিপেশন প্রোক্লোমেশন কী করেছিলো?

সঠিক উত্তরঃ ক্রীতদাসদের মুক্ত করেছিলা, কনফেডারেসিতে ক্রীতদাসদের মুক্ত করেছিলো, কনফেডারেসি রাজ্যগুলোর ক্রীতদাসদের মুক্ত করেছিলো, বেশিরভাগ দক্ষিণের স্টেটগুলোতে ক্রীতদাসদের মুক্ত করেছিলো।

প্রশ্ন-৭৭ঃ সুসান বি অ্যান্থনি কি করেছিলেন?

সঠিক উত্তরঃ মহিলাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, নাগরিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।

প্রশ্ন-৭৮ঃ ১৯০০ তে হওয়া ইউনাইটেড স্টেটসে একটি যুদ্ধের নাম বলুন।

সঠিক উত্তরঃ প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কোরিয়ান যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধ।

প্রশ্ন-৭৯ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?

সঠিক উত্তরঃ উডরো উইলসন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases * Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ইউরোপ পেরেছে, মধ্যপ্রাচ্য কেন পারবে না

॥অ্যান মারি স্টার ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাত্র ছয় বছর পর ১৯৫১ সালে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস ও পশ্চিম জার্মানি প্যারিসে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। ওই চুক্তির মাধ্যমে দেশগুলো কয়লা ও ইস্পাত উৎপাদন নিয়ে একটি 'সম্প্রদায়' গড়ে তুলেছিল, যা 'ইউরোপিয়ান কোল অ্যান্ড স্টিল কমিউনিটি' হিসেবে পরিচিত।

এটি গত শতাব্দীর সভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য সফলতা। কারণ, ১৮৭০ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ফ্রান্স ও জার্মানি তিনটি বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ওই যুদ্ধের কারণে উভয় পক্ষের লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিল। বহু শহর ও জনপদ ধ্বংস হয়েছিল। বহু এলাকার ভৌগোলিক সীমা বদলে গিয়েছিল। বহু শহরের চেহারা আমূল পাল্টে গিয়েছিল। এর কয়েক দশক পরও আমার বেলজিয়াম বংশোদ্ভূত মা (যিনি কিনা শিশুবেলায় মা-বাবার সঙ্গে জার্মান দখলদার বাহিনীর ভয়ে ব্রাসেলস ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন) জার্মান বাহিনীর খাকি পোশাক দেখে আঁতকে উঠতেন।

এ রকম শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোও অবশেষে তাদের খনিজ কয়লা ও ইস্পাত উৎপাদন এমনভাবে করতে রাজি হয়েছে, যা ভবিষ্যতে তাদের একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে বাধা দিতে পারে।

ফ্রান্সের রবার্ত শুমান ও জ্যঁ মোনে; পশ্চিম জার্মানির কনরাড আদেনাউ এবং ইতালির আলসিদে দো গাসপেরির মতো কয়েকজন হাতে গোনা মহান নেতা ইউরোপের এই নতুন ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ, পরাশক্তিগুলোর রশি-টানাটানি, গোপন কূটনীতি ও প্রতিনিয়ত জাতীয় ভৌগোলিক সীমা পরিবর্তন করা নিয়ে চরম বিভক্তি যে মহাদেশটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেখানে এই চুক্তি একটি নতুন ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতা তৈরি করে দেয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রথমে ইউরোপের এই রাষ্ট্রগুলো একটি সম্প্রদায় বা কমিউনিটি গঠনে রাজি স্বীকৃত হয়েছিল। পরে তারা সেই কমিউনিটিকে ইউনিয়নে রূপ দেয়। এর আওতায় প্রতিটি দেশ নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা বজায় রেখে একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে সম্মত হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের এই গল্প আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খুবই পরিচিত। কিন্তু এটি এমন এক গল্প, যা বারবার ইউরোপের ঐতিহাসিক বিভক্তি ও ঐক্যের ঘটনা মনে করিয়ে দেয়।

মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আবার সেই গল্প প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কারণ, গাজার যুদ্ধের কারণে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের আলাপটি উঠে এসেছে। দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের তত্ত্ব অনুযায়ী, ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল আলাদা সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি সহাবস্থান করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে বলেছেন, ইসরায়েলের ওপর হামাসের হামলা করার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে শেষ হওয়ার পর দীর্ঘ মেয়াদে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পথে অগ্রসর হতে হবে।

বাইডেন মনে করেন, ইসরায়েলের রাষ্ট্র গঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে ফিলিস্তিনি জনগণকে দীর্ঘমেয়াদি শান্তির পথে হাঁটতে হবে। এ স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই ফিলিস্তিনিরা তাদের নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে যে ওসলো চুক্তি হয়েছিল, তা আজও কার্যকর হতে পারেনি। আলাদা দুই রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হয়নি। জনসংখ্যাগত ও ভৌগোলিক সীমারেখাগত জটিলতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ইসরায়েলে বসবাসরত আরবদের সংখ্যা এক দিকে যেমন বাড়ছে, অন্যদিকে পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হচ্ছে, যা ফিলিস্তিনের আলাদা রাষ্ট্র হওয়ার পথে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ কারণে দুই ভূখণ্ডের মধ্যে বাসিন্দাদের অদলবদল (অর্থাৎ ইসরায়েলে থাকা আরবদের ফিলিস্তিনে নেওয়া এবং ফিলিস্তিনে থাকা ইহুদিদের ইসরায়েলে ফিরিয়ে নেওয়া) দিনকে দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের সমর্থকদের আরও সৃজনশীল হতে হয়েছে। ২০১৫ সালে তৎকালীন ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট রিউভেন রিভলিন একটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই বিকল্প হলো, একধরনের কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করা, যা প্রস্তাবিত দুটি রাষ্ট্রকে সমগ্র আরব ভূখণ্ডের যৌথ সিদ্ধান্তের কাছাকাছি নিয়ে আসবে।

একইভাবে ইসরায়েলি মানবাধিকার আইনজীবী মে পুন্ডাক 'দ্বিরাষ্ট্র সমাধান ২.০' শীর্ষক একটি মডেলের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মডেল অনুসরণ করে একটি দ্বিরাষ্ট্রীয় কনফেডারেশন করা সম্ভব, যা দুটো রাষ্ট্রের স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করবে।

এখন কথা হলো, গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলা এবং তার জেরে গাজায় ইসরায়েলের চালানো হামলার (যাতে ইতিমধ্যেই ১৩ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন) পর এই দুটি পক্ষকে সংলাপের টেবিলে বসানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা থেকে তিনটি বিষয়ে জোর দেওয়া যেতে পারে।

প্রথমত, সব ধরনের গোলাগুলি বন্ধ করতে হবে এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনে বিবদমান উভয় পক্ষকে রাজি করতে পর্যাপ্ত ব্যয় করতে হবে। বর্তমান সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে সব ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলির স্থায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র ও একাধিক আরব দেশকে তাদের সামরিক বাহিনী একযোগে সরিয়ে নিতে হবে। উভয় ভূখণ্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর একটি নতুন ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যেতে পারে। ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেই চলমান সহিংসতা কাটিয়ে সামনে এগোনোর কথা ভাবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়ত, শুরুটা ছোট দিয়েই করতে হবে। অর্থাৎ সংলাপের শুরুতেই দুই রাষ্ট্র গঠন এবং সমস্যার দীর্ঘ তালিকা তুলে ধরে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করার বিষয় উত্থাপন করা যাবে না। বরং ইউরোপিয়ান কোল অ্যান্ড স্টিল কমিউনিটির আদলে কোনো একটি প্যাটফর্ম দাঁড় করাতে হবে, যেখানে বিবদমান পক্ষগুলোকে এক জায়গায় আনা যায়। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের সবচেয়ে বেশি অংশীদারভিত্তিক সম্পদ সম্ভবত পানি। যৌথ ব্যবস্থাপনায় যদি পানি সংরক্ষণ, সাগরের পানিকে লবণমুক্তকরণ এবং পানির সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, তাহলে পানিকে হাতিয়ার বানানো উভয় পক্ষের জন্য কঠিন হবে। আরেকটি সম্ভাবনা হলো যৌথভাবে সাধারণ জ্বালানিসহ সবুজ জ্বালানির উৎপাদন। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন যৌথভাবে জ্বালানি উৎপাদন করতে পারলে বাণিজ্যিক ও পরিবেশগত সুবিধা পাওয়া যাবে এবং ইসরায়েলি সরবরাহের ওপর ফিলিস্তিনিদের জ্বালানিনির্ভরতা হ্রাস পাবে।

তৃতীয়ত, সমমনা তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়াতে হলে এখানে অবশ্যই মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল গড়তে হবে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায়ের বীজ হিসেবে কাজ করেছিল বেনেলাক্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও লুক্সেমবার্গের মধ্যকার একটি কাস্টমস ইউনিয়ন। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনকে অন্তর্ভুক্ত করে জর্ডান, মিসর, সৌদি আরবসহ আরও কয়েকটি দেশ মিলে এ ধরনের একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতি পরিকল্পনা বিভাগের সাবেক পরিচালক





Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

প্রধান বিচারপতির উৎকণ্ঠা ইতিবাচক

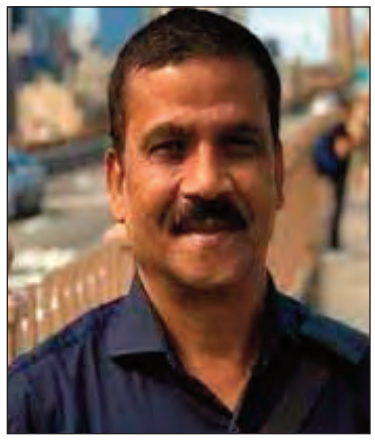
॥ আসিফ নজরুল ॥

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান একজন সম্মানিত মানুষ। সম্প্রতি ঢাকায় মানবাধিকার সুরক্ষাবিষয়ক একটি কর্মশালায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করেই সম্ভবত তিনি বলেছেন, আন্দোলনকারীদের মানবাধিকার আছে, পুলিশেরও মানবাধিকার আছে এবং সবার মানবাধিকার রক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রধান বিচারপতির এ বক্তব্য সঠিক। আমাদের সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের মানবাধিকার রয়েছে। এমনকি অপরাধী, চোরাকারবারি, মাদক ব্যবসায়ী বা আন্দোলনকালে আগুন, গানপাউডার বা লগি-বইঠা দিয়ে হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত মানুষ–তাদেরও মানবাধিকার রয়েছে। যেমন তারা প্রত্যেকে সমানভাবে ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারী। সংবিধান অনুসারে, তাদের বিনা বিচারে মেরে ফেলা বা শারীরিকভাবে জখম করা বা এর হুমকি পর্যন্ত দেওয়া যাবে না।

মানবাধিকারের ধারণায় অবশ্য খুব ব্যতিক্রম কিছু ক্ষেত্রে আইন মোতাবেক কাউকে হত্যা বা বন্দী করার অনুমোদন রয়েছে। যেমন নিজের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে অন্য কোনো রকম বিকল্প না থাকলে সমানুপাতিক বল প্রয়োগ করা যায়। এতে আক্রমণকারী নিহত বা আহত হলেও বিচারিক সন্তুষ্টি সাপেক্ষে অব্যাহতি পাওয়া যায়। তবে আত্মরক্ষার অধিকার কোনোভাবেই প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার নয়, আত্মরক্ষার প্রয়োজন তাৎক্ষণিক না হলে এটি প্রয়োগ করার কোনো সুযোগও নেই। প্রতিশোধমূলক আক্রমণের শিকার ব্যক্তি বা তার পরিবার বরং একই সঙ্গে মানবাধিকার লঙ্ঘনেরও শিকার হতে পারে।

জীবনের অধিকার, নির্যাতনমুক্ত থাকার ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার–এ ধরনের অধিকারগুলো নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার। এগুলোকে আমাদের সংবিধানে উচ্চতর মর্যাদা দিয়ে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফলে এগুলো লঙ্ঘিত হলে সরাসরি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে প্রতিকারের জন্য যাওয়া যায়। বাংলাদেশের সাংবিধানিক কাঠামোয় উচ্চ আদালতের প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা এবং এ ধরনের অধিকারগুলো প্রধানত সরকার লঙ্ঘন করে বলে সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনা। কাজেই এটি আশাপ্রদ যে প্রধান বিচারপতি সব নাগরিকের এসব মৌলিক অধিকার রক্ষার গুরুত্বের কথা বলেছেন। তিনি অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে এ-ও বলেছেন, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন ঘটেছে। আমরা ২৮ অক্টোবর এবং পরের বিভিন্ন ঘটনায় তাঁর বক্তব্যের প্রতিফলন খুঁজে পাই। এসব ঘটনায় একজন পুলিশ সদস্য, কয়েকজন আন্দোলনকারী বা বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী নিহত হয়েছেন। বিরোধী দলের বহু কর্মী ও পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। মানবাধিকার ধারণার ভার্টিক্যাল (সরকার কর্তৃক নাগরিকের) এবং হরাইজন্টাল (নাগরিক বনাম নাগরিক) প্রয়োগের বিতর্ক বাদ দিলে আমরা বলতে পারি, এসব ঘটনার প্রতিটিতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে (এবং একই সঙ্গে ফৌজদারি আইনে অপরাধ হয়েছে)।



তবে আমরা এসব ক্ষেত্রে পুলিশকে তাদের ওপর আক্রমণের ঘটনার জন্য যেভাবে মামলা ও গ্রেপ্তারে উদ্যোগী হতে দেখেছি, বিরোধী দলের কর্মীদের হত্যার ঘটনায় সে রকম কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। গত বছর মাঝামাঝি সময় থেকে বিরোধী দলের আন্দোলন শুরু হওয়ার পর তাদের ২৭ জন কর্মীকে হত্যার এবং আরও অনেককে আহত করার অভিযোগ রয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে কি মামলা বা গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে? আমাদের সংবিধান অনুসারে সবাই আইনের চোখে সমান এবং সবাই সমানভাবে আইনের সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী। ওপরের ঘটনাবলিতে আইনের চোখে সবাইকে সমানভাবে দেখা হয়েছে কি না, সেটি তদারক করার এখতিয়ার সর্বোচ্চ আদালতের রয়েছে। প্রধান বিচারপতি সবার মানবাধিকারের যে বিষয় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাতে এমন উদ্যোগ সর্বোচ্চ আদালত গ্রহণ করবেন বলে আশা রাখি।

২.

প্রধান বিচারপতি মানবাধিকারের ধারণা হৃদয়ঙ্গম করতে আমাদের অনেকের সীমাবদ্ধতার দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এমনকি মানবাধিকার কমিশন, বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এবং বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মীদের মধ্যেও এ বিষয়ে উপলব্ধির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মানবাধিকার কমিশন বহুলাংশে সরকারনিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠান, এখানে নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে সরকারের পছন্দমতো অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। নিয়োগ, জনব-লকাঠামো ও আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণের কারণে এ প্রতিষ্ঠানকে আমরা গুম, খুন, গায়েবি মামলা, নির্বিচার গ্রেপ্তারের মতো সাম্প্রতিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে দেখি না।

বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠনগুলোয় এসব সীমাবদ্ধতা নেই। শুধু বৈদেশিক অনুদানের ক্ষেত্রে তাদের সরকারি ছাড়পত্র নেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সমস্যা হলে আমরা তাদের অতীতে একসঙ্গে সোচ্চার হতে দেখতাম। এখন তারা কেন গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় আগের মতো ভূমিকা পালন করতে পারছে না–এটি তারা স্পষ্ট করে বলছে না। বেসরকারি সংগঠনের ব্যানার ছাড়াও আমাদের মানবাধিকারকর্মীরা ব্যক্তিগতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করে থাকেন বা বিভিন্নভাবে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই বিষয়টি দেখেন খন্ডিতভাবে। যেমন কারও কাছে শুধু সংখ্যালঘুদের, কারও কাছে শুধু বিরোধী দলের সদস্যদের, কারও কাছে শুধু আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর মানবাধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এটি অন্য সবার জন্য স্বাভাবিক হলেও মানবাধিকারকর্মী হিসেবে পরিচিত বা মানবাধিকার সংগঠনে নেতৃত্বদানে অভিজ্ঞ কারও কাছে মোটেও প্রত্যাশিত নয়।

একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে বলি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে শিবির সন্দেহে কাউকে গ্রেপ্তার বা পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ করার সংবাদ পত্রিকায় দেখে আসছি। এটি বাংলাদেশের সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কারণ, শিবির সন্দেহে কাউকে পেটানো বা গ্রেপ্তার করা যাবে–এ ধরনের কোনো আইন দেশে নেই এবং আইন ব্যতিরেকে এসব সম্পাদন সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। এরপরও রাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠান বা মানবাধিকার সংগঠন বা মানবাধিকার ব্যক্তিত্বকে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না। এটি এমনই স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে কোনো গণমাধ্যমকেও এ প্রশ্ন তুলতে দেখা যায় না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, মানবাধিকার শুধু আমার পছন্দনীয় ব্যক্তির অধিকার নয়, এটি সবার অধিকার; আমি পছন্দ করি না–এমন রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মানুষেরও সমানাধিকার। এই নিরেট সত্য মানবাধিকার বাস্তবায়নে বিভিন্নভাবে দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিরা মনে রাখতে না পারলে মানবাধিকার বিপর্যস্ত হতে বাধ্য।

৩.

প্রধান বিচারপতি তাঁর বক্তৃতায় রাজনৈতিক শিষ্টাচারের প্রয়োজনের কথাও বলেছেন, রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন।

আমরা বহুদিন যাবৎ বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর অভাব দেখতে পেয়েছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সেক্টর কমান্ডার ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কেও অরুচিকর ও আপত্তিকর মন্তব্য করতে দেখেছি। সম্প্রতি আমরা সংসদে পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অত্যন্ত অরুচিশীল শব্দাবলি ব্যবহৃত হতে দেখেছি। স্পিকার বা অন্য কোনো সংসদ সদস্যকে এসব শব্দ যে অসংসদীয় হতে পারে, সে আলোচনা তোলার কোনো উদাহরণও আমরা দেখি না এখন। সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিদ্বেষমূলক ও শিষ্টাচারহীন বক্তব্য অনুগত রাজনৈতিক পক্ষগুলোকে আক্রমণাত্মক আচরণে উৎসাহিত করে, সার্বিকভাবে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সমাজে এবং মানবাধিকার সংস্কৃতিতে। এসব নিয়ে সমাজে এখন আর তেমন কোনো উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হতে দেখি না।

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি মানবাধিকারের সর্বজনীনতা ও রাজনৈতিক শিষ্টাচারের প্রয়োজনকে তুলে ধরেছেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু এ নিয়ে সমাজে মুক্ত ও বিস্তারিত আলোচনা থাকলে তা মানবাধিকার প্রসারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক

উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে কর্মমুখী শিক্ষায় জোর দিন

॥ সালাহ্উদ্দিন নাগরী ॥

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, ৩৫-৪০ বছর আগেও মালয়েশিয়া, ইরান, ইন্দোনেশিয়া থেকে অনেক শিক্ষার্থী বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (তখন অবশ্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ ছিল না) ও মেডিকেল কলেজে পড়তে আসত। এখন আসে না? হ্যাঁ, দু-একটি দেশ থেকে আসে। আগে তো আশপাশের দেশগুলো অপেক্ষা আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান ভালো ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো এক সময় চতুর্দিকে শিক্ষার আলো ছড়াত। তাহলে এখন কি আমাদের লেখাপড়ার মান কমে যাচ্ছে? নাকি অন্যরা আরও বেশি গতিতে আমাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে? আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মান হয়তো কমে যায়নি, কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায়-ইরান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় শিক্ষার মান আমাদের তুলনায় অনেক বেড়েছে। তাই উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ওরা আর আমাদের দেশে আসে না। এই তো কয়েকদিন আগে ছঝ ডড়ৎষফ টহরাবৎংরঃু জধহশরহম অংরধ ২০২৪-এর তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এতে প্রথম একশ উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের তালিকায় ভারতের ৭টি, পাকিস্তানের ২টি, ইরানের ২টি, ইন্দোনেশিয়ার ৪টি এবং মালয়েশিয়ার ৯টি প্রতিষ্ঠান আছে। অর্থাৎ মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবিচারে মালয়েশিয়ার ভারতের চেয়েও এগিয়ে।

QS World University Ranking Asia 2024-এর তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিন আগে Times Higher Education পৃথিবীর উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বশেষ যে র‍্যাংকিং প্রকাশ করেছে, তার প্রথম ১ হাজারটির মধ্যে বাংলাদেশের ব্র্যাক, ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির নাম রয়েছে। ৮০০ থেকে ১ হাজার ক্রমের মধ্যে অবস্থান করা; উপরের চারটি প্রতিষ্ঠানের কোনোটিরই অবশ্য সুনির্দিষ্ট স্থান নির্ধারিত হয়নি। উপরোক্ত জরিপ পরিচালনাকারী Times Higher Education (পূর্বনাম The Times Higher Education Supplement) লন্ডনভিত্তিক সাপ্তাহিক একটি ম্যাগাজিন। এটি বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নির্ভরযোগ্য গবেষণা ও রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে।

আমরা উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হয়েছি। আমাদের উন্নয়নের সূচকগুলো ক্রম উর্ধ্বমুখী। মহাকাশেও আমাদের উপস্থিতি জানান দিয়েছি। আমাদেরও দুই, চার, পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জায়গা করে নেবে, বিশ্বের সবাই ওসব প্রতিষ্ঠানের নাম জানবে, এ প্রত্যাশা তো আমরা করতেই পারি। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত-বহু পুরোনো ও নির্ভেজাল একটি কথা। আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার ৭২.৯। স্কুলে শিক্ষার্থীর এনরোলমেন্ট বেড়েছে। নারী শিক্ষায় অগ্রগতি এসেছে। দিন দিন স্কুল-কলেজ, মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বেড়ে চলেছে। কিন্তু যত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে, সেগুলো শিক্ষার গুণগত মান ধরে রাখতে পারছে বলে মনে হয় না। সেজন্য কোয়ালিটি এডুকেশনের চিত্র হয়তো খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। উদ্ভাবনী কার্যক্রমেও প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় আমরা পিছিয়ে, আমাদের মৌলিক গবেষণা ধর্তব্যে আসে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো কোনো মেধাবী ব্যক্তির অসাধারণ কৃতিত্বের বিপরীতে আমাদের সমষ্টিগত উৎকর্ষ এখনো সন্তোষজনক পর্যায়ে উপনীত হয়নি। তাই হাজার বছরের সভ্যতার আমাদের এ জনপদের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ওপরের তালিকায় গর্ব করার মতো কোনো স্থান অধিকার করতে পারেনি। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিতের হার বহু উন্নত দেশ অপেক্ষা অনেক বেশি। অথচ জ্ঞান, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও প্রযুক্তিতে ওসব দেশ কত এগিয়ে গেছে। সরকারি-বেসরকারি ১০৩টি মেডিকেল কলেজসমৃদ্ধ আমাদের দেশের মানুষকে চিকিৎসার জন্য ২৩টি মেডিকেল কলেজের দেশ থাইল্যান্ড গমন ঠেকানো যায়নি। এর জন্য কি এককভাবে কোনো কারণ দায়ী? নাকি বহুবিধ কারণের সঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় 'মনোযোগ' ও 'অগ্রাধিকারে'র জায়গাটিকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারার জন্য এ পিছিয়ে পড়া।

প্রশ্ন জাগে, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো কি যুগ-চাহিদানির্ভর শিক্ষা কার্যক্রমে প্রস্তুত হতে পারেনি? কোয়ালিটি এডুকেশনের ক্ষেত্র তৈরিতে আমাদের নীতি প্রণয়ন, উপস্থাপন ও প্রয়োগে কি অধিকতর সমন্বয়ের দাবি রাখে? পরবর্তী প্রজন্মকে যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রদানে আমরা কি ব্যর্থ হচ্ছি?

আবাসিক হলগুলোতে অনেক শিক্ষার্থীকে একরুমে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। যাদের তা-ও জোটে না, তাদের বিভিন্ন মেস, আত্মীয়স্বজনের বাসাবাড়ি বা অন্যভাবে ব্যবস্থা করতে হয়, যেটি লেখাপড়ার জন্য খুব একটা অনুকূল নয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্স ও সেমিস্টার সম্পন্ন করিয়ে থাকেন। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে ক্লাস নিতে প্রস্তুতি ও মনোসংযোগঘটিত কোনো অসুবিধা হয় কিনা তা-ও বিবেচনা করা যেতে পারে।

আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মান যথাযথ না হওয়ার বহু কারণের একটি হলো-আমাদের এখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, আর আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ ঢাকা ও বড় বড় শহরকেন্দ্রিক। এ শহর ছেড়ে যেতে চায় না শিক্ষক ও অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী। তাই অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংকটে ভুগছে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। বহু প্রাইভেট উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব টিচিং স্টাফ নেই, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে পার্টটাইম টিচার নিয়ে কাজ চালাতে হয়, তাতে সংগত কারণেই লেখা-পড়ায় বিঘ্ন ঘটছে।

ঢাকাকেন্দ্রিক অনেক পরিবার/অভিভাবক আছেন, তারা মেয়ে সন্তান তো দূরের কথা, ছেলে সন্তানকেও ঢাকার বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠান, তা যত ভালোই হোক না কেন, পাঠাতে চান না, এতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ভালো/মনোযোগী শিক্ষার্থী সংকটে ভুগে থাকতে পারে। এই তো কয়েকদিন আগে কোনো এক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক সাবেক এক ভিসির নিয়োগকৃত বেশ কয়েকজন শিক্ষক-কর্মকর্তার নিয়োগ আদেশ বাতিল করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে নির্মোহভাবে মেধার ভিত্তিতে। স্বজনপ্রীতি, লোভ-লালসা ও ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে নিয়োগ দিতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান সন্তোষজনক পর্যায়ে আসবে না।

আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং প্রতিযোগিতায় আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে উঠে আসতে হলে শিক্ষার সব স্তরে পাঠক্রম (সিলেবাস), গবেষণা কার্যক্রম, পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা/জ্ঞানচর্চা, ভৌত অবকাঠামো, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া, পদোন্নতি ও বেতন ভাতাদি, শিক্ষার্থীদের হলে আবাসনের সুযোগ ও পরিবেশ, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ (খেলাধুলা, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি) ব্যতীত অন্যান্য কার্যক্রম বিশ্বের র‍্যাংকিংপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অনুকরণে নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

কোয়ালিটি এডুকেশনের নিশ্চয়তা পেতে প্রাইমারি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে লেখাপড়ার পরিবেশ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর তৎপরতা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকসে জোগান অত্যন্ত জরুরি। এ ব্যাপারে আমাদের উদ্যোগ আরও বাড়াতে হবে।

ইংরেজি ভাষাজ্ঞানে দক্ষতা উচ্চশিক্ষায় বড় বেশি অনুভূত হচ্ছে। ইংরেজিতে লিখিত বইয়ের পাঠ বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে শিক্ষার্থীদের ভীষণ বেগ পেতে হয়, দীর্ঘ সময় ব্যয় করেও কনসেপশন ক্লিয়ার করতে পারে না। ফলে রেজাল্ট আশানুরূপ হয় না। উচ্চশিক্ষায় সবার জন্য ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা করে অনায়াসে শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করা যায়।

সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির পর থেকেই বিসিএস ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এতে অনেক ক্ষেত্রে ক্লাসের লেখাপড়ায় মনোযোগ বিঘ্নিত হচ্ছে, প্রকারান্তরে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সার্বিক একাডেমিক পারফরম্যান্সের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ অবস্থার উত্তরণে চাকরির সব পরীক্ষায় প্রত্যেক প্রার্থীর একাডেমিক অ্যাটেনমেন্টের প্রতিফলন আরও জোরালেভাবে প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেক শিক্ষার্থী লেখাপড়ার বাইরে এমন অনেক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, যা একজন ছাত্রের কাজের সঙ্গে কোনোভাবেই খাপ খায় না। ছাত্রদের যদি ওইসব কাজ থেকে ফিরিয়ে আনা না যায়, তবে শিক্ষার মান বাড়ানো যাবে না।

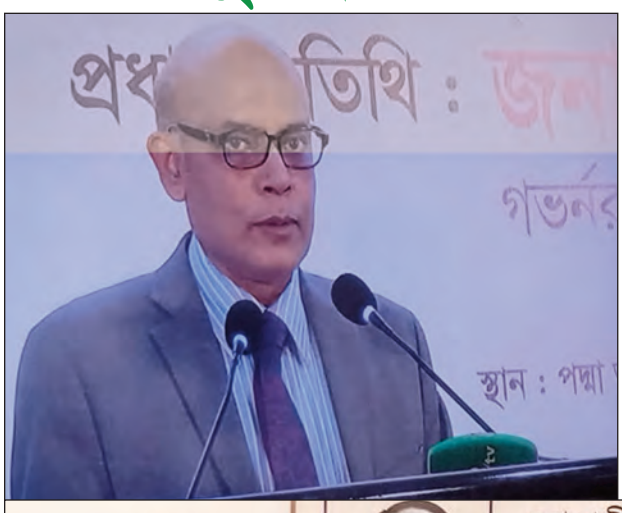
আমাদের দেশে প্রচুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন না করা পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ হয়েছে মনে করা হচ্ছে না। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা বা গবেষণাধর্মী কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের চাকরি ব্যতীত এমএ, পিএইচডি বা উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন পড়ে না। ইউরোপ, আমেরিকা ও পূর্ব এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উচ্চশিক্ষার ধারণাটি একেবারে ভিন্ন ধরনের। ওদের গ্র্যাজুয়েশন হয়ে গেল তো লেখাপড়া শেষ। গ্র্যাজুয়েশনকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চূড়ান্ত ধাপ হিসাবে গ্রহণের মানসিকতা তৈরির উদ্যোগ আমাদেরও গ্রহণ করতে হবে। দেশের শিক্ষিত সচেতন সমাজ এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। যাদের প্রয়োজন, উচ্চশিক্ষা শুধু তাদের জন্য উন্মুক্ত রাখার পদ্ধতি বের করে উচ্চশিক্ষার মান বাড়ানোর চেষ্টা করা যেতে পারে।

জীবনে চলার মতো, বিশ্বকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য যুগ চাহিদানির্ভর শক্তিশালী বেসিক এডুকেশন সবার দরকার। সেটার জন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও কলেবর বৃদ্ধির কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। দেশ ও জাতি গঠনের পাশাপাশি প্রতিযোগিতার বিশ্বে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার জন্য শক্তিশালী মানবসম্পদ তৈরিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিকল্প নেই। কর্মমুখী শিক্ষার বিস্তার এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র এমনভাবে বিস্তৃত করতে হবে, যেন বেসিক এডুকেশন গ্রহণের পর ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এতে শিল্প-প্রযুক্তি খাতে ব্যাপক অগ্রগতি হবে এবং শিক্ষার্থীরাও স্বল্প সময়ে কর্মজীবন শুরু করে দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। ফলে সবাই আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেও চাইবে না, শুধু গবেষণায় আগ্রহী ও মনোযোগী শিক্ষার্থীরাই উচ্চশিক্ষায় আসবে। এতে উচ্চশিক্ষার মানও বাড়বে। চীনে সাংস্কৃতিক বিপবের পর ব্যবহারিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং উচ্চশিক্ষাকে অনেক দিনের জন্য নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। ওই পদক্ষেপের কারণেই হয়তো তারা আজকে বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক ও প্রযুক্তি চর্চার মোড়লে পরিণত হতে পেরেছে। দেশের দ্রুত উন্নয়ন ও স্বয়ম্ভরতা অর্জনে আমাদের সবার শিক্ষাভাবনাও তো এরকমই হওয়া দরকার।

লেখক: কলাম লেখক

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীরা ঘরে বসে দেশে অর্থ প্রেরণ করতে পারবেন

চালু হলো ‘সোনালী এক্সচেঞ্জ মোবাইল অ্যাপ’









নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীরা যাতে সহজেই ঘরে বসে দেশে অর্থ প্রেরণ করতে পারেন তার জন্য কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ‘সোনালী এক্সচেঞ্জ মোবাইল অ্যাপ’ করলো। মঙ্গলবার নিউইয়র্ক ও ঢাকায় আয়োজিত এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার প্রধান অতিথি অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ‘সোনালী এক্সচেঞ্জ মোবাইল অ্যাপ’-এর উদ্বোধন করেন। এরপর নিউইয়র্ক থেকে রিজওয়ানা নামের এক গ্রাহক তার মোবাইলের মাধ্যমে প্রিয়জনের কাছে অ্যাপ ব্যবহার করে অর্থ প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য, সোনালী ব্যাংক-এর সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান সোনালী এক্সচেঞ্জ ইনক। ১৯৯৪ সালে এই এক্সচেঞ্জ চালু করা হয়। বর্তানে নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের ৬টি রাজ্যের ১০টি শাখার মাধ্যমে সোনালী এক্সচেঞ্জ ইনক তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ঢাকার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থ মন্ত্রনালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলি-মুল্লাহ, অর্থ বিভাগের সচিব ড. মোহাম্মদ খায়রুজ্জামান মজুমদার। এছাড়াও অষ্ট্রেলিয়ায় অবস্থানরত সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী ভার্চ্যুয়ারী যোগ দেন এবং বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ ছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ‘সোনালী এক্সচেঞ্জ ইনক’র প্রেসিডেন্ট ও সিইও দেবশ্রী মিত্র। খবর ইউএনএ’র।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সোনালী ব্যাংক স্টাফ কোয়ার্টার জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব কাজী মইনুল হক এবং গীতা থেকে পাঠ করেন প্রিন্সিপ্যাল অফিসার প্রণব কুমার ঘোষ। এরপর অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেওয়ার পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন সোনালী ব্যাংকের সিইও এবং ব্যববস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আফজাল করীম।

গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বক্তব্যে বলেন, সোনালী ব্যাংক প্রবাসীদের সুবিধার্থে সোনালী এক্সচেঞ্জ’র নিজস্ব অ্যাপ চালু করে দেশের ডিজিটাল আর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে নতুন দিগন্তের পথ রচনা করলো। তিনি বলেন, সকল ব্যাংকের এমডি’র প্রতি আমার আহ্বান ছিলো সকল ব্যাংক যেনো অ্যাপ চালু করে। সেক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক প্রথম উদ্যোগ নিলো। গর্ভণর বলেন, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আগামীর যুগ ডিজিটাল যুগ। তাই আমাদেরকে ডিজিটাল ব্যাংকের দিকেই নজর দিতে হবে। ২টি ডিজিটাল ব্যাংকের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আরো কয়েকটি ডিজিটাল ব্যাংক অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৈধ পথে অর্থ প্রেরণ করার জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান।

স্বাগত বক্তব্যে মোহাম্মদ আফজাল করীম সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকান্ড ও দেশের আর্থিক অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরে বলেন ব্যাংকের ১৮টি শাখা-কে মডেল শাখায় পরিণত করা হয়েছে। অবশিষ্ট শাখাগুলো মডেল শাখায় পরিণত করার প্রক্রিয়া চলছে। তিনি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীরা যাতে সহজেই অর্থ প্রেরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার প্রতিশ্রুত স্মার্ট বাংলাদেশের অংশ হিসেবে সোনালী এক্সচেঞ্জ ইনক’র নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ উদ্বোধন করা হলো। তিনি বলেন, এই অ্যাপ চালুর মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো এবং এই অ্যাপ ব্যবহার করে কোন ফি ছাড়াই গ্রাহকরা সহজেই বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণ করতে পারবেন। তিনি জানান, অ্যাপ ব্যহারের সুবিধার্থে দেশে দেড় লক্ষাধিক মোবাইল অ্যাপ একাউন্ট খোলা হয়েছে। এছাড়াও কোন সমস্যা হলে কল সেন্টারে সরাসরি ফোন করে সমাধান জানা যাবে।

ঢাকার অনুষ্ঠানে সোনালী ব্যাংকের পরিচালকবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে নিউইয়র্কের জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ খলিল খলিল বিরিয়ানী পার্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নর্গিস আহমেদ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার, সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক সালাহউদ্দিন আহমেদ, প্রবাস নিউজ.কম-এর সম্পাদক শামীম আহমেদ, খলিল বিরিয়ানী হাউজের কর্ণধার মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, ইউএসবিসিসিআই’র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ লিটন আহমেদ ছাড়াও সোনালী এক্সচেঞ্জের বিভিন্ন শাখার ম্যানেজার ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

যৌন নীপড়ণের মামলা একই আইনে ফাঁসলেন অ্যাডামস-কুমো

(প্রথম পাতার পর)

অস্বীকার করেছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। তিনি বলেছেন, অভিযোগকারী এই নারীকে তিনি চেনেনই না। নিউইয়র্কের সাবেক গভর্ন অ্যান্ড্রু কুমোর বিরুদ্ধে আবারও একটি যৌন হয়রানির মামলা দায়ের হয়েছে। এবারও সাবেক এক নারী সহযোগী কুমোর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন। গভর্নরের দায়িত্ব পালন কালে কুমো তার নির্বাহী সহরকারী ব্রিটানি কোমিসোকে যৌন হয়রানি করেন বলেন অভিযোগটি এসেছে।

স্টেট সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি ঠুকেছেন ব্রিটানি। অ্যাডাল্ট সারভাইভরস অ্যাক্ট নামের একটি আইনের কার্যকারিতা শেষ হয়ে যাওয়ার ঠিক আগ মূহূর্তে মামলাটি দায়ের করা হলো। তিন পৃষ্ঠার একটি বর্ণনাসহকারে মামলাটি দায়ের হয়। বিশেষ এই আইনটি বিলুপ্ত ঘোষণার আগে এক বছর সময় দেওয়া হয়েছিলো যাতে কেউ তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটলে তার বিচার চেয়ে আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে।

ব্রিটানি কোমিসো হলেন ১১তম নারী যিনি নিউইয়র্কের সাবেক এই গভর্নরের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করলেন। ২০২১ সালে হ্যাশট্যাগ মিটু এর আন্দোল শুরুর পর থেকে নিউইয়র্কের গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোর ঘটানো এসব ঘটনা সামনে আসতে থাকে। যদিও সবগুলো অভিযোগই অস্বীকার করে আসছেন অ্যান্ড্রু কুমো। ব্রিটানি তার মামলায় অভিযোগ করেছেন কুমো তার ওপর যৌন হয়রানি, অযাচিত স্পর্শ এসব করেছেন। আর সে সময় এ নিয়ে অভিযোগ করে তিনি নিজে উল্টো শাস্তির শিকার হয়েছেন। ব্রিটানি কোমিসো তার এই মামলায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে অর্থ দাবি করেছেন।

মুসলিম আমেরিকানদের

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশি-আমেরিকান মুসলিম নেতাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন তিনি। বেশ কিছু মুসলিম নেতা বাইডেনের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি এই ভুল শিকার করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমি দুঃখিত। আমি আমার নিজের ওপরই হতাশ।’ বৈঠকটি ৩০ মিনিটের জন্য নির্ধারিত হলেও পরে মুসলিম নেতাদের সাথে ঘণ্টাখানেক সময় পার করেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। গত ২৫ অক্টোবর ওই মন্তব্য করেছিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য নিয়ে সন্দেহের কথা জানান তিনি। এবার মুসলিম নেতাদের সাথে বৈঠকে বাইডেন বলেন, ফিলিস্তিনিরা তাদের মানুষদের মৃতের সংখ্যা নিয়ে সত্য বলছে কি না তা নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। তবে আমি একটি বিষয়ে নিশ্চিত যে, নিরা-পরাধা মানুষই মারা যাচ্ছে। এ পর্যন্ত গাজায় ফিলিস্তিনি হামলায় নারী ও শিশুসহ ১৪০০ জন মানুষ নিহত হয়েছেন বলেই ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

###

চিত্রে এসএসসি ৮৪ ব্যাচের ফান নাইট

















খাদ্যের অপচয় রোধ করা কেন জরুরি

॥ ডা. এবিএম আবদুল্লাহ ॥

একটি ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করছি। একইসঙ্গে বিখ্যাত ও প্রবল সমালোচিত এক শিশুর ছবি তুলেছিলেন বিশ্বখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পী কেভিন কার্টার ১৯৯৩ সালে সুদানে দুর্ভিক্ষের সময়। দুর্ভিক্ষে খেতে না পেয়ে হাড্ডিচর্মসার একটি শিশু মাটিতে পড়ে আছে, মৃত্যুর অপেক্ষায়। আর তার অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে একটি শকুন, খাদ্যের অপেক্ষায়। শিশুটি মুমূর্ষু, কোনো শক্তি নেই। শকুনটি ধীরস্থির, কোনো তাড়া নেই। শিশুটির মৃত্যু হলো বলে, শকুনের খাবারও এলো বলে। একইসঙ্গে বিখ্যাত আর প্রবল সমালোচিত এ ছবিটি ১৯৯৩ সালে নিউইয়র্ক টাইমসে ছাপা হয়, আর ১৯৯৪ সালে জিতে নেয় পুলিৎজার পুরস্কার। কিন্তু ভয়াবহ বিতর্ক তৈরি হয় ছবিটি নিয়ে। প্রশ্ন ওঠে, সেদিন ছবি না তুলে কেভিন শিশুটিকে বাঁচানোর কোনো চেষ্টা করেছিলেন কিনা। একসময় কেভিন নিজেও নিজেকে এ প্রশ্ন করা শুরু করেন। নিজেকে অপরাধী মনে করে কেভিন প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় নিমজ্জিত হয়ে ১৯৯৪ সালেই আত্মহত্যা করেন। যদিও নিয়ং কিং নামের শিশুটি মারা গিয়েছিল আরও পরে, ২০০৭ সালে।

ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা। পূর্ণিমার চাঁদও হয়ে যায় 'ঝলসানো রুটি'। কিন্তু সবাইকে তো আর এ যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে হয় না। তাই সমাজের একদিকে যখন খাবারের জন্য হাহাকার, অন্যদিকে পাকস্থলী উপচে খাবার আস্তাকুঁড়ে পড়ে যাওয়ার নিদর্শনও কম নয়। খাদ্যের এমন অপচয় আজ এক সামাজিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাকে খাদ্যের অপচয় বলব? সাধারণ অর্থে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার নিয়ে তা খেতে না পেরে ফেলে দেওয়াকেই অপচয় বলা যায়। কিন্তু বড় পরিসরে চিন্তা করলে দেখব, খাদ্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার পেটে যাওয়া পর্যন্ত যে কোনো স্তরে, যদি তা আর খাবার যোগ্য না থাকে, সেটিও আসলে অপচয়।

ব্যক্তিপর্যায়ে খাবার অপচয়ের সবচেয়ে নগ্ন উদাহরণ বিভিন্ন দাওয়াত বা অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাদ্য পেটে নেওয়া, আত্মীয়স্বজন বা অনেকের প্লেটে জোর করে বেশি খাবার দেওয়া, পরে অল্প খেয়ে বা খেতে না পেরে বাকিগুলো রেখে দেওয়া, যার স্থান হয় ডাস্টবিনে। বিয়ে, বৌভাত, জন্মদিন, পারিবারিক, রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে; উৎসব, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্স, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে; বড় বড় রেস্টুরেন্ট-হোটেলে দেখা যায় প্রত্যেকের পেটে খাবারের পাহাড়, সেই এভারেস্ট জয় করে সে সাধ্য কার! তাই এর সিংহভাগেরই গন্তব্য হয় ভাগাড়। এসব নানারকম উৎসবের দিনগুলোতে খাবার অপচয়ের প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। দেখা যায়, অপরিকল্পিত খাবার ব্যবস্থাপনায় প্রচুর খাবার অপচয় হয়। রান্না করা হয় প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাদ্য। মানুষ যতটুকু খেতে পারবে, পেটে নিচ্ছে তার চেয়ে বেশি। অনেক সময় পেটে অতিরিক্ত খাবার দেওয়া হয় এবং ওয়েটারদের মধ্যে জোর করে অতিরিক্ত খাবার তুলে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবসহ অতিথিদের পেটে জোর করে বেশি বেশি খাবার তুলে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। দেখা যায়, ব্যক্তিটি এত বেশি পরিমাণ খাবার না খেতে পারায় সেই খাবার চলে যাচ্ছে ডাস্টবিনে, এতে অযথাই খাবারের অপচয় হয়।

একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন আগে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। খাবার টেবিলে আমার পাশে এক ভদ্রলোক তার ৮-১০ বছরের ছেলেকে নিয়ে বসেছেন। ছেলেটি ছোট বলে বেয়ারা তার পেটে খাবার একটু কম দেওয়ায় ভদ্রলোক রেগেই গেলেন, বেয়ারাকে রাগতস্বরে আরও খাবার দেওয়ার আদেশ করলেন, তারপর নিজেই বাটি হাতে নিয়ে মাংস আর তরকারি ছেলের পেটে ঢেলে দিলেন। বাচ্চা ছেলে সাধ্যমতো খেল। খাওয়া শেষে তারা হাত ধুতে উঠে গেলেন। ছেলেটার পেটে তখনো যে খাবার পড়ে রয়েছে, তাতে আরেকজনের খাওয়া হয়ে যাবে, অথচ তা গেল ডাস্টবিনে।

'পেটে যত জায়গা, পেটে তার চেয়ে বেশি'-সামাজিক অনুষ্ঠানে ফ্রি খাবার পেলে এটি আমাদের নীতি। আসলে পেটের নয়, বরং আমরা চোখের ক্ষুধা মেটানোর জন্যই এভাবে বেশি বেশি খাবার নেই। দাওয়াতে গিয়ে পেট ভরে গেলেও দাওয়াতকারী প্রায়ই 'পেট খালি কেন' বলে জবরদস্তি করে খাবার তুলে দেয়, যা শেষ পর্যন্ত ভুঁড়িতে নয়, যায় ভাগাড়ে। এতে খাবারের অপচয় হলেও আতিথেয়তার ষোলকলা পূর্ণ হয়। মুখে 'খাব না' বললেও আমরা মনে মনে জানি আরও খাবার আসছে। আয়োজনকারীও তাই জোর করে একের পর এক খাবার তুলে দেন মেহমানের পাতে, সামাজিকতা রক্ষার আনন্দ লাভ করেন। এর মধ্যে এক ধরনের প্রদর্শনবাদিতাও কাজ করে। অগুনতি পদের খাবার আর মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণের আয়োজন যেন 'স্ট্যাটাস সিম্বল' হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে আর্থিক সামর্থ্য আর খানদানি ঐতিহ্য-দুই-ই প্রকাশ পায়।



শুধু শহরে নয়, গ্রামগঞ্জেও আজকাল গায়ে হলুদ, বিয়ে, জন্মদিন, আকিকা, কুলখানি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে প্রচুর খাবারের অপচয় হয়। গ্রামের মানুষও তথাকথিত আধুনিকতার পেছনে ছুটছে। প্রচুর আয়োজন আর অপচয় খুবই সাধারণ দৃশ্য হয়ে উঠেছে। মানুষ আর এতে বিচলিত হয় না, বরং স্বাভাবিক মনে করে। খাবারের অপচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বিলাসিতা। একদিকে খাবার অপচয়ের উৎসব হয়, আর অন্যদিকে গরিব প্রতিবেশীরা খাবারের মিষ্টি ঘ্রাণ শুঁকে একটুকরা মাংসের অপেক্ষায় থাকে। মানবতার কী নির্মম পরিহাস!

হোটেলগুলোতে দেখা যায় আরেক দৃশ্য, কতটুকু খেতে পারব তা আমরা অনেকেই বুঝি না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্ডার করে ফেলি, কিছুটা খাই, বাকিটা ফেলে দেই। বুফে পেলে বিভিন্ন জানা-অজানা খাবারের আইটেম নিয়ে পেটে খাবারের পিরামিড তৈরি করি, শেষমেশ তার অল্পই গলাধঃকরণ করতে পারি, বাকিটা যায় ডাস্টবিনে।

খাবার ফেলে দেওয়ার এ মচ্ছবের পাশাপাশি একই সমাজে এর বিপরীত রূপটাও দেখি। যে ডাস্টবিনে খাবার ফেলছে, সেখান থেকেই সম্বলহীন ক্ষুধার্ত মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে খাবার জোগাড় করছে। একদিকে ভূরিভোজ করেও খাবার শেষ হচ্ছে না, অন্যদিকে গরিব প্রতিবেশী খাবারের ঘ্রাণ দিয়ে 'অর্ধভোজনে' বাধ্য হচ্ছে, পেটে কিছুই পড়ছে না। প্রায়ই দেখা যায়, রাস্তার পাশের ডাস্টবিন থেকে বেশ-কিছু ক্ষুধার্ত মানুষ ফেলে দেওয়া খাবারগুলো জোগাড় করছে, আর সেগুলোই তৃপ্তিসহকারে খেয়ে তাদের জঠরজ্বালা নিবারণ করছে। সম্প্রতি এক বুফেতে হিসাব করে দেখা গেছে, ফেলে দেওয়া খাবারের পরিমাণ এত বেশি যে তা দিয়ে ৮০-৯০ জন মানুষকে খাওয়ানো যেত।

আরেকটা অদ্ভুত রীতি আছে আমাদের। কোথাও গেলে কিছু খেতে দিলে পুরোটা খাওয়া যাবে না, কিছুটা রেখে দিতে হবে-এটাকেই আমরা মনে করি ভদ্রতা (আসলে মূর্খতা)। পুরোটা খেলে লোকে কী বলবে! কিন্তু পেটে রেখে দেওয়া সেই খাবার আর কেউ কি খায়? সেটা যায় ডাস্টবিনে। অন্যদিকে নিজ বাসায় খাওয়ার সময় বাচ্চাদের শেখানো হয়, খাবার ফেলে দেওয়া অন্যায়, তাই যতটুকু নেওয়া হয়েছে তার পুরোটাই খেতে হবে, তা সে পেটে জায়গা হোক বা না হোক। দেখা যায়, ছোট বাচ্চা পারছে না, তবু তাকে জোর করে খাওয়ানো হচ্ছে। এটাও এক ধরনের অপচয় বৈকি, খাবার নেওয়ার সময় সংযমী হলে এ খাবারটুকুও বেঁচে যেত।

আরেকটা কথা বলা দরকার। রান্না করা খাবারেই শুধু অপচয় হয়, তা নয়। খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে রান্না পর্যন্ত সব স্তরেই অপচয় হয়ে থাকে। জমিতে চাষাবাদের সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার না করা, ফসল বা খাদ্যশস্য তোলার পর তা যথার্থভাবে সংরক্ষণ, সঠিকভাবে সরবরাহ এবং প্রয়োজন আর সমন্বয় না করতে পারলে খাবার অপচয় হওয়ার ঝুঁকি থাকে। দেখা যায়, দেশের এক এলাকায় খাবার উদ্বৃত্ত, চাষি ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না, আর অন্য এলাকায় সেই খাবারই সোনার দামে কিনতে হচ্ছে। কোথাও মানুষ খেতে পাচ্ছে না, কোথাও ফসল গুদামে নষ্ট হচ্ছে। এসব অপচয়েরই নামান্তর।

বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পৃথিবীতে প্রতিবছর যে পরিমাণ খাবার উৎপাদন হয়, তার একটি বড় অংশ মাঠ থেকে আর খাবার টেবিল পর্যন্ত পৌঁছায় না। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার 'ফুড ওয়েস্টেজ ফুটপ্রিন্ট : ইমপ্যাক্টস অন ন্যাচারাল রিসোর্সেস' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বে বছরে প্রায় ১৩০ কোটি টন খাদ্য নষ্ট হয়, যা বিশ্বের মোট উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। খাদ্যের এ অপচয়ে উন্নত দেশ আর উন্নয়নশীল দেশ কেউই বাদ যায় না।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের পরিবেশ-বিষয়ক সংস্থা 'ইউনেপ' ২০২১ সালে 'ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স' নামে রিপোর্ট প্রকাশ করে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বছরে ১ কোটি ৬ লাখ টন খাদ্য অপচয় হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত আর পাকিস্তানের পর তৃতীয় সর্বোচ্চ খাদ্য অপচয় হয় বাংলাদেশে। শুধু খাবার টেবিলের অপচয় রোধ হলেই ৪২ লাখ ৬২ হাজার মানুষের সারা বছরের ভাতের চাহিদা মিটত।

আজ দুনিয়াব্যাপী খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ছে, অথচ অপচয় কমছে না। নাকি অপচয়ের কারণেই খাদ্যে টান পড়ছে, মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে? মানবতার প্রতি এ কী নির্মম পরিহাস! খাদ্যের অপচয় খাদ্য সংকটকে তীব্রতর করে তোলে, দুর্ভিক্ষ হয় আসন্ন।

ইসলাম কী বলে

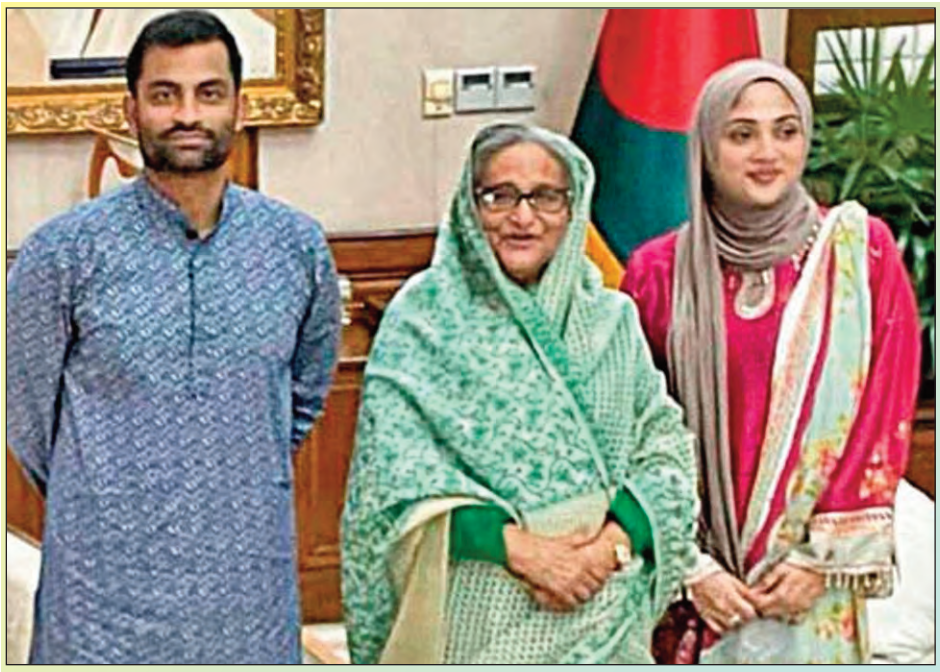
খাবার অপচয়কে ইসলাম মোটেও সমর্থন করে না। বিশ্বনবি রাসুলুল্লাহ (সা.) খাবার অপচয় রোধে খুব শক্ত হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। খাবার নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে দস্তরখানা বিছিয়ে খাওয়ার কথা বলেছেন, যা সুন্নত। তিনি নিজেও দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার গ্রহণ করতেন, যাতে খাবার পাত্র থেকে পড়ে নষ্ট না হয়। কারণ খাবার হলো মহান আল্লাহর নেয়ামত। এর অপচয় কোনোভাবেই কাম্য নয়। হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবিজি (সা.) খাওয়ার পর তার তিনটি আঙুল চেটে নিতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কারও খাবারের লোকমা নিচে পড়ে গেলে সে যেন তার ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের তিনি থালাও চেটে খাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত রয়েছে, তা তোমাদের জানা নেই (তিরমিজি : ১৮০৩)। খাবার নষ্ট করা যেমন অন্যায়, তেমনি গুনাহর কাজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা কুরআন কারিমে ইরশাদ করেছেন, (তোমরা) খাও, পান করো ও অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না (সূরা আরাফ : ৩১)। আল্লাহতায়ালা আরও বলেছেন, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই (সূরা ইসরাইল: ২৭)।

আমাদের করণীয় কী

খাদ্যাভাবে কত মানুষ মারা যায় তার সঠিক হিসাব করা দুষ্কর। ২০২০ সালে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের এক হিসাব অনুযায়ী, বছরে প্রায় ৯০ লাখ মানুষ না খেয়ে মারা যান। অন্য আরেক তথ্যে জানা যায়, প্রতিদিন বিশ্বে গড়ে ৮ হাজার ৬৪০ জন মারা যায় খাদ্যাভাবে, যার বেশিরভাগই শিশু। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এভাবে খাবার অপচয় রোধে আমাদের করণীয় কী? আমরা কি এমনটাই চলতে দেব? টাকা থাকলেই কি অতিরিক্ত খাওয়া আর খাবার ফেলে দেওয়ার অধিকার জন্মায়? সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে আমাদের দায়িত্ব আছে সমাজের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার। নিজেদের সচেতন হতে হবে, আত্মীয়স্বজন-প্রতিবেশীদের সচেতন করতে হবে। ছোটদের শেখাতে হবে-খাবার শেষ করাই শুধু নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার পাতে না নেওয়াও একটা দায়িত্ব। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাড়াবাড়ির যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তা পরিহার করা উচিত। আমাদের সবার প্রতিজ্ঞা করতে হবে, জীবনে যতদিন বেঁচে আছি, একটা দানাও অপচয় করব না, যতটুকু পারি ক্ষুধার্তকে খাওয়াব। যদি খাওয়াতে না পারি, অন্তত নিজের খাবারের ব্যাপারে মিতব্যয়ী হব। একইসঙ্গে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ আর বণ্টনে যেন অপচয় না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। চাষির ন্যায্যমূল্যপ্রাপ্তি আর দরিদ্রদের সুলভে পর্যাপ্ত খাবার প্রাপ্তি-দুই-ই নিশ্চিত করতে হবে। আর অপচয় রোধে উদ্যোগ না নিয়ে যদি তামাশাই দেখি, তাহলে অভুক্ত মানুষের কষ্টের দায়ভার আমাদের কাঁধেই এসে পড়বে। পুলিতজার জয়ী আলোকচিত্রীর মতো আমরাও কি তখন আত্মহত্যা করব? আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুন, যাতে আমরা খাদ্য অপচয় না করে পরিমিত ভোগে সন্তুষ্টচিত্তে তার শুকরিয়া আদায় করি।

লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক





নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তামিমের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বিনোদন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেছেন দেশ সেরা ওপেনার তামিম ইকবাল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গণভবনে অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটারের সঙ্গে একান্তে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

সংবাদমাধ্যমকে তামিম জানান, বিশেষ কোনো প্রয়োজনে নয়, এমনিতেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আমার কথা তিনি মনে রেখেছেন। আমার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন। আরও নানা বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। খুব সিরিয়াস কোনো বিষয় নয়। ক্রিকেট নিয়েও কথা হয়েছে, তবে খুবই সামান্য।

তামিমের সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী আয়েশা ইকবালও। তাদের সঙ্গে ৩০ মিনিটের মতো সময় কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

নির্বাচনী মৌসুমে গণভবনে এমনিতেই নেতা-কর্মীদের ভিড় লেগেই আছে। ক্রিকেটাঙ্গন থেকে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান চেষ্টা করছেন নির্বাচন করতে। টানা দ্বিতীয়বার জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজাও।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তামিমের দেখা করার পেছনে নির্বাচনী কোনো কিছু আছে কি না, জানতে চাইলে তামিম বলেন, মোটেও ওরকম কোনো ব্যাপার নেই, একদমই কার্টেসি মিটিং এটা।

গত জুলাইয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে অবসরের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার পর তামিমের মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বকাপ খেলা। কিন্তু বিশ্বকাপ দলে তিনি জায়গা পাননি। পরে একটি ভিডিও বার্তায় বেশ কিছু অভিযোগ তুলে তিনি বলেছিলেন, 'এই নোংরামির মধ্যে থাকতে চাই না।'

ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সাকিব আল হাসানের

বিনোদন ডেস্ক: তিন আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম কিনে জমা দেওয়ার পর এবার দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। গত ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে যান সাকিব। দলের দপ্তর সম্পাদকের কক্ষে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে তিনি প্রায় আধা ঘণ্টা কথা বলেন। ৬টা ৫০ মিনিটে কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যান সাকিব আল হাসান।



বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে পৌঁছলে নেতাকর্মীদের অনেকে তার আশপাশে ভিড় করেন, অনেকে আবার মোবাইল ফোনে ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কার্যালয়ের সামনে নেমে সাকিব আল হাসান দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে তার কক্ষে যান। সেখানে তারা কুশল বিনিময় করেন এবং ছবি তোলেন।

তবে সেই বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়ে সাকিব বা ওবায়দুল কাদের গণমাধ্যমের সামনে কোনো কথা বলেননি। ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগেও সাকিবের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চাওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু পরে সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে যান তিনি। তবে এবার সাকিব তার নিজের জেলা মাগুরার ১ ও ২ আসন ছাড়াও ঢাকা-১০ আসনের মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন। ইতোমধ্যে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করতে বৈঠক শুরু করেছে আওয়ামী লীগ।

আর্জেন্টিনা ছেড়ে যেতে পারেন স্কালোনি



বিনোদন ডেস্ক: হঠাৎ গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে আর্জেন্টিনার কোচের দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন লিওনেল স্কালোনি। এখনই বিদায় না বললেও শিগগিরই দায়িত্ব ছাড়তে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে। জাতীয় দলে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে চান আলবিসেলেস্তেদের বিশ্বকাপ এনে দেওয়া এই কোচ। মারাকানায় ব্রাজিলের বিপক্ষে দারুণ এক জয়ের পরেই নিজের পদত্যাগের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

আর্জেন্টাইন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এএফএ প্রেসিডেন্ট ক্লদিও তাপিয়ার সঙ্গে নানা কারণে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে এ মাস্টার মাইন্ডের। তাই তিনি আর আর্জেন্টিনার কোচের চেয়ারে থাকতে চাচ্ছেন না। স্কালোনি আর্জেন্টিনা ছাড়বেন কিনা তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ক্লাব তাকে পেতে নড়ে চড়ে বসেছে।

স্পোর্টর বরাত দিয়ে টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, স্কালোনিকে পেতে ঝোপ বুঝে কোপ দিতে চায় রিয়াল মাদ্রিদ। চলতি মৌসুম শেষেই রিয়ালের ডাগআউটে আর দেখা যাবে না কার্লো আনচেলত্তিকে। তার জায়গায় স্কালোনিকে পেতে চাইবেন তারা।

স্প্যানিশ গণমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, এরই মধ্যে বার্নাব্যুতে আনার জন্য স্কালোনির সঙ্গে নাকি আলোচনা চালিয়েছে যাচ্ছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তবে ক্লাবটি যে শুধু স্কালোনিকেই রাডারে রেখেছে এমনটিও নয়। তাদের রাডারে রয়েছে ব্রাইটনের কোচ রবার্তো ডি জারবি এবং লিভারকুসেনের কোচ জাবি আলোনসো। এ ছাড়া রয়েছে যুব দলের কোচ রাউল এবং আলভারো আরবেলোর নামও।



শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে রেকর্ড গড়ে ভারতের জয়

বিনোদন ডেস্ক: শন অ্যাবটের দুর্দান্ত বোলিংয়ের পরও পরাজয় এড়াতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। পরপর তিন বলে তিন উইকেট শিকারের পর শন অ্যাবট শেষ বলে নো দিলে ছক্কা মেরে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন রিংকু সিং। ভারতকে হারিয়ে গত ১৯ নভেম্বর রোববার বিশ্বকাপ ট্রফি জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার তিন দিনের ব্যবধানে আবারও মাঠের লড়াইয়ে ভারত-অস্ট্রেলিয়া।

৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম খেলায় বৃহস্পতিবার ভারতের বিশাখাপত্তনমেতে আগে ব্যাট করে জশ ইংলিশের সেঞ্চুরিতে ৩ উইকেটে ২০৮ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ে অস্ট্রেলিয়া।

২০৯ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে রেকর্ড গড়ে ২ উইকেটে জয় পায় ভারত। টি-টোয়েন্টিতে ভারতের এটাই সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়। এর আগে ২০১৯ সালে হায়দরাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২০৭ রান টপকে জিতেছিল ভারতীয়রা।

বৃহস্পতিবার দলের হয়ে ৫০ বলে ১১টি চার আর ৮টি ছক্কার সাহায্যে ১১০ রান করেন ইংলিশ। এছাড়া ৪১ বলে ৫২ রান করেন ওপেনার স্টিভ স্মিথ। ২০৯ রানের টার্গেটে তাড়া করতে নেমে সুরাইয়া কুমার যাদবের ৪২ বলে ৯ চার আর ৪টি ছক্কায় ৮০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস, ইশান কিশানের ৫৮ এবং শেষ দিকে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মাঝে রিংকু সিংয়ের ১৪ বলের অপরাজিত ২২ রানে ভর করে শেষ বলে জয় নিশ্চিত করে ভারত। শেষ ওভারে ভারতের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল মাত্র সাত রান। অস্ট্রেলিয়ান তারকা পেসার শন অ্যাবটের প্রথম বলে চার মারেন রিংকু সিং। দ্বিতীয় বলে লেগ বাই থেকে সিঙ্গেল নিয়ে তিনি প্রান্ত বদল করেন।

পরের তিন বলে শন অ্যাবট একে একে অক্ষর প্যাটেল, রবি বিষ্ণু ও আর্শ্বদীপ সিংকে আউট করে সাজঘরে ফেরান। আর্শ্বদীপ রান আউট হন। জয়ের জন্য শেষ বলে ভারতের প্রয়োজন ছিল মাত্র এক রান। শেষ বলে নো দেন অ্যাবট। সেই বলে ছক্কা মেরে ২ উইকেট হাতে রেখে দলের জয় নিশ্চিত করেন রিংকু সিং।

৬ বছর নিষিদ্ধ উইন্ডিজের বিশ্বকাপজয়ী তারকা

বিনোদন ডেস্ক: আরব আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের দুর্নীতিবিরোধী আইনের চারটি ধারা ভঙ্গের কারণে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে ৬ বছরের জন্য নিষিদ্ধ হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী তারকা মারলন স্যামুয়েলস। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে স্যামুয়েলসকে অভিযুক্ত করেছিল আইসিসি। দুর্নীতিবিরোধী স্বাধীন একটি ট্রাইব্যুনালে শুনানির পর চলতি বছরের আগস্টে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। গত ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার তার শাস্তির কথা জানায় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা।



নিষেধাজ্ঞা কার্যকর ধরা হয়েছে গত ১১ নভেম্বর থেকে। ১৫ বছর আগেও একই ধরনের অপরাধের জন্য শাস্তি পেয়েছিলেন তিনি। স্যামুয়েলসের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো ২০১৯ সালের আবু ধাবি টি-টেন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেবার কর্নাটক টাস্কার্সের স্কোয়াডে থাকলেও কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। ৪২ বছর বয়সী স্যামুয়েলসের বিরুদ্ধে যে চারটি ধারা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয় তার প্রথমটি হলো- ক্রিকেটকে কলঙ্কিত করতে পারে এমন পরিস্থিতিতে কারও কাছ থেকে পাওয়া কোনো উপহার, অর্থ, আতিথেয়তা কিংবা অন্য সুবিধাপ্রাপ্তির কথা দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তার কাছে প্রকাশ না করা।

দ্বিতীয়টি- ৭৫০ ডলার বা তার বেশি মূল্যের আতিথেয়তার রিসিট না দেখানো। তৃতীয়টি- দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তার তদন্তে সহায়তা না করা এবং আরেকটি- তদন্তের জন্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে এমন তথ্য গোপন করে দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তার তদন্তে বাধা দেওয়া বা বিলম্বিত করা ট্রাইব্যুনাল তাকে চারটি ক্ষেত্রেই দোষী সাব্যস্ত করে, প্রথমটি সংখ্যাগরিষ্ঠতার সিদ্ধান্তে এবং অন্য তিনটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে।

২০০০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় স্যামুয়েলসের। ২০২০ সালের নভেম্বরে পেশাদার ক্রিকেট থেকে অবসরের আগে দেশের হয়ে ৭১ টেস্ট, ২০৭টি ওয়ানডে আর ৬৭টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ১৭টি সেঞ্চুরির সাহায্যে ১১ হাজারের বেশি রান করেন। ২০১২ ও ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে 'ম্যান অব দা ম্যাচ' হন তিনি।

রাজনীতি কি তার মাকেই জঙ্গলে ফেলে দেবে?

॥ ফারুক ওয়াসিফ ॥

মা-কে কি কেউ ত্যাগ করে? জঙ্গলে ফেলে আসে? করে না। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা সেরকম ঘটনাও দেখেছি। তখন করোনা মহামারির কাল। মৃত্যুভয় চারদিকে। এরকম সময়ে, ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে তিন ভাই-বোন মিলে তাদের কভিড-১৯ আক্রান্ত মাকে গাজীপুরের জঙ্গলে ফেলে যায়। কারণ ছিল মৃত্যুভয়, কারণ ছিল চিকিৎসা করাতে না পারার মতো অভাব। মহামারির পরের বাংলাদেশ কি সেরকম ভয়ের জঙ্গলই হয়ে উঠল? না হলে, রাজনীতি কেন তার জননী যে গণতন্ত্র তাকে ত্যাগ করছে বলে মনে হচ্ছে? বাংলাদেশের জননী হলো গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের উদর থেকেই জন্মেছে এই রাষ্ট্র। গণতন্ত্রের দাবিতে বাঙালিরা লড়েছে '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে। গণতন্ত্রের দাবিতে গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে ১৯৬৯ সালে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ স্বৈরাচারের বিপক্ষে গণতন্ত্রকে বেছে নিয়েছিল। ফলে নিরঙ্কুশ বিজয় পেয়েছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। ওই নির্বাচনের ফলই ঠিক করে দিয়েছিল বাংলাদেশের গন্তব্য হবে গণতন্ত্রের দিকে। পাকিস্তানিরা জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি দিতে চায়নি বলেই গণতন্ত্রের আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়। গণতন্ত্র ছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বীজ, স্বাধীনতা তার ফল। এই স্বাধীনতার বৈধতাও এসেছিল ওই ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জনগণের ম্যান্ডেট নিয়েই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। সে কারণে ওই ঘোষণার বৈধতা নিয়ে পাকিস্তান ছাড়া আর কারও জিজ্ঞাসা ছিল না।

নির্বাচন এবং গণতন্ত্র এই দেশের মানুষের রাজনৈতিক সংস্কৃতির খুব গভীরেই প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনকেও বাঙালীরা অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ হিসেবে নিয়েছিল। সেই নির্বাচন তৎকালীন পূর্ব বাংলাকে রাজনৈতিকভাবে জাগিয়ে তুলেছিল। মধ্যবিত্তরা শেরেবাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা পার্টির মঞ্চ থেকে জমিদারদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। উপমহাদেশের রাজনীতিতে সেটা ছিল বিরাট গণতান্ত্রিক অবদান। কারণ, এই নির্বাচনটি সম্প্রদায়ের চাইতে সেক্যুলার অর্থনৈতিক স্বার্থকে প্রথম সামনে নিয়ে এসেছিল।

বাংলাদেশের মতো এরকম নির্বাচনের সিঁড়ি বেয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম খুব কম দেশেই হয়েছে। এ কারণে নির্বাচন এখানে উৎসব হয়ে উঠেছিল, যে কোনো নিরপেক্ষ নির্বাচনে এখনও এই দেশের ৬০-৭০ শতাংশ ভোটার ভোট দিতে ভোটকেন্দ্রে যায়। গণতান্ত্রিক পরিবেশে তারা ভোটকেন্দ্র পাহারা দেয়, রাত জেগে দেখতে থাকে ভোটের ফল। টিভিতে তখন মধ্যরাতে জনপ্রিয় সিনেমা দেখানোর মধ্যে মধ্যে ফল ঘোষণা হতো-সে কী উৎসাহ!

কিন্তু গত এক দশকে বাংলাদেশ তার জন্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্যটাই খোয়াতে বসেছে। দেশ শাসনের জন্য আর জনগণের ভোটের দরকার পড়ছে না। পড়ছে না বলেই ২০১৪ সালের নির্বাচন বিরোধী দলগুলোকে ছাড়াই হয়ে যায়। ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩ জনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'নির্বাচিত' হয়ে যান। ২০১৮ সালের নির্বাচনে সরকারি কৌশলে বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে আসে বটে, কিন্তু তাদের সমর্থকরা ভোট দিতে পারেনি। ভোটের দিনের দুপুর বেলাতেই বিরোধীরা একযোগে ভোট বর্জনের ঘোষণা দেয়। এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় শিকার এ দেশের তরুণরা। বিতর্কিত নির্বাচনের এই দশকেই বাংলাদেশ পৌঁছায় ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনসংখ্যা সুবিধার টাইমলাইনে। এই দেশে এখন তরুণ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীই জনগণের বড় অংশ (প্রায় ৬৫ শতাংশ)। এমনকি ভোটারদের মধ্যেও তারা বড় একটা অংশ। গত দশ বছরে তরুণ ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে সোয়া দুই কোটি। এই সোয়া দুই কোটি ভোটার ১৮ বছর বয়সে পৌঁছেছে কেবলই। এরা আগে কখনও ভোট দেয়নি। কিন্তু ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে ভোট দিতে পারেনি, এমন তরুণের সংখ্যাও তো বিপুল। সব মেলালে দেখা যাবে, জীবনে কখনোই ভোট দেয়নি এমন মানুষই এখন বাংলাদেশে বেশি। তারা সবাই তাকিয়ে আছে ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের দিকে। এবার কি তারা ভোট দিতে যেতে পারবে? পছন্দের প্রার্থীর মার্কা কি ব্যালট পেপারে দেখতে পারবে? যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টারের জরিপ বলেছিল, পৃথিবীর মধ্যে রাজনৈতিক সক্রিয়তায় বাংলাদেশ সবার চেয়ে এগিয়ে। কিন্তু সেই দেশের ৪২ শতাংশ তরুণ বলছে, তারা এই দেশে থাকতে চায় না, বিদেশে গিয়ে বাঁচতে চায়। বেকারত্ব, অসম্মান, কথা বলার স্বাধীনতাহীনতা তারা ভয় পায়। তারা আসলে ভয় পায় ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। কারণ, দেশি-বিদেশি সংকট ও চাপ নিয়ে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ অচেনা এক পথের দিকে যাত্রা করেছে। আরও ভয়ের হলো, সেই পথটা গণতন্ত্রের দিকে নয়।

নির্বাচন নিয়ে তরুণরা এতই আশঙ্কিত যে, 'ভোট দিতে চাই' দাবি জানিয়ে তাদের আন্দোলন করতে হচ্ছে। জার্মান সংস্থা ডি ডবিউ একাডেমির কয়েকটা ভিডিও দেখা গেল। সেখানে তরুণরা মতপ্রকাশের বাধা নিয়ে উদ্বেগ জানাচ্ছে, নিজের কথা বলতে পারার দাবি জানাচ্ছে। ঠিকই তো, যদি ভোট-ধিকারই হুমকিতে পড়ে, তখন কি আর কথা বলার স্বাধীনতা থাকে? বাংলাদেশের তরুণরা ভোট দিতে না পারুক, জেলখানার ভাত কিন্তু খেতে পারছে। কথা বলার অপরাধে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের অধীনে দেড় বছর জেল খাটল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী খাদিজা। দুর্ভোগের কথা নাহয় বাদই দিলাম, তারুণ্যের এক বছর বয়সকালের পাঁচ বছরের সমান। কারণ, এটা জীবন গঠনের বয়স। কে ফিরিয়ে দেবে খাদিজার জীবনের দেড়টি বছর? বাংলাদেশের বয়স মাত্র ৫০ পেরিয়েছে। সেখান থেকে হারিয়ে গেছে সামরিক শাসক এরশাদ আমলের গণতন্ত্রহীন একটা দশক। তেমনি কে ফিরিয়ে দেবে 'বিশেষ ধরনের গণতন্ত্রে' হারিয়ে ফেলা সদ্যবিগত একটি দশক?

বাংলাদেশের উন্নতি আর গণতন্ত্র যেন মানিকজোড়। '৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জাদুবাস্তবতারও শুরু '৯১ সাল থেকে। '৯১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ে দারিদ্র্য কমেছে, শিক্ষার হার বেড়েছে, কমেছে মা ও শিশুমৃত্যুর হার, প্রবৃদ্ধি ছাপিয়ে গিয়েছিল এমনকি ভারতকেও। সামাজিক সূচকেও আমরা ভারত থেকে এগিয়ে গিয়েছিলাম।

গণতন্ত্র ছাড়াও উন্নয়ন হয় বটে। কিন্তু তার কুফল এখন হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে। বৈষম্য বেড়েছে। জিনিসপত্রের দাম মানুষের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুত এত কমে কখনও নামেনি। অর্থনীতি সংকুচিত হয়ে এসেছে। দুর্নীতি ও বিদেশে টাকা পাচার সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়েছে। বৈদেশিক ঋণও রেকর্ড মাত্রা ১০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যয়ে এখানে অবকাঠামো বানানো হয়।

এরকম একটা সময়েই দেশ ভয়ানকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শুধু সরকার আর সরকারবিরোধী ভাগেই ভাগ হইনি আমরা, কেউ মার্কিন ভূরাজনৈতিক শিবিরে, আর কেউবা রাশিয়া-ভারত শিবিরে। কেউ আমেরিকাপন্থি আর কেউ ভারতপন্থি–কিন্তু বাংলাদেশপন্থিরা কোথায়? কেউ অবাধ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পক্ষে, কেউ চায় বিএনপি নামক বিরোধী দলটি ধ্বংস হয়ে যাক। আর মাত্র ৪২ দিন পর জাতীয় নির্বাচন। অথচ বিরোধী দলের শীর্ষ নেতার প্রায় সবাই কারাগারে। গত এক মাসেই গ্রেপ্তার হয়েছে ১০ হাজারের বেশি নাগরিক। সারাদেশে বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীর বাড়িঘরেও পর্যন্ত হামলা চলছে। বিপুলসংখ্যক মানুষ বাধ্য হয়ে আত্মগোপনে চলে গেছে। সম্ভবত সবচেয়ে বড় অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ঘটেছে রাজনৈতিক নিপীড়নের ভয়ে। এক জেলার মানুষ অন্য জেলায় গিয়ে ভ্রাম্যমাণ দিনমজুরির পেশায় দিনাতিপাত করছে। বহুসংখ্যক মানুষ সন্তান ও স্ত্রী থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

বাংলাদেশের জন্মের ধাত্রী দলটি এখন ক্ষমতায়। এই আওয়ামী লীগই বাংলাদেশের মানুষকে নির্বাচনী জাদুতে মাতিয়ে সত্তর সালের নির্বাচনে অবিশ্বাস্য জয় পেয়েছিল, দেশকে এক করে মুক্তিযুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিল। '৫৪ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া এই দলটিই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য লড়াই করেছে। বাংলাদেশের রাজনীতির গণতান্ত্রিক বনিয়াদ আওয়ামী লীগের হাতেই গড়া। যদি ২০২৪ সালে ২০১৪ সালের মতো বিরোধী দলহীন কিংবা ২০১৮ সালের মতো সাজানো নির্বাচন হয়; তাহলে বাংলাদেশের সেই গণতান্ত্রিক বনিয়াদে গভীর ফাটল তৈরি হবে।

বাংলাদেশের জননী গণতন্ত্র। সেই বাংলাদেশ এরকম মাতৃঘাতী হবে তা কেউ চায়নি, কেউ চাইতে পারে না। সম্রাট আকবরের উপদেষ্টা আবুল ফজলের ভাষায় বঙ্গ বা বাংলাদেশ হলো বুলঘাকখানা বা বিদ্রোহের দেশ। কারণ, মুঘল সাম্রাজ্য বাংলাকে কখনোই স্থায়ীভাবে বশ করতে পারেনি। কথাটা আমরা যেন মনে রাখি।

লেখক: লেখক ও সমকালের পরিকল্পনা সম্পাদক

নির্বাচন এবং গণতন্ত্র এই দেশের মানুষের রাজনৈতিক সংস্কৃতির খুব গভীরেই প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনকেও বাঙালীরা অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ হিসেবে নিয়েছিল। সেই নির্বাচন তৎকালীন পূর্ব বাংলাকে রাজনৈতিকভাবে জাগিয়ে তুলেছিল। মধ্যবিত্তরা শেরেবাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা পার্টির মঞ্চ থেকে জমিদারদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল।



আ. লীগের মনোনয়ন পেলেন যারা

(প্রথম পাতার পর)

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল ৩০০ আসনে নৌকার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আওয়ামী লীনের মনোনয়ন প্রত্যাশী কেউ এবার মনোনয়ন পাননি। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এবং দলে অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আবাদুস সামাদ আজাদ ও উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান, যুবলীগ নেতা রহিমুজ্জামান সুমন প্রমুখ এবার নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন বলে জানা গেছে।

ঢাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, ঢাকার ২০টি আসনের মধ্যে ১০টিতে এইবার পরিবর্তন আনা হয়েছে। ঢাকা-১০ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন ফেরদৌস আহমেদ। ঢাকাই চলচ্চিত্রের এই নায়ক এবারই প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সুনামগঞ্জ-২ আসন (দিরাই ও শাল্লা) থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের ছোট ভাই চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মাহমুদ। আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এই আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আসনটিতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তাঁর স্ত্রী জয়া সেনগুপ্তা। দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার জন্য শাল্লা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ ছাড়েন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মাহমুদ। তিনি শাল্লা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। তার বাবা প্রয়াত আব্দুল মান্নান চৌধুরী ছিলেন শাল্লা উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি। পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক ও কিশোরগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য নূর মোহাম্মদ এবার দলীয় মনোনয়ন পাননি। এবার সেখানে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন পুলিশের আরেক সাবেক কর্মকর্তা আবদুল কাহার আকন্দ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এই হত্যা মামলার প্রধান তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন আবদুল কাহার আকন্দ। এই হত্যা মামলার প্রধান তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন তিনি।

মনোনয়ন পেলেন তিন আমলা: জামালপুর-৫ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ, সুনামগঞ্জ-৪ আসনে পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাদিক ও নেত্রকোণা-৪ আসনে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সাবেক সচিব সাজ্জাদুল হাসান। এদের মধ্যে সাজ্জাদুল হাসান সদ্য অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে এমপি হয়েছেন। এছাড়া মনোনয়নের তালিকায় নতুন মুখগুলো হলো পঞ্চগড়-১ মো. নাঈমুজ্জামান ভুইয়া, ঠাকুরগাঁও-২ মো. মাজহারুল ইসলাম, ঠাকুরগাঁও-৩ মো. ইমদাদুল হক, নীলফামারী-৩ মো. গোলাম মোস্তফা, নীলফামারী-৪ মো. জাকির হোসেন বাবুল, লালমনিরহাট-৩ মো. মতিয়ার রহমান, রংপুর-১ মো. রেজাউল করিম রাজু, রংপুর-৩ তুষার কান্তি মন্ডল, রংপুর-৫ রাশেক রহমান, কুড়িগ্রাম-২ মো. জাফর আলী, কুড়িগ্রাম-৩ সৌমেন্দ্র প্রসাদ পান্ডে, কুড়িগ্রাম-৪ মো. বিপব হাসান, গাইবান্ধা-১ আফরুজা বারী, গাইবান্ধা-৪ মো. আবুল কালাম আজাদ, বগুড়া-২ তৌহিদুর রহমান মানিক, বগুড়া-৩ মো. সিরাজুল ইসলাম খান রাজু, বগুড়া-৪ মো. হেলাল উদ্দিন কবিরাজ, বগুড়া-৫ মো. মজিবর রহমান (মজনু), বগুড়া-৭ মো. মোস্তফা আলম, নওগাঁ-৩ সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, নওগাঁ-৪ মো. নাহিদ মোর্শেদ, রাজশাহী-২ মোহাম্মদ আলী, রাজশাহী-৩ মোহা. আসাদুজ্জামান আসাদ, রাজশাহী-৪ মো. আবুল কালাম আজাদ, রাজশাহী-৫ মো. আব্দুল ওয়াদুদ, সিরাজগঞ্জ-২ মোছা. জান্নাত আরা হেনরী, সিরাজগঞ্জ-৪ মো. শফিকুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ-৬ চয়ন ইসলাম, পাবনা-৪ গালিবুর রহমান শরীফ, মেহেরপুর-২ আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক, ঝিনাইদহ-৩ মো. সালাহ উদ্দিন মিয়াজী, যশোর-২ মো. তৌহিদুজজামান, যশোর-৪ এনামুল হক বাবুল, বাগেরহাট-৪ এইচ এম বদিউজ্জামান সোহাগ, খুলনা-১ ননী গোপাল মন্ডল, খুলনা-৩ এস এম কামাল হোসেন, খুলনা-৬ মো. রশীদুজ্জামান, সাতক্ষীরা-১ ফিরোজ আহম্মেদ স্বপন, সাতক্ষীরা-২ মো. আসাদুজ্জামান বাবু, সাতক্ষীরা-৪ এস. এম. আতাউল হক, বরগুনা-২ সুলতানা নাদিরা, বরিশাল-২ তালুকদার মো. ইউনুস, বরিশাল-৩ সরদার মো. খালেদ হোসেন, বরিশাল-৪ শাম্মী আহমেদ, বরিশাল-৬ আবদুল হাফিজ মল্লিক, পিরোজপুর-২ কানাই লাল বিশ্বাস, পিরোজপুর-৩ মো. আশরাফুর রহমান, টাঙ্গাইল-৩ মো. কামরুল হাসান খান, টাঙ্গাইল-৪ মো. মোজহারুল ইসলাম তালুকদার, টাঙ্গাইল-৫ মো. মামুন-অর-রশিদ, টাঙ্গাইল-৮ অনুপম শাহজাহান জয়, জামালপুর-১ নূর মোহাম্মদ, জামালপুর-৪ মো. মাহবুবুর রহমান, জামালপুর-৫ মো. আবুল কালাম আজাদ, শেরপুর-৩ এডিএম শহিদুল ইসলাম, ময়মনসিংহ-৩ নিলুফার আনজুম, ময়মনসিংহ-৪ মোহাম্মদ মোহিত উর রহমান, ময়মনসিংহ-৮ মো. আব্দুছ ছাত্তার, ময়মনসিংহ-৯ আব্দুস সালাম, নেত্রকোনা-১ মোশতাক আহমেদ রুহী, নেত্রকোনা-৫ আহমদ হোসেন, কিশোরগঞ্জ-৩ মো. নাসিরুল ইসলাম খান, মানিকগঞ্জ-১ মো. আব্দুস সালাম, মুন্সীগঞ্জ-১ মহিউদ্দিন আহমেদ, ঢাকা-৪ সানজিদা খানম, ঢাকা-৫ হারুনর রশীদ মুন্না, ঢাকা-৭ মোহাম্মদ সোলায়মান সেলিম, ঢাকা-৮ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, ঢাকা-১১ মোহাম্মদ ওয়াকিল উদ্দিন, ঢাকা-১৩ জাহাঙ্গীর কবির নানক, ঢাকা-১৪ মো. মাইনুল হোসেন খান, গাজীপুর-৩ রুমানা আলী, নরসিংদী-৩ ফজলে রাব্বি খান, নারায়ণগঞ্জ-৩ আব্দুল্লাহ-আল-কায়সার, ফরিদপুর-১ মো. আব্দুর রহমান, সুনামগঞ্জ-১ রনজিত চন্দ্র সরকার, সিলেট-২ শফিকুর রহমান চৌধুরী, সিলেট-৫ মাসুক উদ্দিন আহমদ, মৌলভীবাজার-২ শফিউল আলম চৌধুরী, মৌলভীবাজার-৩ মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান, হবিগঞ্জ-১ ডা. মো. মুশফিক হুসেন চৌধুরী, হবিগঞ্জ-২ ময়েজ উদ্দিন শরীফ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ ফয়জুর রহমান, কুমিল্লা-১ মো. আবদুস সবুর, কুমিল্লা-৮ আবু জাফর মোহাম্মদ শফি উদ্দিন, চাঁদপুর- সেলিম মাহমুদ, চাঁদপুর-২ মোফাজ্জল হোসাইন চৌধুরী, ফেনী-১ আলাউদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, ফেনী-৩ মো. আবুল বাশার, নোয়াখালী-৬ মোহাম্মদ আলী, লক্ষ্মীপুর-৪ ফরিদুন্নাহার লাইলী, চট্টগ্রাম-১ মাহাবুব উর রহমান, চট্টগ্রাম-২ খাদিজাতুল আনোয়ার, চট্টগ্রাম-৪ এস এম আল মামুন, চট্টগ্রাম-৫ মোহাম্মদ আবদুস সালাম, চট্টগ্রাম-১২ মোতাহেরুল ইসলাম চৌধুরী ও কক্সবাজার-১ সালাহ উদ্দীন আহমদ।

রোববার দুটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেনি আওয়ামী লীগ। ফাঁকা রাখা দুই আসন হল কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা ও মিরপুর) এবং নারায়ণগঞ্জ-৫ (বন্দর উপজেলা ও নারায়ণগঞ্জ সদরের অংশ)। এই দুই আসনের বিষয়ে আগামী দুয়েকদিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত হবে হবে বলে দল থেকে জানানো হয়েছে। গত তিনটি নির্বাচনের তুলনায় এবারও বেশি প্রার্থী পরিবর্তন হয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাননি বর্তমান মন্ত্রিসভার তিন সদস্য। তাঁরা তিনজনই প্রতিমন্ত্রী। বাদ পড়া প্রতিমন্ত্রীরা হলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন। ময়মনসিংহ-৫ (মুক্তাগাছা) আসনে কে এম খালিদকে বাদ দিয়ে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে আবদুল হাই আকন্দকে। আবদুল হাই আকন্দ ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি বর্তমানে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। খুলনা-৩ আসনে মন্নুজান সুফিয়ানকে বাদ দিয়ে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেনকে। কুড়িগ্রাম-৪ আসনে জাকির হোসেনকে বাদ দিয়ে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বিপব হাসানকে। বিপব ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা। জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক নাঈমুর রহমান দুর্জয় মানিকগঞ্জের একটি আসন থেকে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আছেন। তবে এবার দুর্জয় মনোনয়ন পাননি।

নানা কারণে আলোচনায় ছিলেন ফরিদপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের পরপর দুই মেয়াদে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে বর্তমান সরকারে মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন না। তাঁর আসনে এবার মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামীম হক। এ ছাড়া খন্দকার মোশাররফ হোসেনের জামাতা হাবিবে মিল্লাত বাদ পড়েছেন। তিনি সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য। এবার সেখানে নৌকা প্রতীকের মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জান্নাত আরা হেনরী। সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসান এবার হারালেন দলীয় মনোনয়ন। তাঁর বদলে জামালপুর-৪ আসনে এবার মনোনয়ন পেয়েছেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের মৎস্য ও প্রাণিবিষয়ক সম্পাদক মো. মাহবুবুর রহমান। তার বাবা আবদুল মালেক একসময় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ছিলেন। বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে সমালোচিত হন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন। তাঁর নির্বাচনী এলাকা কুড়িগ্রাম-৪ আসনে এবার মনোনয়ন পেয়েছেন আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক উপকমিটির সদস্য মো. বিপব হাসান। যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিপ্লব ছাত্রলীগের সোহাগ-নাজমুল কমিটির উপ-আইন বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বর্তমান সংসদের সদস্য মহীউদ্দীন খান আলমগীরও এবার দলীয় মনোনয়ন পাননি। চাঁদপুর-১ আসনে এবার মনোনয়ন পেয়েছেন আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সেলিম মাহমুদ। হিজলা ও মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত বরিশাল-৪ আসনে পরপর দুবার সংসদ সদস্য হয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ নাথ। দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বিরোধে বিতর্কিত হন তিনি। এবারও দলের মনোনয়ন চেয়েছিলেন। তবে বাদ পড়েছেন নৌকা প্রতীকে মনোনীতদের তালিকা থেকে। এখানে প্রথমবারের মতো প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাম্মী আহমেদ। রাজধানীর ধানমন্ডি-নিউমার্কেট এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা-১০ আসনে উপনির্বাচনে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন ব্যবসায়ী শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন। তিনি ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই ও তৈরি পোশাক খাতের ব্যবসায়ীদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি। এবার তিনি বাদ পড়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সাবেক উপদেষ্টা প্রয়াত এইচ টি ইমামের ছেলে তানভীর ইমাম এবার বাদ পড়েছেন। তাঁর নির্বাচনী এলাকা সিরাজগঞ্জ-৪ আসনে এবার নৌকা পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম। তিনি উল্লাপাড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন, সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন।

নৌকার টিকিটে পেলেন ২২ নারী: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ-৩ আসনে মনোনীত। রংপুর-৬ আসনে ফের মনোনয়ন পেলেন স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী। গাইবান্ধা-১ আফরুজা বারী। সেখানে এর আগে দলের সমঝোতার ভিত্তিতে শামীম হায়দার পাটোয়ারী এমপি হয়েছিলেন। এছাড়াও শেরপুর-২ মতিয়া চৌধুরী, গাইবান্ধা-২ মাহবুব আরা বেগম গিনি, গাজীপুর-৪ সিমিন হোসেন (রিমি), চাঁদপুর-৩ ডা. দীপু মনি, গাইবান্ধা-৩ আসনে পেলেন উম্মে কুলসুম স্মৃতি, বগুড়া-১ সাহাদারা মান্নান, বাগেরহাট-৩ হাবিবুন নাহার, মানিকগঞ্জ-২ মমতাজ বেগম, কিশোরগঞ্জ-১ সৈয়দা জাকিয়া নূর, গাজীপুর-৫ মেহের আফরোজ, কক্সবাজার-৪ শাহীন আক্তার, ও কুমিল্লা-২ আসনে সেলিমা আহমাদ। প্রথমবারের মতো মনোনয়ন পেলেন সিরাজগঞ্জ-২ মোছা. জান্নাত আরা হেনরী। বরগুনা-আসনে ২ সুলতানা নাদিরা। এই আসনে শওকত হাচানুর রহমান রিমন এমপি ছিলেন। ময়মনসিংহ-৩ নিলুফার আনজুম। এই আসনে এমপি ছিলেন প্রবীণ নেতা নাজিম উদ্দিন আহমেদ। ঢাকা-৪ সানজিদা খানম। গাজীপুর-৩ রুমানা আলী। এই আসনে ছিলেন ইকবাল হোসেন সবুজ। চট্টগ্রাম-২ খাদিজাতুল আনোয়ার। লক্ষ্মীপুর- ৪ ফরিদুন্নাহার লাইলী মনোনয়ন পেলেন।

প্রবাসী বাংলাদেশিদেরও নানা আয়োজন

(প্রথম পাতার পর)

সরকারিভাবে থ্যাংকস গিভিং ডে উদযাপন করা হয়। দিবসটিতে ধনী-গরীব সবাই মেতে ওঠে ঐতিহ্যবাহী টার্কি ভোজে। পারিবারিকভাবে প্রতিটি ঘরেই চলছে টার্কির মধ্যাহ্নভোজ আর নৈশ্যভোজ।

ন্যাশনাল টার্কি ফেডারেশনের একটি হিসাব বলছে প্রতি বছর আমেরিকানরা ৯০ মিলিয়ন টার্কি খেয়ে থাকেন। এর মধ্যে শুধুমাত্র 'থ্যাংকসগিভিং ডে' টার্কি খাওয়া হয় ৪৯ মিনিয়ন। বড়দিনে বা খ্রিষ্টমাসে ২২ মিলিয়ন এবং ইস্টার সানডেতে ১৯ মিলিয়ন।

১৬২১ সালের এক হেমন্তে আমেরিকার আদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রধানত ইংল্যান্ড থেকে আগত যাজকদের এক শুভক্ষণে পরস্পরের মধ্যে উৎপাদিত শষ্য এবং পণ্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে থ্যাংকস গিভিং উৎসবের সূত্রপাত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৮৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন সেদিনের সেই বন্ধুত্ব এবং শান্তির অমিয়বাণী আমেরিকাবাসীর অন্তরে ধারণ করতে রাষ্ট্রীয়ভাবে দিনটিকে 'থ্যাংকস গিভিং হলি ডে' হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই থেকে প্রতিবছর বন্ধুত্ব ও সংহতি প্রকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে স্মরণীয় বরণীয় করে তুলতে নানা আয়োজনে মেতে উঠে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র। দিনটি আমেরিকায় সরকারি ছুটির দিন। একই আমেজে পার্শ্ববর্তী দেশ কানাডায় এ দিনটি পালন করা হয় প্রতিবছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সোমবার।

গত দু'সপ্তাহ ধরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪৫ মিলিয়ন টার্কির বেচাকেনা হয়েছে। যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন আয়ের মানুষ অর্থাৎ যাদের টার্কি কেনার সাধ্য নেই, তারাও টার্কি সংগ্রহ করেছে ফুড শেয়ার নামক একটি সংস্থা থেকে। থ্যাঙ্কস গিভিংয়ে যেন টার্কি না খেলেই নয়। তাই টানা চার দিনের ছুটি পেয়ে সকলেই ছুটছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিকটজনের সাথে দেখা করতে। আকাশ ও সড়ক পথে যাত্রীদের প্রচন্ড ভিড়। গত তিন দিন ধরে হাজার হাজার যাত্রী যাতায়াত করছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর সবচেয়ে বেশি যাত্রী যাতায়াত করেন থ্যাঙ্কস গিভিংয়ের ছুটিতে। বিশেষ করে আকাশ পথে আভ্যন্তরীন বিমানের টিকেট বিক্রি হয় দ্বিগুণ।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিরাও ঘরে বসে নেই। হালাল টার্কির খোঁজে তারাও ছুটছেন স্থানীয় গ্রোসারির দোকানগুলোর। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গ্রোসারি দোকানগুলো হালাল টার্কি সংগ্রহে ভিড় জমেছে। নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, পেনসিলভানিয়া, কানেকটিকাট, ম্যাসাচুসেটস, ক্যালিফোর্নিয়া, ভার্জিনিয়া, ফ্লোরিডা, টেক্সাস, ম্যারিল্যান্ড, নর্থ ক্যারোলিনা, সাউথ ক্যারোলিনাসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশি ও মুসলমান মালিকানাধীন গ্রোসারির দোকানগুলোতে প্রচুর পরিমানে হালাল টার্কি বিক্রি করেছে। গত তিন দিন ধরে উক্ত দোকানগুলোতে দেদারছে চলছে হালাল টার্কির বেচাকেনা।

ঐতিহ্যবাহী এই দিবসটি উদযাপনে বাংলাদেশী কমিউনিটিও ছিলো উচ্ছাসমুখর। বিদেশী অনুষ্ঠান দেশীয় আমেজে উদযাপন করার জন্য পাশে ছিলো ব্রঙ্কস ও জ্যামাইকায় খলিল বিরিয়ানীর দুটি শাখা। শেফ খলিলুর রহমানের নিজস্ব তত্বাবধানে গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়া হয় বিশাল বিশাল টার্কি।সকাল থেকে ক্রতাদের অর্ডার সরবরাহ করতে কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়।

প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান জানান, গতবারের চেয়েও এবার অর্ডারের পরিমান অনেক বেশি হয়েছে।এবার দুটি শাখাতেই প্রচুর অর্ডার পড়েছে। আমরা সব সময়ই আমাদের কোয়ালিটি রক্ষা করার চেস্টা করি। সেই ধারাবাহিকতাই এবার আমরা অধিক পরিমান অর্ডার পেতে সক্ষম হয়েছি।

থ্যাংকস গিভিং ডের পরের দিনকেই 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে' বলা হয়ে থাকে। এ দিনের জন্যও মানুষের অপেক্ষার কমতি নেই। একবছর ধরেই অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকে আমেরিকার দুই তৃতীয়াংশ মানুষ। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষজন কম দামে ভালো একটা কিছু কেনার জন্য দিন অপেক্ষায় থাকে। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে থেকেই টিভি ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দেওয়া তাদের পণ্যের মূল্যহ্রাসের তালিকা। শতকরা ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ মূল্যহ্রাস করা হয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির। তবে এই দিনে অনেকের চাহিদা ইলেক্ট্রনিক্স দ্রব্য। এর মধ্যে টিভি, ফ্রিজ, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, আইফোন, আইপ্যাড ইত্যাদি দ্রব্যের প্রতি মানুষের বেশি চাহিদা। বৃহস্পতিবার রাত ১২টা থেকে দোকানের সামনে লাইন ধরে অপেক্ষা করে ভোর ৬টায় পর্যন্ত অপেক্ষা করেন দোকানে প্রবেশের জন্য। কিন্তু প্রতিবছরই ঘটে ব্যতিক্রম ঘটনা। বৃহস্পতিবার রাত ১২টার পরিবর্তে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৮/৯ টায় থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে যান হাজার হাজার মানুষ।

মেসি'জ এর শোভাযাত্রাই সবার সেরা

এদিকে নিউইয়র্কাররা এই দিনটির আর এই ইভেন্টটির অপেক্ষায় থাকেন বছর ভর। বৈরী আবহাওয়া নিয়ে এবার কিছুটা শঙ্কা থাকলেও শেষপর্যন্ত দিনটি ছিলো রৌদ্রজ্জ্বল। আর তাতে নিউইয়র্করা মেতে উঠেছিলেন মেস্ত্রিজ এর আয়োজনে বিশেষ থ্যাংকসগিভিং প্যারেডে। ম্যানহাটানেনর আপার ওয়েস্ট সাইড থেকে শুরু হয়ে এবছরের প্যারেন সেন্ট্রাল পার্ক হয়ে ৩৪ স্ট্রিটে মেস্ত্রিজ এর ফ্ল্যাগশীপ স্টোরের সামনে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রার পাশাপাশি ছিলো নানাবিধ আয়োজন ও পরিবেশনা। পারফর্ম করেন বিশিষ্ট শিল্পীরা। সবশেষে সান্টাক্লজের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে প্যারেড শেষ হয়।

এবারের প্যারেডে ১৬টি ক্যারেক্টার বেলুন ২৬টি ফ্লট, ৩২টি হেরিটেজ ও নভেলটি বেলুন ছিলো। নেটফ্লিক্সের লিও দ্য লিজার্ড ক্যারেক্টার বেলুনটি ছিলো ৪০ ফুট উঁচু। ৪৪ ফুট উঁচুর স্পঞ্চবব ছাড়িয়ে গিয়েছিলো লিওকেও।

একসপ্তায় বেকারত্ব ভাতার আবেদন কমেছে ২৪,০০০

(প্রথম পাতার পর)

নিশ্চিত হলো।

শ্রমদপ্তর বুধবার এসব তথ্য জানিয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, টানা চার সপ্তাহ ধরেই এই অগ্রগতি দেখছে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বাজার। এই সময়ে গড়ে প্রতি সপ্তায় ৭৫০ জন করে বেকারত্ব মুক্ত হচ্ছে। এবং সরকারের কাছে বেকারত্ব ভাতা চাইছে না। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র কর্মী ছাঁটাইও উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। যাকে একটা ঐতিহাসিক শ্রমমান বলেই উল্লেখ করেছে শ্রম দপ্তর। আর এতে যুক্তরাষ্ট্রে কাজের নিরাপত্তা ফিরেছে অধিকাংশ আমেরিকানের কাছে।

বুধবারের রিপোর্টে বলা হয়েছে আগের সপ্তাহে ২৩৩,০০০ জন ছিলো বেকারত্বের সুবিধার জন্য আবেদনকারী। এ সপ্তাহে তা কমে এসেছে ২০৯,০০০ জনে। ১১ নভেম্বর যে সপ্তাহটি শেষ হলো তখন মোট বেকারত্ব ভাতা গ্রহণকারী ছিলো ১.৪৮ মিলিয়ন। যা আগের সপ্তাহের চেয়ে ২২,০০০ জন কম। শ্রমবাজারের এই ঘুরে দাঁড়ানোর পরিক্রমা অর্থনৈতিক মন্দা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে ফেরাতে ভূমিকা রাখছে।

কোভিড-১৯ এর আঘাতে শ্রমবাজারে যে ধস নেমেছিলো ২০২১ সাল থেকেই তার উত্তরণ শুরু হয়। এ বছর নিয়োগকর্তারা প্রতি মাসে ৬০৬,০০০ করে নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে থাকেন, ২০২২ সালে তা দাঁড়ায় ৪০০,০০০ এ। আর ২০২৩ সালে এ পর্যন্ত প্রতি মাসে ২৩৯,০০০ নতুন কাজ সৃষ্টি হচ্ছে। গত তিন মাসে প্রতি মাসে সৃষ্টি হয়েছে ২০০,০০০ নতুন কাজ।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ২৮০ বিলিয়ন ডলারের

(প্রথম পাতার পর)

নামের একটি চেইন গ্রোসারির ম্যানেজার হিসেবে কাজ করে আসছেন। তিনি জানালেন, আগে তার দোকানে যা কিছু অবিক্রিত থেকে যেতো তা ভাগারে ফেলে দেওয়া হতো। কিন্তু এখন তা করা হয় না। নিউইয়র্ক স্টেট জুড়ে একটি কর্মসূচির অংশ হিসেবে অবিক্রিত খাবারের মধ্যে যেগুলো খাওয়ার সেগুলো ডোনেট করার সুযোগ রয়েছে। নিউইয়র্কের বেশ কিছু সংগঠন এভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে। আর সে খাবারগুলো তাদের মাঝেই বিতরণ করে যারা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে।

তার খাদ্যহীনের খাবার যোগানোর চেয়েও ভাগারে পচে গলে খাবারগুলো থেকে যে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃস্বরণের সুযোগ ছিলো সেটা থেকেই পরিবেশকে রক্ষা করে এই প্রক্রিয়া। অনেক সময়ই স্রেফ ভাগার থেকেই তুলে আনা হয় খাবারহুলো। তারা তুলে আনে শাক-সব্জি, ডিম, সিরিয়াল ও অন্যান্য খাবার। পরে তা ক্ষুধার্ত পরিবারগুলোতে বিলিয়ে দেওয়া হয়।

বিশ্বে উৎপাদিত খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশই আবার পরে নষ্ট হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এই নষ্ট হওয়ার মাত্রা আরও বেশি। মোট উৎপাদিত খাদ্যের ৪০ শতাংশই নষ্ট করা হয়। হার্ভার্ড ফুড ল' অ্যান্ড পলিসি ক্লিনিকের তথ্য বলছে যুক্তরাষ্ট্র এই নষ্ট করে ফেলা খাবারে ২১৮ বিলিয়ন ডলার খরচ করে। তথ্য হচ্ছে বছরে ৬৩ টন খাবার নষ্ট করা হয়, যার মধ্যে ৫২.৪ টনই ফেলা হয় ভাগারে। আর ১০ টন খাবার উৎপাদনস্থলেই ফের নষ্ট হয়। এই যে নষ্ট করা হচ্ছে, এর চেয়েও উদ্বেগের হচ্ছে এর প্রভাব। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির আইনের অধ্যাপক এমিলি বোর্ডের দেওয়া তথ্য বলছে, বছরে ৮% থেকে ১০% গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃস্বরণ ঘটে খাদ্য বর্জ্য থেকে।

যুক্তরাষ্ট্রের ২০% পানি ব্যবহৃদ হয় খাদ্য উৎপাদন। আর যখন আমরা সেই খাবারই স্রেফ ফেলে দেই, তার মানেই হচ্ছে আমরা পানির উৎস থেকে পানি তুলে ফেলে দিচ্ছি ভাগারে। উদ্বৃত্ত খাদ্য দিয়ে কিছু একটা করা যায় কি না, সে ব্যাপারে এখন সচেতনতা বাড়ছে। ২০১৫ সালে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার অ্যান এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সি ২০৩০ সালের মধ্য খাদ্য নষ্টের মাত্রা ৫০% কমিয়ে আনার লক্ষ্য স্থির করে।

তারই জের ধরে বেশ কিছু বেসরকারি উদ্যোগ সামনে আসে যারা খাদ্য বাঁচানোর কাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের ১০টি স্টেট ও ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া আইন পাশ করে খাদ্য নষ্ট কমিয়ে আনা, কম্পোস্ট সারে রূপান্তর আর খাদ্য ডোনেট করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শ্রমনীতি: পোশাক

(৫ পাতার পর)

কিছু বলতে না পারলেও বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজের এটি আরেক কারণ। ভারত গত বছর কয়েক ধরে বস্ত্র ও পোশাক খাতে যে মাত্রায় বিনিয়োগ করছে, সেই তথ্য আছে বাংলাদেশের এ খাতের বিনিয়োগকারীদের কাছে। শুধু ভারত নয়, বাংলাদেশের গার্মেন্ট খাতের লাগাম টানার বিদেশী মহলের অভাব নেই। সুযোগ পেলে খাবলে ধরে। রানা পাজার মতো দুনিয়া কাঁপানো দালানধসের পর রিটেইল পুঁজিপতিরা অ্যাকর্ড ও আল্যায়েন্স নামে দুটো কারখানা পরিদর্শক গড়ে তুলেছেন, যাদের কাজ হলো গার্মেন্ট কারখানাগুলো আরো পরিবেশবান্ধব করে তোলা। ওই পথেও বাংলাদেশের এ খাতকে কম পরীক্ষা দিতে হয়নি। তাদের মন ভরাতে যে সাধনা করতে হয়েছে, ঝরাতে হয়েছে ঘাম, তার দাম দিচ্ছেন না রিটেইল ক্রেতারা। কাঁচামাল, পরিবহন খরচ কয়েকগুণ বাড়লেও প্রতিযোগিতার কথা বলে পোশাকের দাম ক্রমে কমিয়েছে বিদেশী ক্রেতারা। কিন্তু, ভারতের সাথে তা করে না বা পারে না বিদেশী ক্রেতারা।

বর্তমানে ভারতের দিল্লিতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলওতে কর্মরত সংস্থাটির দক্ষিণ এশিয়ার শ্রম কার্যক্রমবিষয়ক বিশেষজ্ঞ (স্পেশালিস্ট অন ওয়ার্কার অ্যাকটিভিটিস) সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ মনে করেন, যখন কোনো দেশে কর্মপরিবেশ ও শ্রম অধিকার বিষয়ে দুর্বলতা থাকে, তখনই সেখানে বাইরের কেউ এসে কথা বলার সুযোগ পায়। তাই এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে হলে নিজেদের দুর্বলতা নিজেদের দূর করতে হবে। তিনি আরো মনে করেন, শ্রমিকের অধিকারের বিষয়ে প্রকৃত শ্রমিক প্রতিনিধিদের কথা বলার সুযোগ তৈরি করতে হবে। সেখানে বাংলাদেশের বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে। মজুরি দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলনকে যেভাবে মোকাবেলা করা হচ্ছে, তা বহির্বিশ্বে ভালো কোনো বার্তা দিচ্ছে না।

পরিশেষে, শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন, শ্রম অধিকার ও শ্রমিকদের মানসম্মত জীবনযাপন নিশ্চিতের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্মারকের আলোকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী যেহেতু বাংলাদেশের শ্রমিক অধিকারকর্মীর নাম উল্লেখ করেছেন; সেহেতু এটিকে হালকাভাবে নেয়ার সুযোগ নেই। কিসের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নামটি সামনে নিয়ে এলো, তা খতিয়ে দেখতে পুরো স্মারক বিশেষণ করা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, যুক্তরাষ্ট্র যে নীতি গ্রহণ করে, তার পশ্চিমা মিত্ররা অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়াও একই নীতি অনুসরণ করে। তাই দেশের সার্বিক অর্থনীতির স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের এ স্মারক আমলে নিতে হবে।

লেখক: কলামিস্ট

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Since 1994
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC

MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
Microsoft SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB
NoSQL

Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট

সম্পূর্ন স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps | Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning: 9:00 AM To 2:00 PM, Selenium Starting from October 19, 2019
Weekdays Evening: 6:00 PM To 11:00 PM, Selenium Starting from October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning: 9:00 AM To 2:00 PM, Selenium Starting from November 16, 2019
Weekdays Evening: 6:00 PM To 11:00 PM, Selenium Starting from November 26, 2019
www.piit.us

টাইম টিভি-তে থ্যাংকস গিভিং ডে অনুষ্ঠান













ভাগাভাগি ভোট ও জোটের হিসাব

আ. লীগের জোটে নির্বাচনে অংশ নেবে ইসলামী ঐক্যজোট, জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, জেপি, কল্যাণ পার্টি, সাম্যবাদী, তরিকতসহ এক ডজন দল ♦ গুঞ্জন তৃণমূল বিএনপিকে নিয়েও ♦ ৫০ আসনের নিশ্চয়তা চায় জাতীয় পার্টি

ঢাকা ডেস্ক: ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ৩০ নভেম্বর। আওয়ামী লীগে এখন চলছে জোট ও ভোটের হিসাবনিকাশ। ১৪ দলের শরিকরা ইতোমধ্যে নৌকা চেয়ে চিঠি দিয়েছে আওয়ামী লীগকে। তৃণমূল বিএনপিও চায় নৌকায় উঠতে। ইসলামী ঐক্যজোটও ভোট করতে চায় নৌকা প্রতীকে। আওয়ামী লীগের কাছে কমপক্ষে ৭০টি আসনের নিশ্চয়তা চায় জাতীয় পার্টি। কার্যত ভিতরে ভিতরে চলছে ভাগাভাগির ভোট ও জোটের হিসাব।

ইতোমধ্যে দলগতভাবে প্রার্থী বাছাই শুরু করেছে আওয়ামী লীগ। গত ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে দলটি। মনোনয়ন বোর্ডের প্রধান শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বৈঠকে বোর্ডের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৃহস্পতিবার বৈঠক শেষে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বর্তমান সংসদে থাকা অনেক সদস্য বাদ পড়েছেন। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রার্থীকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দলের মনোনয়নে চমক রয়েছে। তবে কতসংখ্যক সংসদ সদস্যকে বাদ দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে মুখ খোলেননি ওবায়দুল কাদের। দলীয় সূত্রমতে, ৩০০ আসনে দলীয় প্রার্থী ঠিক করতে আগামী রবিবার পর্যন্ত এ বৈঠক চলবে। সবকিছু ঠিক থাকলে সোমবার চূড়ান্ত তালিকা তালিকা প্রকাশ করা। আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ডের সদস্য, ১৪ দলের মুখপাত্র ও সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু বলেন, 'আওয়ামী লীগ আগে নিজ দলের প্রার্থী চূড়ান্ত করছে। দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়ার পর জোটসঙ্গীদের নিয়ে বৈঠক করে জোটের প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে।'

নৌকা নিয়ে ভোট করতে চায় ইসলামী ঐক্যজোট : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা নিয়ে ভোট করতে চায় ইসলামী ঐক্যজোট। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির চেয়ারম্যান মিছবাহুর রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। সে অবস্থান আমাদের ধরে রাখতে হবে। এজন্য আমরা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনে অংশ নেব। মিছবাহুর রহমান বলেন, আমাদের দল নির্বাচন কমিশনে এখনো নিবন্ধিত নয়। এ কারণে আমাদের দলীয় প্রতীক নেই। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমাদের দল মহাজোটের অন্যতম অংশীদার ছিল। এর আগে আমাদের দল কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। তবে আওয়ামী লীগ এবং তার দলীয় প্রধানের দুর্দিনে আমরা পাশে ছিলাম, এখনো থাকব। তিনি বলেন, এবার আমরা ৪০-৪৫টি আসন থেকে নির্বাচন করব। এদিকে জল্পনা-কল্পনা চলছে নতুন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল তৃণমূল বিএনপিকে নিয়ে। তারাও নৌকায় উঠতে চান বলে গুঞ্জন রয়েছে।

নৌকায় উঠতে চান জোটসঙ্গীরা: আওয়ামী লীগের জোটসঙ্গীরা নৌকা নিয়ে এবারও নির্বাচনি বৈতরণি পার হতে চান। নির্বাচন কমিশনকে জোটবদ্ধ হয়ে ভোট করার কথাও জানিয়েছে নিবন্ধিত দলগুলো। একইভাবে এ চিঠি আওয়ামী লীগকে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ, জাতীয় পার্টি-জেপি, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল, তরিকত ফেডারেশন, গণতন্ত্রী পার্টি। ১৪-দলীয় জোটে না থাকলেও গত নির্বাচনে বিকল্পধারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনি জোটে ছিল। তারাও নিজ দলের প্রতীকের বাইরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের ব্যানারে নৌকা প্রতীকে ভোট করার কথা ইসিকে জানিয়েছে।

অন্যদিকে জোটের শরিকদের মধ্যে অনিবন্ধিত বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) তিন নেতা ও গণ আজাদী লীগের এক নেতা আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। জোটের সঙ্গে যারা রয়েছেন, তারাও মুখিয়ে আছেন নৌকায় উঠতে। ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, 'আমরা জোটের প্রতীক নৌকা নিয়ে লড়ব। সেজন্য নির্বাচন কমিশন ও আওয়ামী লীগকে চিঠি দিয়েছি। এ ছাড়া দলের নিজস্ব প্রতীক নিয়েও প্রার্থী মাঠে থাকবে।'

জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেন, 'জোটের আসন ভাগাভাগি এখনো শুরু হয়নি। এখন আওয়ামী লীগ প্রার্থী বাছাই করছে। এরপর আমাদের সঙ্গে বৈঠক হবে। সেখানে আমরা আসন ভাগাভাগি নিয়ে কথা বলব।'

তরিকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী বলেন, 'বিগত দিনেও নৌকা নিয়ে লড়েছি। এবারও তাই করব।' তিনি বলেন, 'আমরা ১৫টি আসন চাইব। আওয়ামী লীগ যে আসনগুলো দেবে, সেগুলোয় এবারও নৌকায় ভোট করব। নিজস্ব প্রতীক নিয়েও কেউ ভোট করলে আপত্তি থাকবে না।'

৫০ আসনের নিশ্চয়তা চায় জাতীয় পার্টি : জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনে নির্বাচন করার ঘোষণা দিলেও মূলত আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতা করেই নির্বাচনে অংশ নেবে জাতীয় পার্টি (জাপা)। এজন্য আওয়ামী লীগের কাছ থেকে কমপক্ষে ৫০টি আসন প্রত্যাশা করছে দলটি। এ ৫০ আসনে যাতে আওয়ামী লীগ নৌকা প্রার্থী না দেয় সেজন্য দেনদরবার অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার বনানীতে জাপা চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপের সময় পার্টির মহাসচিব মো. মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, জাতীয় পার্টি ৩০০ আসনেই নিজস্ব লাঙল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করবে। কারণ কোনো জোটে যেতে আমরা নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিইনি। তবে রাজনীতিতে বিভিন্ন কৌশল থাকে। আমরা আমাদের নিজস্ব কৌশল নিয়ে এগিয়ে যাব। জাতীয় পার্টির বিভিন্নস্তরের নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিগত তিন মেয়াদের মতো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে কৌশলগত ঐক্য বা আসন সমঝোতা করেই ভোটে অংশ নেবে জাতীয় পার্টি। তবে দেশে-বিদেশে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে কৌশলের অংশ হিসেবে ৩০০ আসনেই প্রার্থী দেবে দলটি। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগকে তাদের জোটসঙ্গীদের পাশাপাশি জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করতে অন্তত ৭০টি আসনে নৌকা প্রতীক না দেওয়ার জন্য অনুরোধ রয়েছে দলটির পক্ষ থেকে।

নির্ভরযোগ্য সূত্র নিশ্চিত করেছেন, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের প্রত্যাশিত আসন ছাড়া বেগম রওশন এরশাদ, ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মুজিবুল হক চুন্নু, সৈয়দ আবু হোসেন (বাবলা), কাজী ফিরোজ রশীদ, রুহুল আমিন হাওলাদার, শেরিফা কাদের, সাদ এরশাদ, গোলাম কিবরিয়া টিপু, মশিউর রহমান রাঙ্গা, ডা. রুস্তম আলী ফরাজী, লিয়াকত হোসেন খোকা, ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, ফখরুল ইমাম, রত্না আমিন হাওলাদারসহ দলটির বর্তমান ২৩ এমপির আসনে প্রাথমিকভাবে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী না দেওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে আওয়ামী লীগ। এ ছাড়া দেনদরবার শেষে আরও অন্তত ১০-১৫টি আসনও জাতীয় পার্টিকে ছাড়তে পারে ক্ষমতাসীনরা। সব মিলিয়ে আসন্ন নির্বাচনে জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতা করে ৩২ থেকে ৩৫টি আসন ছাড় পেতে পারে। এ ছাড়া আরও ৩০ থেকে ৩৫টি আসন আওয়ামী লীগ তাদের জোটসঙ্গী ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ, তরিকত ফেডারেশন, জাতীয় পার্টি-জেপি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ ও তৃণমূল বিএনপি, নবগঠিত জোট যুক্তফ্রন্ট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া বিএনপি নেতাদের ছাড় দিতে পারে। জানা গেছে, যারা বিগত দুই মেয়াদে সরকারের সহযোগিতা নিয়ে এমপি হয়ে বিএনপি-জামায়াতের কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে সক্রিয় ছিলেন না, তাদের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে আওয়ামী লীগের। অন্যদিকে যেসব এমপি বিগত দুই মেয়াদে লাঙল মার্কায় এমপি নির্বাচিত হয়েও বিএনপি-জামায়াতের বিরুদ্ধে নিজ নিজ এলাকায় রাজপথে সক্রিয় ছিলেন তাদের ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছে আওয়ামী লীগ। এ ছাড়া জাতীয় পার্টি ও অন্য জোট শরিকদের যেসব নেতার নিজ নিজ এলাকায় সাংগঠনিক ভিত মজবুত এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে তাদের ব্যাপারেও ইতিবাচক মনোভাব ক্ষমতাসীন দলটির। সম্প্রতি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া কল্যাণ পার্টি আওয়ামী লীগের কাছে ১১টি আসন চাইবে বলে জানা গেছে। ১৯ নভেম্বর আওয়ামী লীগের দুজন দায়িত্বশীল নেতার সঙ্গে বৈঠক করে দলটি এ চাহিদা জানিয়েছে। পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম পছন্দের তিনটি আসনের কথা জানিয়েছেন।

জাপার মনোনয়নপত্র বিক্রি: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের মধ্যে গতকাল পর্যন্ত ১ হাজার ৭৩৭ জন ফরম সংগ্রহ করেছেন। গত বৃহস্পতিবার ২২৭টি ফরম বিক্রি হয়। আজও ফরম বিতরণ করা হবে। পাশাপাশি চেয়ারম্যানের বনানী কার্যালয়ে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা শুরু হবে।



‘পিপল আপ’ এর উদ্যোগে সম্পাদক ও সাংবাদিকদের মত বিনিময়



ফিলিস্তিন ইসরায়েল যুদ্ধের অবসান জরুরি

অক্টোবর ৩০, ২০২৩। সোমবার। বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার কার্যালয়, ১৪৭-১৪ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্ক -১১৪৩৫



বিশ্বের এক নম্বর শক্তি আমেরিকা। আমরা বাংলাদেশি আমেরিকানরা ফিলিস্তিনী ইসরায়েল ইস্যুটিকে কীভাবে দেখবো, এর একটি সরল দিক রয়েছে। তা হলো, আমরা মুসলিম। ধর্মীয় অনুভূতির জায়গা থেকে আমরা প্রথমত মানবিক, দ্বিতীয়ত প্রতিটি মুসলিম সন্তানের ওপর আঘাত ও নির্যাতন আমাদেরকে স্পর্শ করে। এই পৃথিবীতে সব সন্তানেরই স্বাধীন দেশে বসবাসের অধিকার রয়েছে। তা সে ইসরায়েলেরই হোক বা ফিলিস্তিনের হোক। এই আমেরিকান গণতান্ত্রিক নীতির মধ্যেই প্রত্যেকের স্বাধীন সার্বভৌম জীবন যাপনের অধিকার রয়েছে এবং আমরা আমেরিকান অনেক নেতৃত্বের মধ্যেই সেই অধিকার বাস্তবায়নের তাগিদও লক্ষ করি। আমরা চাই না, কোথাও মানবাধিকার লংঘিত হোক, কোথাও যুদ্ধ পরিস্থিতি বলবৎ থাক, যুদ্ধের নামে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা ও হত্যাযজ্ঞ চলুক। আমরা চাই বিশ্ব নেতৃত্ব আমেরিকার হস্তক্ষেপেই অতীতের মতো এবারও এই মুহূর্তে যুদ্ধ বিরতি হোক, মানুষের মাঝে শান্তি ফিরে আসুক।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, *গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর*
প্রেসিডেন্ট, পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস



আমরা বাংলাদেশের মানুষ যখন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে প্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তখন কিছু কিছু বিষয় আমাদেরকে প্রতিবন্ধকতার মুখে ঠেলে দেয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে বসে বাংলাদেশের রাজনীতি। এটি আমাদের জন্য এখন আর প্রগতির ব্যাপার নয়। এটি আমাদের জন্য অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা।
আমরা যখন এই দেশে থাকি, এই দেশের সুখ দুঃখের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমাদের কর্তব্য। আমরা যদি নিজেরা আলোচনা করে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতাম, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রসর হতে পারা যেত। এই আলোচনাগুলো থেকে মূলধারা রাজনীতিক তথা আমেরিকার বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ গড়ে তোলার ওপর তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমি মনে করি আমেরিকানরা অনেক বেশি সংবেদনশীল। আমরা যদি আমাদের মর্মবেদনা তাদের বোঝাতে সক্ষম হই। অনেকখানি অগ্রসর হতে পারবো।

নাজমুল আহসান, *সম্পাদক, পরিচয়।*



সারা পৃথিবীর জন্যই সময়টি অত্যন্ত সংকটময়। সকল সংকটের যদি শান্তিপূর্ণ সমাধান না হয়, তাহলে গোটা পৃথিবী এক ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়াতে পারবে না। সবাইকেই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। বর্তমান সময়ে বিশ্বের মুসলমানদের যেমন রক্তক্ষরণ হচ্ছে, একইভাবে বাংলাদেশের মানুষেরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমাদের ধর্মের বাইরে যারা তাদেরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে ন্যায়, শান্তি, অগ্রগতি, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের পাক্ষে থাকতে চাই। আমেরিকা যখন এগুলোর পক্ষে কথা বলবে তখন আমরা আমেরিকাকে সমর্থন করি, তখন এগুলোর বিরুদ্ধে যায় তখন বিরোধীতা করি।
বাংলাদেশ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অত্যন্ত খারাপ সময় যাচ্ছে। স্বাধীনতার বায়ান্ন বছর পর বাংলাদেশের মানুষ ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করছে। অধিকার রক্ষার জন্য রাস্তায় নামছে লাখ লাখ মানুষ। এখন গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সামাজিক শৃংখলা, আইনের শাসন কোনো কিছুর ওপরই মানুষের আর আস্থা নেই। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিতে মানুষের নাভিঃশ্বাস উঠে গেছে।

ডা. ওয়াজেদ এ খান, *সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ*



বাংলাদেশের সাংবাদিকরা আজ বিভাজিত। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পর্যন্ত মাইকে বক্তৃতায় বলছে, পিটার হাস তাকে নাকি আগেই বলেছিল ২৮ তারিখে দেশে কী কী ঘটতে যাচ্ছে। সাংবাদিকরা যতটা না সাংবাদিক তার চেয়ে বেশি দলীয় কর্মী। বাংলাদেশের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কিছুদিনের জন্য হলেও একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার অপরিহার্য। লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন কোনোভাবে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত না হয়। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে শুধু নির্বাচনী দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে শাসনভার নয়।
গাজাবাসীর দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাদের আর পিছু হটবার জায়গা নেই। প্যালেস্টাইনীরা যদি তাদের মুক্তির জন্য লড়াই করে আমরা তার বিরোধীতা করতে পারি না। এই আমেরিকাতেই ফিলিস্তিনীদের পক্ষে আন্দোলন বিক্ষোভ হচ্ছে। আমি মনে করি মানবতা ও অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

মনজুর আহমেদ, *প্রধান সম্পাদক, সাপ্তাহিক আজকাল*



যুক্তরাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার দিয়েছে, রাষ্ট্রের যেকোনো ব্যাপারে মতামত দেয়ার। এক্ষেত্রে আমরা যে কোনো পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মতামত রাখতে পারি। কিন্তু প্রয়োজন মানবতা, ধর্মীয় ও জাতীয়তার প্রতি দায়বদ্ধতা রক্ষা করা।

আবু তাহের, *সত্তাধিকারী, টাইম টিভি ইউএসএ*
সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা।



বাংলাদেশে যা চলছে আমি এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করতে পারি না। দেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদ কায়েমের যে প্রক্রিয়া চলছে, তা কায়েম হয়ে যাবে। এখান থেকে ফিরে আসার কোনোই পথ দেখি না।

মঈনুদ্দিন নাসের, *সিনিয়র সাংবাদিক।*



প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিষাক্ত পরিবেশের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এমন একটি মুক্ত আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার জন্য পিপল আপ’কে ধন্যবাদ। বর্তমান বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে মানুষ নানাভাবেই শংকিত ও উৎকণ্ঠিত। এমন পরিস্থিতিতে খোলামেলা মত বিনিময় করে আমরা আমাদের মানসিক শক্তি ও বিবেচনাকে শাণিত করতে পারি।

মনওয়ারুল ইসলাম, *সম্পাদক, নিউ ইয়র্ক কাগজ*

ALEGRA HOME CARE INC. Care With Love Is Humanity www.alegracare.com 888-212-3237 info@alegracare.com
PEOPLE UNITED FOR PROGRESS POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES
Abu Zafar Mahmood 2023 Foundation
জয় বাংলাদেশ JOY BANGLADESH MEDIA INC.
JBTV JOY BANGLADESH TELEVISION
CDPAP SERVICES www.banglacdpap.com 888-212-3237 info@banglacdpap.com

সাহিত্য সাময়িকী

কৃষ্ণপক্ষের প্রগাঢ় তৃষ্ণা

মঈনুস সুলতান

কোন কোন দিন আমার ভেতরে তৈরি হয়
কৃষ্ণপক্ষের প্রগাঢ় তৃষ্ণা,
কোন এক শহরে বেড়াতে গেলে- শুনতে পাই
ইঁদারার ভেতর থেকে উঠে আসছে রোদন,

যখন পারি না যেতে কোথাও
বাড়ে না পরিধি, পরিব্যপ্ত হয় না ভ্রমণ,
ভদ্রাসনের সিঁড়িগুলো ডুবে যেতে থাকে
ধাপে ধাপে মনসুনের মগ্ন সয়লাবে,
শাপলা-শালুক নিদ্রা ভেঙ্গে জেগে ওঠে পাললিক খোয়াবে ।

যখন আমার- থাকে না করার তেমন কিছু
পালতোলা পর্তুগীজ জাহাজ পাড়ি দেয় মালাক্কা প্রণালী,
সুমাত্রার টেরাসে টেরাসে অজস্র শতাব্দী জুড়ে
কারা যেন ফলাচ্ছে শিশিরের সোনালু আভায় জারিত রূপশ-
ালী;

কত কিছু ঘটে যায় নিরলে
কেউ ভাবে না- কই হবে কার- অবশেষে কিবা পরিণাম,
রাইন উপত্যকায় ক্যাসোলের ছায়া ভাসে স্রোতে
চীনামাটির পেয়ালায় উষ্ণজলে ফুটে ওঠে ক্রিসেন্থিমাম ।

বেঁচে উঠি মৃত্যু নিয়ে

এম এ রহমান

মাঝে মাঝে আচানক, কেন মনে হয়-মরে গেছি
মরে গিয়ে বেঁচে উঠি-মৃত্যুর ভিতর, প্রাণ নিয়ে
এ জীবন, বেঁচে থাকা-আজকাল শাস্তি মনে হয়
যেন অজস্র মৃত্যুকে কাঁধে নিয়ে মৃত্যু দিকে যাই!
প্রতি জন্মের ভেতর গোলাপের গন্ধ লিখে রাখি
চোখ দুটো খুলে নিয়ে পায়ের শিয়রে রেখে হাঁটি
নরোম দূর্বার বুকে হৃদয়কে রেখে মাটি হই
শিশিরের জলে মুখ রাখি হাসোজ্জ্বল প্রতিভোরে!

অথচ প্রতিটি জন্মে করুণ মৃত্যুর জয়গান
জীবনের প্রতিলুপে ভালোবাসা এক কারাগার
মায়ার করাতকলে কেটে ফেলে প্রতিটি জীবন
মানুষের হাতে হাতে দেখি বিচ্ছিন্ন আমির দেহ!

মাঝে মাঝে আচানক, কেন মনে হয়-মরে গেছি
যাপনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মানুষেরা বিচ্ছু-সাপ, অগ্নি
এ জীবন, বেঁচে থাকা-তবে কোন জনমের শাস্তি?
তবুও প্রিয় খাবার-ভালোবাসা, মানুষ হৃদয়!

দায়ভার

এইচ বি রিতা

গাড়ি ছুটছে আশিমাইল বেগে
ছুটছি আমিও দায়বদ্ধ জীবনের খোঁজে
এ যাত্রা পাশ কাটিয়ে যায় বয়সহীন পর্বতটির,
যে স্থির দাঁড়িয়ে আছে সময়ের স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে ।

পর্বতটি দাঁড়িয়ে আছে উঁচু থেকে উচ্চতায়
আকাশকে চুমু দিবে বলে
শূন্যতা ঘিরে রেখেছে চারপাশ, সাদা চাদর তলে
ভীষণ ফাকা
অদৃশ্য ফাটল
একাকী জীবন
যেখানে কেবল ঈগল উড়ে বেড়ায় স্বাধীনতা নিয়ে ।

তার প্রাচীন আত্মা সময়-আবহাওয়ায় ক্ষতবিক্ষত হয়
তবু তুষার-ঢাকা মুকুটে ধরে রাখে: উদ্ভিদ এবং বন্যপশু ।

একরঙ

হাশিম কিয়াম

আগামী ভোরের পালক তিলাঘুঘুর শরীরে লাগিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছো
তামাদি গল্পের আকাশে, ইকারুসের ডানার মোম গলে পড়ছে টগবগে রোদের
আঁচে, বুকের মাঝারে লুকানো মুখগুলো সংকেত পাঠাচ্ছে তারাদের দিকে,
সাংকেতিক ভাষা আলোর কাগজে লিখে তোমাকে পাঠাচ্ছে
একটা তারা, চোখের তারায় নাচরত
সুন্দরীদের কসমেটিকের ঝাঁঝে অজ্ঞান পড়ে আছো
ধুলোর নদীতে... জ্ঞান ফিরলে, ধুলোর মূল্য আলো দিয়ে পরিশোধ
করা যায় কি না ভাবতেই তুমিও ধুলোর নদী হয়ে গল্পের আকাশের
দিকে বয়ে গেলে, তোমার মগজে ঘুরপাক খাওয়া মহাবিশ্ব ধুলোয়
ডুবে গেলো, অন্ধকার কেড়ে নিলো চোখের আলো...এদিকে
কাদামাটির সংসারে মানুষ দুখ জুড়ে জুড়ে প্রেমের লাঙলে চাষ করছে
একরঙা জীবন... একটা দেয়ালবিহীন পৃথিবীর প্রত্যাশায় আত্মহত্যা
করছে লাল জলে ডোবানো অহম...

বাজিকর-ই চ্যাম্পিয়ন হবে

হিলারী হিটলার আভী

শোণিতের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে
এ হেঁটে চলাকে রক্ত-বুনন বলা যাবে না
এটাকে আত্মার আত্মঘাতী রক্তক্ষরণ বলাই শ্রেয়
রক্ত-বুনন হয় মনন হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের বিনিময়ে!

নখর থাবা দিয়ে খামচে ধরছে কৌশিকনালীর কুন্ডলীকে
মৃগয়া আত্মাগুলো কোড়া কাগজের মতো পিষ্ট হচ্ছে
অকালে ঝরছে আশাবাদী হৃদয়গুলো!

বাজিকরের হাতেই বান্দি গোলাম সাহেব এমনকি টেক্কা
বেনিয়াট্রামকার্ডের কথা বাদ দাও
কলব্রীজে মাত্র আট ঘণ্টার ব্যবধানে বাজিকর-ই চ্যাম্পিয়ন হবে!

রেফারি আজীবন সিংহ হয়ে থাকতে চাবে
কিন্তু জারজ-বীণের নেপথ্যের কলরেটে রেফারি কিছু সময়ের জন্যে
নিজের আত্মার কথা ভেবেই আত্মঘাতী গাধা বনে যাবে!

আজব আঁধার

শাহানাজ শিউলী

পৃথিবীর বুকে এক আজব আঁধার নেমে এসেছে
তার আর্তিগুলো অবহেলার পদতলে পিষ্ট,
সাঁঝের আলো তীব্র দীর্ঘশ্বাসে পুড়তে থাকে ।
আলোর সমাধি আঁধারের বুক চিরে ।
প্রত্যুষ রবি মুখ ঢাকে লজ্জায় নেকাবে
সন্ধ্যা তারার পিছনে সে দাঁড়িয়ে থাকে
ব্যথিত আঁখিতে,
আলো-কে আজকাল বেগানা মনে হয়
তার চক্ষুতে পৌঢ়ত্বের ছাপ
আঁধারে পোড়ে আলোর দিপালী
তার ভেতর পোড়ে বাহির পোড়ে
যেন অগ্নিদগ্ধ চিতা ।
বেঁচে আছে অন্ধ, বধির হয়
শরীর মোড়ানো আঁধারের বোরকায় ।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549





লাইভ শো চলাকালীন মারা গেলেন অভিনেত্রী

বিনোদন ডেস্ক: চলছিল সরাসরি অনুষ্ঠান, সেই সময় ইউক্রেনের ভয়াবহ হামলা হয়। এতে নিহত হয়েছেন পলিনা মেনশিখ (৪০) নামে এক রাশিয়ান অভিনেত্রী। পূর্ব ইউক্রেনের রাশিয়ানিয়ন্ত্রিত এলাকায় ইউক্রেনীয় হামলায় পলিনা প্রাণ হারান। যে থিয়েটারে পলিনা কাজ করতেন, তারা নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মঞ্চে পারফরম করার সময় তিনি নিহত হয়েছেন। খবর রয়টার্সের।

রয়টার্স ঘটনার বিশদ বিবরণ যাচাই করতে পারেনি, তবে উভয়পক্ষের সামরিক কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, ১৯ নভেম্বর ওই এলাকায় ইউক্রেনীয় হামলা হয়েছে।

'স্কুইড গেম: দ্য চ্যালেঞ্জ' কি দ্বিতীয় সিজন? 'স্কুইড গেম: দ্য চ্যালেঞ্জ' কি দ্বিতীয় সিজন?

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের উদ্ধৃতি দিয়ে রাশিয়ার একজন সামরিক তদন্তকারী বলেন, ইউক্রেনের সেনারা ফ্রন্টলাইন থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে দোনেৎস্ক অঞ্চলের কুমাচোভো নামে পরিচিত একটি গ্রামে হাইমার্স ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বারা একটি স্কুল এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে।

এদিকে আরেকটি সূত্র বলছে, হামলার আগে মঞ্চে গাইছিলেন পলিনা মেনশিখ। রুশপন্থি টেলিগ্রাম চ্যানেলের অযাচাইকৃত ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, রুশ সামরিক বাহিনী তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও আর্টিলারি বাহিনী উদযাপন করছে। সেখানে সেনাদের সঙ্গে গিটার নিয়ে গান গাইছেন মেনশিখ। গানের মাঝামাঝি বিল্ডিংটি হঠাৎ একটি বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে এবং লাইট নিভে যাওয়ার আগে জানালা ভেঙে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়।

আমি স্বপ্নে দেখেছি প্রধানমন্ত্রী আমাকে কিছু একটা দিচ্ছেন : সিমলা



বিনোদন ডেস্ক: হঠাৎ করে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র কেনাকে কেন্দ্র করে আলোচনায় এসেছেন ঢাকাই সিনেমার এক সময়ের জনপ্রিয় নায়িকা সিমলা। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী তাকে মনোনয়ন দিয়েছেন। সিমলা ঝিনাদহ-১ আসন থেকে নির্বাচন করতে চান সিমলা।

সিমলা বলেন, আমি জানি যদিও জানি কথাটা হাস্যকর হবে। তারপরেও বলি, স্বপ্নে তো আমরা অনেক কিছুই দেখি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার অনেকবারই দেখা হয়েছে। কিছুদিন আগের কথা আমি স্বপ্নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছি, তিনি আমাকে কিছু একটা দিচ্ছেন। আমার মনে হয় সেই স্বপ্নটাই বাস্তব হতে যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে মনোনয়ন দেবেন।

১৯৯৯ সালে শহীদুল ইসলাম খোকন পরিচালনায় ম্যাডাম ফুলি সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করেন এ নায়িকা। এ সিনেমায় সিমলা ও ফুলি দুটি চরিত্রে অভিনয় করে তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। তিনিই প্রথম অভিনেত্রী যিনি তার প্রথম সিনেমায় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।

'নোবেলকে বিয়ে করিনি, আমি এখনো নাদিমের স্ত্রী'

বিনোদন ডেস্ক: হঠাৎ করেই সংগীতশিল্পী মাইনুল আহসান নোবেলের আইডিতে দেখা যায় আরশিকে বিয়ের দাবি করা একটি পোস্ট। সেখানে দুজনের অন্তরঙ্গ কিছু ছবি নিয়ে আলোচিত তরুণী ফারজান আরশি বলেন, নোবেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। আমি এখনো নাদিম আহমেদের স্ত্রী। গত ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বিকালে এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে আরশি লিখেছেন, আজকে লাইভে এসে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেব ইনশাআল্লাহ। নোবেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি বা কোনো সম্পর্কও নেই।



নোবেলের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে ফারজান আরশি লেখেন- নোবেলের স্ত্রী সালসাবিল আপু নিজেই বিষয়গুলো পরিষ্কার করে দিয়েছেন; যা আপনারা বিভিন্ন নিউজে দেখতে পেয়েছেন। আমি যদি নিজের ইচ্ছায় নোবেলের কাছে চলে আসতাম তাহলে স্বামীর সঙ্গে থাকা সব ছবি-ভিডিও ডিলিট করে দিয়েই যেতাম। আরশি আরও লেখেন, আমি বাসা থেকে এক কাপড়ে বের হয়েছিলাম- নোবেলের সঙ্গে দেখা করে চলে আসব। আমার সঙ্গে এক বান্ধবীও ছিল। অনেক ব্যাপার আছে যেটা আপনারা জানেন না। তাই দয়া করে কোনো উল্টাপাল্টা সংবাদ করবেন না।

বর্তমানে নিজ বাসায় আছেন জানিয়ে আরশি বলেন, আমি নিজের বাড়ি খুলনাতেই আছি। একটু সুস্থ হয়ে আজকেই লাইভে এসে সব বিষয় পরিষ্কার করব। নোবেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। আমি এখনো নাদিম আহমেদের স্ত্রী। দয়া করে আমাকে সবাই একটু সময় দিন।

সবশেষে আরশি লেখেন- যারা আমাকে চেনেন তারা অন্তত বুঝবেন। দুই দিন আগে আমি আমার স্বামীকে নিয়ে ছবি তুলে পোস্ট করলাম, দুই দিনে এমন কী হলো সেটাই আমাকে বলতে দেবেন। যদি যাওয়ার ইচ্ছাই থাকত তাহলে সবকিছু ডিলিট করে দিয়ে যেতাম।

এর আগে গত ২২ নভেম্বর বুধবার রাতে এক ভিডিও বার্তায় আরশির স্বামী নাদিম আহমেদ বলেন, তার স্ত্রীর প্রতারণার শিকার হয়েছেন তিনি। তবুও চেষ্টা করেছেন স্ত্রীকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনার।

নাদিম একজন ফুড ব্লগার। খুলনাতেই বেড়ে ওঠা তার। দীর্ঘদিনের সম্পর্কের পর দুই বছর আগে ফারজান আরশিকে বিয়ে করেছিলেন। গত আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্তও স্ত্রীকে নিয়ে সুখের সংসার ছিল; কিন্তু হঠাৎ করেই নাদিম তার স্ত্রীকে গায়ক নোবেলের সঙ্গে আবিষ্কার করেন। বিষয়টি ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন এই যুবক নিজেই। এ সময় অনবরত কাঁদতে দেখা যায় তাকে।

নাদিম ভিডিওর শুরুতে বলেন, এত বছর সে আমার সঙ্গে, আমি কখনো কল্পনাও করি নাই আমার স্ত্রী এমন কিছু করবে। আমি কিছুই জানতাম না। আমার স্ত্রী আমাকে নিয়ে পোস্ট দিচ্ছে, স্টোরি দিচ্ছে, সবকিছুই ভালোই যাচ্ছিল। সুতরাং এমন কিছু ঘটছে সেই সন্দেহ করারও সুযোগ ছিল না। হঠাৎ করেই একদিন দেখলাম গায়ক নোবেল একটা প্রোফাইল পিকচার দিয়েছে। যেখানে তার সঙ্গে আমার স্ত্রী। আমি কোনোভাবেই এটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মেনে নিতে পারছিলাম না।

নাদিম আরও বলেন, এরপর হঠাৎ করেই দেখি নোবেলের আইডিতে আরশিকে বিয়ের দাবি করা একটি পোস্ট। এটা আমার জন্য মেনে নেওয়ার মতো ছিল না। আমি নোবেলের বাড়িতে পুলিশ নিয়ে যাই। এ সময় আরশির বাবা-ভাই আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিল। সেখানে গিয়ে দেখি তারা দুজনেই নেশায় আসক্ত হয়ে আছেন। তবুও চেষ্টা করেছি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার; কিন্তু পুলিশের কাছে জবানবন্দিতে আরশি জানান, সে আমার কাছে ফিরতে চান না।

কান্নারত অবস্থায় নাদিম বলেন, সবাই জানেন আমি সবসময় আরশিকে উপরে ওঠানোর চেষ্টা করেছি; কিন্তু আজকে আমি হেরে গেছি। যার যায় শুধু সে-ই বোঝে। আমি আমার স্ত্রীকে ফেরত আনার জন্য শেষ চেষ্টাও করেছি। হয়তো অন্য কোনো ছেলে থাকলে সেটাও করতো না কিন্তু আমি করেছি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, যেন সবকিছু দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারি।

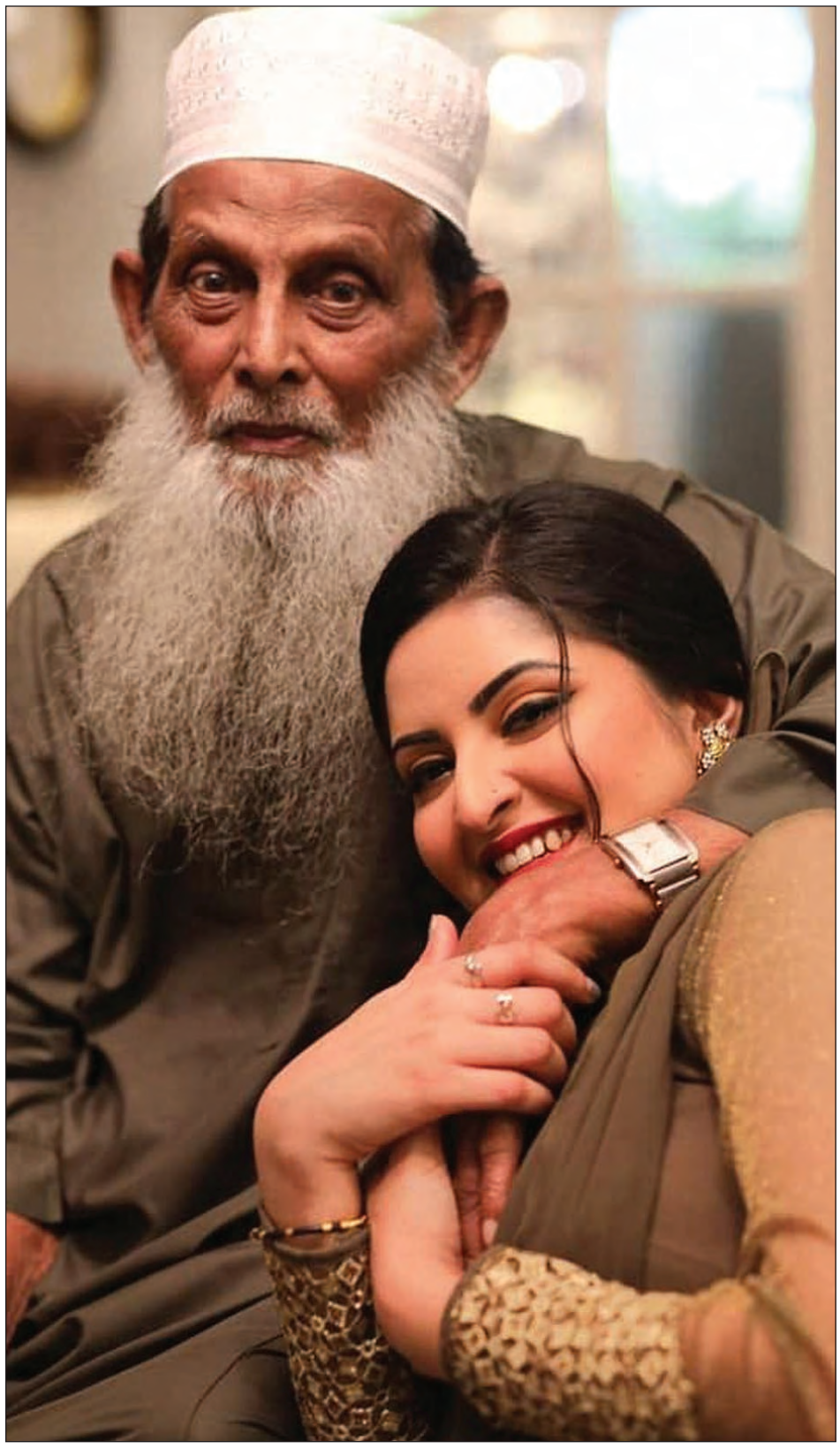


ডিপফেক ছবি, ভুয়া অ্যাকাউন্ট, দ্রুত ব্যবস্থা চান শচীনকন্যা

বিনোদন ডেস্ক: ভারতীয় ক্রিকেটার শুভমান গিলের সঙ্গে সারাকে জড়িয়ে বিভিন্ন পোস্ট সামাজিকমাধ্যম এক্সে দেখা যায়। সারার নামে একাধিক অ্যাকাউন্টও এক্সে রয়েছে। সেই সব ভুয়া বলে জানিয়েছেন শচীন টেন্ডুলকারের মেয়ে সারা টেন্ডুলকার। সারা টেন্ডুলকার জানিয়ে দিলেন যে, এক্সে তার কোনো অ্যাকাউন্ট নেই। সারার নাম এবং ছবি দিয়ে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। বুধবার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে সারা জানালেন, সামাজিকমাধ্যমে তার 'ডিপফেক' ছবি তৈরি করা হচ্ছে; যা নিয়ে বিরক্ত তিনি।

ইনস্টাগ্রামে সারা লেখেন- সমাজমাধ্যম অসাধারণ একটা জায়গা। সেখানে আমরা নিজের আনন্দ, দুঃখ এবং প্রতিদিনের সব কিছু ভাগ করে নিই; কিন্তু সেখানে প্রযুক্তির অপব্যবহার করে সত্যিকে পাল্টে দেওয়া হচ্ছে; যা ইন্টারনেটের কোনো পোস্টের সত্যতার ওপর প্রশ্ন তৈরি করছে। তিনি লেখেন- আমি এমন কিছু 'ডিপফেক' ছবি দেখেছি, যার সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক নেই। এক্সে আমার নাম এবং ছবি ব্যবহার করে এমন কিছু অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষকে ভুল তথ্য দিচ্ছে।

ভারতীয় ক্রিকেটার শুভমান গিলের সঙ্গে সারাকে জড়িয়ে বিভিন্ন পোস্ট এক্সে দেখা যায়। সারার নামে একাধিক অ্যাকাউন্টও এক্সে রয়েছে। বিশ্বকাপের মাঝে একটি ছবি সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। সেখানে দেখা যায়, শুভমানকে জড়িয়ে রয়েছেন সারা। পরে জানা গেছে, সারার ভাই অর্জুনকে জড়িয়ে ছিলেন সারা; কিন্তু সেই ছবিতে অর্জুনের জায়গায় শুভমানের মুখ বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এসব কিছুর বিরুদ্ধে মুখ খুললেন সারা।





নানার মৃত্যুতে দিশেহারা পরীমনি

বিনোদন ডেস্ক: যারা চিত্রনায়িকা পরীমনিকে চেনেন, তাঁরা এই নায়িকার শতবর্ষী নানা শামসুল হক গাজী সম্পর্কেও জানেন। এই নানাই ছিল তাঁর শক্তি, সাহস, চলার পথের অনুপ্রেরণা। যেকোনো বিপদ-আপদে নানাই ছিলেন তাঁর একমাত্র আস্থার জায়গা। সেই নানা গেল বেশ কিছুদিন ধরে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎস-াধীন ছিলেন। কিছুটা সুস্থ হলে বাসায় নিয়ে আসতেন। কিন্তু এবার চিরদিনের জন্য পরীমনিকে ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর নানা।

গত ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান শামসুল হক গাজী। পরীমনির নানার মৃত্যুসংবাদ নিশ্চিত করেছেন তাঁর ব্যবস্থাপক তুরান মুনসি।

পরীমনি তাঁর নানা শামসুল হক গাজীর মরদেহবাহী অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ার উদ্দেশে রওনা করেছেন। সকাল নয়টার সময় যখন কথা হয়, তখন তাঁরা বরিশালে পৌঁছান। জানা গেছে, ভান্ডারিয়ায় নানির কবরের পাশেই সমাহিত করা হবে নানা শামসুল হক গাজীকে।

নানাকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর থেকেই পরীমনি ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন। ছোটবেলায় মায়ের মৃত্যুর পর পরীমনির বাবাও মারা যান। এর পর থেকেই নানার কাছে বেড়ে উঠেছেন তিনি। পিরোজপুর থেকে ঢাকায় এসে একসময় বিনোদন অঙ্গনে কাজ শুরু করেন পরীমনি। এ সময়েও তাঁর একমাত্র অভিভাবক ছিলেন নানা।

কদিন আগে হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালে নানাকে নিয়ে পরীমনি প্রথম আলোর এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, 'নানার এখন যে অবস্থা, কখন যে কী ঘটে যায়, বলা যায় না। আমি আসলে ভাবতেই পারছি না। নানা না থাকলে আমার যে কী হবে। কীভাবে থাকব আমি!'

চয়নিকা চৌধুরী বললেন, 'পরীমনি কী হারিয়েছে, তা শুধু সে-ই জানে। এই নানা তাঁর জীবনের কী ছিল, তা আমরা দেখেছি। মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে আছে পরীমনি। জানি না, এই শোক সইবে কী করে পরী।'



চট্টগ্রামে ভোটের সমীকরণ

দশ এমপির পথের কাঁটা ১০ উপজেলা চেয়ারম্যান

ঢাকা ডেস্ক: সীতাকুন্ড উপজেলার চেয়ারম্যান এস এম আল মামুন এবার এমপি হতে চান। তাই পদত্যাগ করে নিয়েছেন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম। সীতাকুন্ডের তিনবারের প্রয়াত সংসদ সদস্য আবুল কাশেম মাস্টারের ছেলে তিনি। ছিলেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবলীগের সভাপতি। একই পথ ধরেছেন চট্টগ্রাম বিভাগের ১০ উপজেলার চেয়ারম্যান। পদত্যাগ করে আসন্ন সংসদ নির্বাচনে নৌকার প্রার্থী হতে তারা মনোনয়ন ফরম কিনেছেন। উপজেলা চেয়ারম্যানদের এমন সিদ্ধান্তে উদ্বিগ্ন ১০টি আসনের বর্তমান এমপিরা। কারণ এই উপজেলা চেয়ারম্যানরা মনোনয়ন না পেলে ভোটের মাঠে বর্তমান এমপির পক্ষে কতটা সক্রিয় থাকবেন তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। শুধু তাই নয়, মনোনয়ন না পেলে কেউ কেউ স্বতন্ত্র প্রার্থীও হতে পারেন। সমকালের কাছে তারা এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। সব মিলিয়ে চট্টগ্রামে রাজনীতির সমীকরণ কঠিন করে তুলেছেন পদত্যাগী এই উপজেলা চেয়ারম্যানরা।

মনোনয়নপ্রত্যাশী এস এম আল মামুন বলেন, 'সীতাকুন্ডে গত দুই মেয়াদে দিদারুল আলম নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হলেও তিনি দলের লোক ছিলেন না। জীবনে কখনও ছাত্রলীগ, যুবলীগ বা আওয়ামী লীগ করেননি। তিনি মূলত ব্যবসায়ী। একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি এমপি হওয়ায় দলের নেতাকর্মীরা হতাশ। তাই এবার আমি মনোনয়ন ফরম নিয়েছি। আশা করি, দল নেতাকর্মীর আশার মূল্যায়ন করবে।' মনোনয়ন না পেলে কি স্বতন্ত্র প্রার্থী হবেন–এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'আমি এবার সবকিছু ছেড়ে এসেছি। সময় বলে দেবে কখন কী করব।'

পদত্যাগ করে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহকারী আরেক উপজেলা চেয়ারম্যান হলেন বাঁশখালীর চৌধুরী মোহাম্মদ গালিব সাদলী। বর্তমান এমপি মোস্তাফিজুর রহমানকে চ্যালেঞ্জ করে তিনিও নিয়েছেন মনোনয়ন ফরম। চৌধুরী মোহাম্মদ গালিব বলেন, 'বর্তমান এমপি নানা কারণে বিতর্কিত। জনগণ এখন পরিবর্তন চায়। দলের সভাপতি যদি আস্থা রাখেন আমি তার প্রতিদান দেব।'

বাঁশখালীতে ২০১৪ ও ২০১৮ সালে দুই দফায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী। দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে নিয়ে 'অশালীন' মন্তব্য, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে 'আপত্তিকর' বক্তব্য, মানববন্ধনে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর হামলা, বিরোধী নেতাকর্মীকে দমনপীড়ন এবং অস্ত্র নিয়ে মিছিল করার ঘটনায় তিনি বেশ সমালোচিত। তারপরও বাঁশখালীতে রয়েছে তাঁর শক্ত অবস্থান।

অভিন্ন চিত্র সাতকানিয়া-লোহাগাড়া আসনেও। সাতকানিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ মোতালেব পদত্যাগ ও দলের মনোনয়ন ফরম কিনে বর্তমান এমপি আবু রেজা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন নদভীর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। এক সময় দু'জনের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলেও এখন তারা প্রতিপক্ষ। কোনো অনুষ্ঠানে এমপি থাকলে সেখানে থাকেন না উপজেলা চেয়ারম্যান। তাই বর্তমান এমপি মনোনয়ন পেলে এম এ মোতালেব তাঁর পক্ষে কাজ করবেন কিনা তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্দেহ।

এম এ মোতালেব বলেন, 'বর্তমান এমপি আওয়ামী লীগের কেউ নন। তিনি কখনও আওয়ামী লীগের কোনো পদে ছিলেন না। উড়ে এসে জুড়ে বসা এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আছে নানা অভিযোগ। তাই মানুষ এবার পরিবর্তন চায়। সে জন্য মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছি।'

একই পথে হাঁটছেন পটিয়ার উপজেলা চেয়ারম্যান ও উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোতাহেরুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন বর্তমান এমপি শামসুল হক চৌধুরীকে। মোতাহেরুল ইসলাম বলেন, 'দলকে জীবনের সুবর্ণ সময় দিয়েছি। এখন শেষ বয়সে পৌঁছে গেছি। আশা করি দল সুযোগ দেবে। যদি সুযোগ পাই যোগ্য প্রতিদান দেব।'

সোহেল সরওয়ার কাজল রামু উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। রামু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিও তিনি। কক্সবাজার-৩ (সদর-রামু-ঈদগাঁও) আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল তাঁর ছোট ভাই। সোহেল সরওয়ার নৌকার প্রার্থী হতে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে সভা-সমাবেশ করছেন। ব্যানার-পোস্টারে প্রচারণা চালাচ্ছেন। পদত্যাগী এই উপজেলা চেয়ারম্যান বলেন, 'দল যদি মনোনয়ন দেয় এমপি নির্বাচন করব।'

চাঁদপুর -৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনে ফরিদগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ও চাঁদপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম রোমান এবার আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চান। একইভাবে চাঁদপুর-৫ আসনে (হাজীগঞ্জ ও শাহরাস্তি) হাজীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী মাঈনুদ্দিন চাচ্ছেন নৌকার টিকিট। ফরিদগঞ্জে পদত্যাগকারী উপজেলা চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলাম রোমান বলেন, 'আমি তৃণমূলের রাজনৈতিক যোদ্ধা। দীর্ঘ সময় দলের প্রয়োজনে কাজ করছি। গতবারও মনোনয়ন ফরম কিনেছিলাম। এবার আমি শতভাগ বিশ্বাসী, দল আমাকে মূল্যায়ন করবে। তবে দলের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাব।'

মনোনয়নপ্রত্যাশী উপজেলা চেয়ারম্যান গাজী মাঈনুদ্দিন বলেন, 'প্রার্থী হতেই পদত্যাগ করেছি।' মনোনয়ন না পেলে কি স্বতন্ত্র প্রার্থী হবেন–এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এ কথা বলার সময় এখনও আসেনি। যেহেতু নৌকা চেয়েছি, আশা করি তা নিয়েই নির্বাচন করব।'

কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলা চেয়ারম্যান মো. আবুল কালাম আজাদ, চৌদ্দগ্রামের উপজেলা চেয়ারম্যান আবদুস সোবহান ভূঁইয়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের উপজেলা চেয়ারম্যান ফিরোজুর রহমানও পদত্যাগ করেছেন। তারা আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক শাহিনা সুলতানা বলেন, 'চট্টগ্রাম বিভাগের ১০ জন উপজেলা চেয়ারম্যান পদত্যাগের আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। আমরা এগুলো স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পাঠাব। পদত্যাগপত্র গৃহীত হলে তাদের পদ শূন্য ঘোষণা করা হবে।'

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন

প্রার্থী হলে পদমর্যাদা ব্যবহার নিষিদ্ধ মেয়র ও চেয়ারম্যানের

ঢাকা ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হলে স্থানীয় সরকারের কোনো সুযোগ-সুবিধা দূরের কথা, মেয়র চেয়ারম্যানের পদমর্যাদাও ব্যবহার করতে পারবেন না তারা। স্থানীয় সরকার বিভাগ দেশের সব মেয়র, চেয়ারম্যানকে এমন নির্দেশনা দিয়ে নির্বাহী আদেশ জারি করেছে। এর অনুলিপি পাঠানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনেও।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহাম্মদ ইবরাহিম সম্প্রতি নির্বাহী আদেশটি জারি করেছেন। এতে ১০টি নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য বলা হয়েছে। একই সাথে নির্দেশনা অমান্য করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ারও হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে। নির্দেশনাগুলো হলো- স্ব স্ব এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সময়ে সময়ে যেসব আদেশ/নির্দেশ জারি করেছে কিংবা করবে তা প্রতিপালন, নির্বাচনী মিছিল, সভা ও প্রচারণা যাতে অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও বিধি অনুযায়ী হয় সে দিকে লক্ষ রাখা, কোনো নির্বাচনী অফিস বা প্রতীক বা পোস্টার নষ্ট করার যেকোনো প্রচেষ্টা রোধে সামাজিক প্রতিরোধ গঠনে সহায়তা করা।

এ ছাড়া সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ কিংবা ইউনিয়ন পরিষদে এমন কোনো উন্নয়ন স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন না; যা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো ভোট প্রাপ্তিতে বা প্রচারণার পক্ষে ব্যবহৃত হতে পারে। সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ কিংবা ইউনিয়ন পরিষদের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অনুদান বা অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে না যা কোনো প্রার্থীর ভোট প্রাপ্তি বা প্রচারণার কাজে প্রভাব বিস্তার করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কোনো অফিস, যানবাহন এবং অন্যান্য সম্পত্তি কোনো প্রার্থীর নির্বাচন বা প্রচারণার কাজে কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবে না। মাশুল পরিশোধ করেও ব্যক্তিগত কাজে কোনো যানবাহন ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া যাবে না। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা কোনো প্রার্থীর নির্বাচনী কাজে বা প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ভোটকেন্দ্র নির্মাণসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সব কাজে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহায়তা প্রয়োজন হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তা প্রদান করবে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের পদমর্যাদা, সরকারি সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি কোনো প্রার্থীর নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

সংসদ নির্বাচন করতে জমি বেচে মনোনয়নপত্র তুললেন চৌকিদার এসকেন আলী

ঢাকা ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র তুলেছেন এসকেন আলী (৪৪) নামের এক ব্যক্তি। তিনি লালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চৌকিদার হিসেবে কর্মরত। সংসদ সদস্য পদে এসকেন আলীর মনোনয়নপত্র সংগ্রহের তথ্য নিশ্চিত করেন লালপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীমা সুলতানা। চৌকিদার পদে থেকে তিনি নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন কি না, তা জানতে চাইলে ইউএনও বলেন, এসকেন আলী মনোনয়নপত্র দাখিল করলে বিষয়টি রিটার্নিং কর্মকর্তা বিবেচনা করবেন।

এসকেন আলী উপজেলার বালিতিতা ইসলামপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বলেন, তিনি গত বুধবার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র কিনেছেন। ৩০ নভেম্বরের মধ্যেই যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন তিনি। এর আগে লালপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য পদে দুবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এসকেন আলী। একবার তৃতীয় হয়েছিলেন। এ ছাড়া একবার উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য পোস্টার ছাপিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করতে পারেননি বলে জানান এসকেন।



২৭ বছর ধরে চৌকিদারি করছেন উল্লেখ করে এসকেন আলী বলেন, 'একবারের জন্য হলেও আমি এমপি (সংসদ সদস্য) নির্বাচন করব। আল্লাহ চাইলে এমপি হয়েও যেতে পারি। আমার সঙ্গে লালপুর-বাগাতিপাড়া উপজেলার ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদে কয়েক শ সহকর্মী চৌকিদার আছেন। তাঁরা ও তাঁদের পরিবারপরিজন আমার কর্মী। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আমি নির্বাচনে লড়ব। এখন অনেক ভোটার রাজনীতি পছন্দ করেন না। তাঁরা আমাকে ভোট দিবেন।'

সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র কেনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার খরচের বিষয়ে জানতে চাইলে এসকেন আলী বলেন, 'আমার অল্প কিছু জমি রয়েছে। সেখান থেকে এক কাঠা জমি আড়াই লাখ টাকায় বিক্রি করেছি। মনোনয়নপত্র কেনাসহ এখন পর্যন্ত ৩৬ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। যা অবশিষ্ট আছে, তা দিয়ে পোস্টার ছাপাব ও মাইকিং করব।'

নির্বাচনে প্রভাবশালী প্রার্থীদের মোকাবিলার বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে এসকেন আলী বলেন, 'আমি তো গরিব মানুষ। সবাই এটা জানে। মানুষ আমাকে ভোট দেবেন ভালোবেসে। তাই আমি ক্ষমতাধর প্রার্থীদের নিয়ে ভাবছি না।'

লালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, তিনি ঢাকায় রয়েছেন। লালপুরের ইউএনও ফোন করে তাঁকে এসকেন আলী চৌকিদারের মনোনয়নপত্র সংগ্রহের বিষয়টি জানিয়েছেন। এ খবর শুনে তিনি চমকে গেছেন, তবে বিরক্ত হননি। কারণ, দেশের প্রতিটি যোগ্য নাগরিকের সংসদ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার আছে।

উল্লেখ্য, নাটোর-১ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগের শহিদুল ইসলাম

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized IRS e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member : naea NYSSEA e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER



প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&i, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সীমান্তে কঠোর ইউরোপ

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ নভেম্বর : ইউরোপে অভিবাসী সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। মহাদেশে অভিবাসীদের বৈধ ও অবৈধ প্রবেশ বৃদ্ধি ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি মোকাবিলায় তৎপর হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। 'শেষ অবলম্বন হিসাবে' ইইউ সদস্য দেশগুলো অস্থায়ীভাবে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ পুনরায় চালু করার পদক্ষেপ নিয়েছে। বর্তমানে শেনজেনের নিয়মগুলোকে (ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সীমান্তে পাসপোর্ট ও অন্যান্য সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ বাতিলকরণ) অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বা জননিরাপত্তা নীতির জন্য গুরুতর হুমকি হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স।



অস্ট্রিয়া

চলতি বছরের অক্টোবরে চেক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে অস্ট্রিয়া তার সীমান্তে তল্লাশি ও যাচাই-বাছাই চালু করেছে। এই পদক্ষেপ স্থায়ী হবে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। দেশটি স্লোভেনিয়া ও হাঙ্গেরির সঙ্গে আগামী বছরের মে পর্যন্ত সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে চলতি মাসে।

ডেনমার্ক

কোপেনহেগেন বিমানবন্দরে কুরআন পোড়ানোর ঘটনার পর দেশে নিরাপত্তা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডেনমার্ক। চলতি বছরের আগস্টে শেনজেনভুক্ত দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের জন্যও সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ কঠোর করেছে। আগামী বছরের মে পর্যন্ত ডেনিশ-জার্মান স্থল সীমান্ত ও জার্মানিতে ফেরি সংযোগসহ বন্দরে দীর্ঘ তল্লাশি ও যাচাই-বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে ইইউ।

জার্মানি

ইউরোপের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ জার্মানিতে চলতি বছর প্রথমবারের মতো বাড়ছে আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদনের সংখ্যা। পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র ও সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে দেশটি তার স্থল সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করেছে সেপ্টেম্বরে। এই নিয়ন্ত্রণ ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে। অস্ট্রিয়ার সঙ্গেও স্থল সীমান্ত তল্লাশি আগামী বছরের মে পর্যন্ত বাড়িয়েছে বার্লিন।

ইতালি

চলতি বছরের ২১ অক্টোবর থেকে স্লোভেনিয়ার সঙ্গে উত্তর-পূর্ব স্থল সীমান্তে পুলিশি তল্লাশি পুনঃস্থাপন করেছে ইতালি। নিয়ন্ত্রণগুলো কার্যকর থাকবে কমপক্ষে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

নরওয়ে

শেনজেন ব্যবস্থার অন্তর্গত হলেও ইইউ সদস্য নয় নরওয়ে। দেশটি ১২ নভেম্বর থেকে শেঙেন এলাকায় ফেরি সংযোগসহ নিজস্ব বন্দরগুলোতে সীমানা নিয়ন্ত্রণ পুনঃস্থাপন করেছে। নিয়ন্ত্রণগুলো আগামী বছরের অন্তত ৫ মে পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

পোল্যান্ড

স্লোভাকিয়ার সঙ্গে সীমান্তে অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছে পোল্যান্ড। কারণ হিসাবে অভিবাসীদের অবৈধভাবে প্রবেশ চেষ্টা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছে দেশটি।

সুইডেন

সুইডেন তার সীমান্তে তল্লাশি জোরদার করেছে চলতি বছরের আগস্টে। নভেম্বর থেকে দেশটি আগামী বছরের মে পর্যন্ত সীমান্ত তল্লাশির মেয়াদ বাড়িয়েছে।

ফ্রান্স

সন্ত্রাসী হুমকির কথা উল্লেখ করে ফ্রান্স নভেম্বর থেকে শেঙেনভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে তার সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রবর্তন করেছে। নিয়ন্ত্রণগুলো আগামী বছরের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

স্লোভাকিয়া

হাঙ্গেরির সঙ্গে সীমান্তে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ চালু রাখার অনুমোদন দিয়েছে স্লোভাকিয়া সরকার। ২০ নভেম্বর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি।

স্লোভেনিয়া

১৭ নভেম্বর শেনজেন সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্লোভেনিয়া সরকার। এরপর আবার ২২ ডিসেম্বর থেকে ৬ মাসের জন্য সেই সীমান্তগুলোতে পুনরায় নিয়ন্ত্রণ চালু করার পরিকল্পনা করেছে দেশটি।



ভারত মহাসাগরে ইসরাইলি জাহাজে ড্রোন হামলা

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ নভেম্বর : ভারত মহাসাগরে ড্রোন হামলার শিকার হয়েছে ইসরাইলি একটি কার্গো জাহাজ। শুক্রবার জাহাজটি হামলার শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের এক কর্মকর্তা।

কনটেইনারবাহী এ জাহাজটির মালিক এক ইসরাইলি ধনকুবের। নাম গোপন রাখার শর্তে প্রতিরক্ষা বিভাগের ওই কর্মকর্তা বলেন, সিএমএ সিজিএম সায়মি নামের ওই জাহাজটিতে বোমাবাহী শহিদ-১৩৬ ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়।

ড্রোনটি জাহাজে বিস্ফোরণ হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে এতে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কোনো ক্রু হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ইসরাইলি এই ড্রোন হামলায় ইরান জড়িত আছে বলে সন্দেহ করছে যুক্তরাষ্ট্র। টাইমস অব ইসরাইল।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, লেয়ার্স, চায়না, টিটি কুকরী ও রাজা মোরগ, বাদি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ডোনার বাসমতি রাইস	$ 18.99
বাহার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99
কচুর লতি (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেসকি মাছ	$4.99
১ ডজন ডিম	.99c
আয়োডাইজড সল্ট (২টি)	.99c

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ইসরাইলি জিম্মিদের মুক্তি দিতে শর্ত জুড়ে দিল হামাস



ঢাকা ডেস্ক, ২৬ নভেম্বর : চারদিনের যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয়দিনে শনিবার ১৪ ইসরাইলি জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার কথা রয়েছে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের। তবে মুক্তির বিষয়টি এখন হুমকির মুখে পড়ে গেছে। কারণ হামাস শর্ত দিয়েছে, গাজার উত্তরাঞ্চলে ইসরাইল যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রাণবাহী ট্রাক প্রবেশ করতে না দেবে– ততক্ষণ পর্যন্ত জিম্মিদের মুক্তি দেবে না তারা। খবর আল-জাজিরার।

শুক্রবার ইসরাইলের সঙ্গে হামাসের চারদিনের যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। বিরতির প্রথমদিন তারা ১৩ ইসরাইলিসহ ২৪ জিম্মিকে মুক্তি দেয়। শনিবার আরও ১৪ জনকে মুক্তি দেওয়ার কথা ছিল তাদের। তবে হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসেম বিগ্রেডস শনিবার নতুন ঘোষণায় জানিয়েছে, জিম্মিদের ফিরিয়ে নিতে হলে গাজার উত্তরাঞ্চলেও ত্রাণবাহী ট্রাক প্রবেশ করতে দিতে হবে।

তবে ইসরাইলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরাইল জানিয়েছে, হামাসের সামরিক শাখার এ ঘোষণা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। কারণ হামাসের রাজনৈতিক শাখার এক কর্মকর্তা বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেছেন, জিম্মিদের মুক্তির প্রক্রিয়া চলছে।

গাজার উত্তরাঞ্চলে ত্রাণ প্রবেশের শর্তজুড়ে দিয়ে আল-কাসেম ব্রিগেডস বলেছে, জিম্মিদের মুক্তি ততক্ষণ বিলম্ব হবে যতক্ষণ দখলদার (ইসরাইলি) বাহিনী উত্তরাঞ্চলে ত্রাণ প্রবেশের চুক্তির শর্ত না মানছে। এছাড়া ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তির ব্যাপারে যে চুক্তি হয়েছে সেটি ইসরাইলিরা না মানায় জিম্মি মুক্ত বিলম্ব হচ্ছে বলেও জানিয়েছে আল-কাসেম ব্রিগেডস।

FAMILY DENTAL



আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CPA
ARMAN CHOWDHURY, CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING



WELCOME 7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

http://ArmanCPA.com

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



৪৮ দিন পর নির্ভয়ে ঘুমাল গাজাবাসী

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ নভেম্বর : ইসরাইলের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের ৪৮ দিন পর অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির প্রথম রাতে নির্ভয়ে ঘুমিয়েছে গাজাবাসী। শুক্রবার শুরু হওয়া চার দিনের এ যুদ্ধবিরতিতে বোমা অথবা বিমান হামলার আতঙ্ক নেই। ঘুমের মধ্যে নিহত হওয়ার ভয় নেই। নিস্তব্ধতায় স্বস্তির রাত কাটিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্র, কাতার ও মিসরের মধ্যস্থতায় গাজায় সাময়িক যুদ্ধবিরতি চলছে। চুক্তি অনুসারে, ইসরাইল ও হামাস পরস্পর জিম্মি বিনিময়ও শুরু করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই ভীতিহীনভাবে ঘুমাতে পারছেন গাজাবাসী। তবে এটা একেবারেই ক্ষণিকের। এ কথাও মাথায় রেখেছেন বাসিন্দারা। আশঙ্কা করছেন, সাময়িক বিরতির পর আবারও তাদের ওপর হামলা চালাবে ইসরাইলি বাহিনী।

আলজাজিরার প্রতিনিধি হানি মাহমুদ বলেছেন, সাময়িক যুদ্ধবিরতি থাকলেও অনেকে নিজ বাড়িতে যেতে পারছেন না। কারণ ইসরাইল যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি দিলেও স্থানান্তরে দিয়েছে নিষেধাজ্ঞা। এজন্য গাজাবাসীর মধ্যে হতাশা ভর করেছে।

যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে নিরাপদে বাড়ি ফেরার সুযোগ দেওয়ার শর্তটি যোগ না করায় ফুঁসে উঠেছেন অনেকেই। ইসরাই লি সেনারা উত্তর ও দক্ষিণ গাজার মধ্যে একটা সামরিক সীমা টেনে রেখেছে। যাতে কেউ যাতায়াত করতে না পারে। শুক্রবার উত্তর গাজায় যাওয়ার চেষ্টা করায় ইসরাইলি বাহিনীর হাতে তিন ফিলিস্তিনি নিহত হন। বেশ কয়েকজন আহত হন। এ বিষয়ে মাহমুদ বলেছেন, এসব ফিলিস্তিনিরা উত্তর গাজায় তাদের পরিবারকে ও বাড়িঘর দেখতে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

মেঘের ওপর দিয়ে ছুটছে যুদ্ধবিমান, ককপিটে প্রধানমন্ত্রী মোদি

মেঘের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে একটি যুদ্ধবিমান। ককপিটে বসে আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখান থেকেই পাশের যুদ্ধবিমানের উদ্দেশে হাত নাড়াচ্ছেন তিনি। এ চিত্র শনিবারের, ভারতের বেঙ্গালুরু শহরে। 'তেজাস' নামের ওই যুদ্ধবিমান নিজস্বভাবে তৈরি করেছে ভারত।

তেজাস যুদ্ধবিমান নির্মাণ করেছে ভারতের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেড (এইচএএল)। শনিবার বেঙ্গালুরুতে প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেন মোদি। এ সময় ঘুরে দেখেন তাদের নির্মাণব্যবস্থা। এরপর পাইলটের পোশাক পরে তেজাসভ্রমণের অভিজ্ঞতা নেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) নিজের এ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন মোদি। তিনি লেখেন, 'তেজাসে সফলভাবে একটি যাত্রা শেষ করলাম। এ অভিজ্ঞতাটা অসাধারণ ছিল। এটি দেশে তৈরি পণ্যের সক্ষমতা নিয়ে আমার আত্মবিশ্বাস উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে।'

তেজাস ৪ দশমিক ৫ প্রজন্মের একটি যুদ্ধবিমান। এতে সাধারণত একজন পাইলটের আসন থাকে। তবে মোদি চড়েছেন ভারতীয় বিমানবাহিনীতে প্রশিক্ষণের জন্য তৈরি দুই আসনের একটি তেজাসে। ভারতের নৌবাহিনীও যুদ্ধবিমানটির দুই আসনবিশিষ্ট একটি ধরন ব্যবহার করে থাকে।

ভারতের বিমানবাহিনীতে বর্তমানে ৪০টি তেজাস যুদ্ধবিমান রয়েছে। এই যুদ্ধবিমান আরও উন্নত করতে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের গিয়ে একটি চুক্তি করেছিলেন মোদি। ওই চুক্তির আওতায় তেজাসের পরবর্তী সংস্করণে মার্কিন প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিকের তৈরি এফ-৪১৪ ইঞ্জিন ব্যবহার করা হবে। বর্তমানে যুদ্ধবিমানটিতে এফ-৪০৪ ইঞ্জিন ব্যবহার করা হচ্ছে।





চিত্রে জালালাবাদ এসোসিয়েশন ভবনে থ্যাঙ্কস গিভিং ডে উদযাপন















Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ভাঙা ঘরে বোমা খুঁজে বেড়াচ্ছে গাজা

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ নভেম্বর : ইসরাইলি হামলায় লন্ডভন্ড গাজা। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বহুতল ভবন। বাড়িঘর বলতে আর কিছু নেই। ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সবকিছু। সেই ভাঙা ঘরেই বোমা খুঁজে বেড়াচ্ছে গাজা। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া চার দিনের অস্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে অবিস্ফোরিত বোমা অপসারণের জন্য কাজ করছে বিশেষজ্ঞ দলগুলো। রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মরদেহগুলোও উদ্ধার করা হচ্ছে।

সংবাদ সংস্থা দ্য ফিলিস্তিনি মা'ন জানিয়েছে, অ্যাম্বুলেন্সগুলো যুদ্ধবিরতির প্রথম দিনে গাজার রাস্তা থেকে কয়েক ডজন লাশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স দলগুলো গাজার ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতাল থেকে আহতদের স্থানান্তর সম্পন্ন করেছে।



গাজার স্থানীয় গণমাধ্যম শনিবার জানিয়েছে, এ অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি গাজার মানুষকে সংক্ষিপ্ত অবকাশ দিচ্ছে। জীবিত পরিবারের সদস্যদেরও পরীক্ষা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে, বেঁচে থাকা নাগরিকরা ক্ষয়ক্ষতি পরীক্ষা করতে তাদের বাড়িতেও ফিরে গেছেন।

১৩৪ ফিলিস্তিনি নাগরিক যারা যুদ্ধের শুরু থেকে মিসরীয় শহর আল-আরিশে আটকা পড়েছিলেন তারা গাজা উপত্যকায় ফিরে নিজ শহরে ফিরে গেছেন। যুদ্ধবিরতির প্রথম দিন গাজা উপত্যকার উত্তর থেকে অল্প সংখ্যক বাস্তুচ্যুত লোক দক্ষিণে পৌঁছেছে। এরই মধ্যে, যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবারের মতো মিসর প্রায় ২০০ ট্রাক ত্রাণ গাজায় পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। যার মধ্যে সাত ট্রাক গ্যাস ও ডিজেল জ্বালানি রয়েছে।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com



নৌকায় উঠতে পারলেন না যেসব তারকা

(শেষের পাতার পর)

সেই তালিকা থেকে ঝরে পড়ছেন অধিকাংশ অভিনেতা অভিনেত্রীই। মনোনয়ন ফরম কিনেও চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন তারা। শনিবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মনোনয়নের তালিকা ঘোষণা করেন। যেখানে পুরাতনদের মধ্যে রয়েছেন অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর ও সংগীত শিল্পি মমতাজ। আর নতুনের মধ্যে যুক্ত হয়েছেন অভিনেতা ফেরদৌস আহমেদ। তাছাড়া আর কেউ মনোনয়ন পাননি।

মনোনয়ন বঞ্চিত শিল্পীরা হলেন অভিনেতা মাসুম পারভেজ রুবেল। যিনি বরিশাল-৩ আসনের জন্য মনোনয়নপত্র কিনেছিলেন। তার জায়গায় মনোনয়ন পেয়েছেন সরদার মো. খালেদ হোসেন।

বাগেরহাট-৩ আসন থেকে নির্বাচন করার জন্য মনোনয়ন কিনেছিলেন অভিনেতা শাকিল খান। তার বিপরীতে মনোনয়ন পেয়েছেন হাবিবুন নাহার।

অভিনেত্রী মাহিয়া মাহি চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনের জন্য আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছিলেন। এই আসনে এবার মনোনয়ন পেয়েছেন এ আসনের বর্তমান এমপি জিয়াউর রহমান।

ছোট পর্দার অভিনেতা সিদ্দিক দুটি আসনের মনোনয়নপত্র কিনেছিলেন। তা হলো- টাঙ্গাইল-১ ও ঢাকা-১৭ আসন থেকে। তবে সেখানে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন মো. আব্দুর রাজ্জাক ও মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী, অভিনেতা ও পরিচালক এসডি রুবেল মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। আওয়ামী লীগের হয়ে ঢাকা-৮ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিলেন এ তারকা। তবে এ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম। 'ম্যাডাম ফুলি' খ্যাত অভিনেত্রী সামসুন্নাহার সিমলা ঝিনাইদহ-১ আসনে প্রার্থী হতে মনোনয়ন ফরম তুলেছিলেন। তার জায়গায় মনোনয়ন পেয়েছেন মো. আব্দুল হাই।

ফেনী-৩ আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন দুজন অভিনেত্রী। তারা হলেন রোকেয়া প্রাচী ও শমী কায়সার। তবে সেখানে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন মো. আবুল বাশার।

আমেরিকার কার্ডের অপেক্ষা!

(শেষের পাতার পর)

সামনে নেই। ফলাফল বা পরিনতি কি হতে পারে তা যে ভাবা হয় নাই তেমনটা না। ক'দিন আগে প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া বলেছেন কাল পররাষ্ট্রমন্ত্রীও বললেন স্যাংশন অবরোধ আসতে পারে, তবে তাতে তারা চিন্তিত নয়। ফলে ডোনাল্ড লু'র চিঠির যা ভাগ্য বরন করার ছিল তাই হয়েছে। এখন ওয়াশিংটনে খিচুড়ি পাক হচ্ছে, হাস সাহেব জরুরী জরুরী তলবে সেখানে। তবে যে ব্যবস্থাই তারা নেন তাতে বাংলাদেশে জানুয়ারীর নির্বাচন ঠেকে যাবে এমন মনে করার কোন কারন আমি দেখছি না। সরকার যে অবস্থানে গিয়ে উঠেছে তাতে একচুল স্খলন বা সড়ে আসা মানে পপাত ধরনীতল, কাজেই যে কোন মূল্যে যে কোন পরিস্থিতিতে নির্বাচন তা দেরকে করিয়ে নিতেই হবে।

একটা কথা বলে নিচ্ছি বাংলাদেশে গনতন্ত্র মানবাধিকার ইস্যুতে আমেরিকান নীতি কিন্তু আমার কাছে কখনও স্বচ্ছ বা স্পষ্ট মনে হয় নি। বিশ্বব্যপী গনতন্ত্রের বিকাশ-ঠিক আছে। এর জন্য তারা নানা হুঁশিয়ারি সতর্কবার্তা জারী করে। স্যাংশন অবরোধ ভিসা নিষেধাজ্ঞার মত অস্ত্রগুলো প্রয়োগ করে। কিন্তু এসব ব্যবস্থায় দুনিয়ার কোন দেশে গনতন্ত্র ফিরে এসেছে বা স্বৈরাচার বিদায় হয়েছে এমন নজীর প্রায় নাই। তারপরও তারা চাইছে বা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেটা ভাল উদ্যোগ। একই লক্ষ্যে বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে যে ভিসানীতি, প্রথম থেকেই একে আমার গোজামিলে মনে হয়েছে বা যথেষ্ঠ মনে হয় নাই।

অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলেছে কিন্তু কখনও স্পষ্ট করে নাই কিভাবে তা সম্ভব বা এমন নির্বাচন বলতে কি বোঝাবে। কিছুদিন আগে লক্ষীপুরের উপনির্বাচনে অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের একটা আদর্শ ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে এক লোক 'অবাধে' মানে 'বাধাহীন'ভাবে অত্যন্ত 'শান্তিপূর্ণ' পরিবেশে 'সুষ্ঠুভাবে' একাই সাতান্ন মিনিটে উনপঞ্চাশটা ভোট দিয়েছে। 'অব-ধ' 'সুষ্ঠু' 'শান্তিপূণ' নির্বাচনের এর চাইতে বড় উদাহরন আর কি হতে পারে! এমন নির্বাচনের ব্যপারে আমেরিকা কোন রা করে নাই। বা বলে নাই এমন ধর নের নির্বাচন তারা মেনে নেবে কিনা! সত্যিকার নির্বাচন করতে হলে দল-নিরপেক্ষ প্রশাসনের বিকল্প নাই, এ ব্যপারেও কখনও তাদের পরিষ্কার বক্তব্য পাওয়া যায় নাই। মুশ-ফিক ফজল ছয় মাস ধরে স্টেট ডিপার্টমেন্টে হন্যে হয়ে চেষ্টা করেছেন তত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে একটা শব্দ বের করতে। দুই মুখপাত্র ক্রমাগত উত্তর এড়িয়ে গিয়ে একই বক্তব্যের ভাঙা রেকর্ড বাজিয়েছেন। বাংলাদেশের সরকার অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যপারে তাদেরকে আশ্বাষ দিয়েছে, তারা তাদের সে আশ্বাষে আস্থা রাখতে চায়-এর বাইরে আজ পর্যন্ত নতুন একটা কথাও বের করা যায় নাই। সাথে মানবাধিকার সম্পর্কিত কিছু গৎবাঁধা বুলি। যদি আস্থাই থাকে তাহলে এত নীতি-বিধি কেন! তাহলে আস্থাটা নাই কার বিরুদ্ধে! বিরোধী দল! এ পর্যন্ত যত কর্মকর্তা বাংলাদেশে গিয়ে সরকারের লোকজনের সাথে দেখা করে করেছেন বিদায় বেলায় এই একটি কথাই বলে এসেছেন। বিরোধী দলের ওপর ক্রাকডাউন হলো, স্টেট ডিপার্টমেন্টের বয়ানে একই উত্তর। ড. ইউনুসকে জেলে নেয়ার প্রক্রিয়া, একতরফা নির্বাচনের শিডিউল ঘোষনা, এমন কি পিটার হাসকে পিটুনী দেওয়ার ঘোষনায়ও একই প্রতিক্রিয়া। অনেকটা সেই বেকুব পাঠানের গল্পের মত, চোর একটা একটা করে মাল সড়িয়ে নিচ্ছে খাটের নীচে লুকিয়ে পাঠান শুধু বলে 'দেখি চোরায় কি করে!' শুধু তাই না, অংশগ্রহনমূলক বা সকল দলের অংশগ্রহনের কথাটাও তাদের মুখ থেকে বের করা যায় নাই। উল্টো ভিসানীতি প্রয়োগের যে ক্ষেত্রগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেও অস্পস্টতা। যারা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বাধগ্রস্থ বা সন্ত্রাস সহিংসতা করবে তারাও এর আওতায় আসবে। সুনির্দিস্ট করে বলা হয়েছে বিরোধী দলও এ থেকে বাদ যাবে না। তাহলে কি লক্ষীপুরের মত অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ঠেকাতে গেলেও আমেরিকার ভিসানীতি খেতে হবে!

গোড়া থেকেই ব্যপারটা অস্পস্ট রয়ে যাওয়ায় এর ষোল আনা ফায়দা নিয়েছে সরকার। এই নীতি ঘোষনার পরপরই সরকারি মহল থেকে উচ্ছাস প্রকাশ করে বলা হয়েছিল এতেকরে বিরোধী দল সাইজ হবে, তারা আর আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস সহিংসতা করতে পারবে না। নির্বাচনে আসা ছাড়া উপায় থাকবে না। কেউ যদি বলেন মার্কিনী এই উদ্যোগ বুমেরাং হয়ে গেছে, খুব একটা অত যুক্তি হবে কি! ওদের বোঝার ভুল হয়ে থাকতে পারে, অথবা পলিসি নির্দ্ধারনের সময় সভ্য দেশের রীতিনীতির কথা মাথায় কাজ করেছে। বাঙ্গালী কি জিনিষ বুঝতে পারে নাই! নির্বাচন নিয়ে সরকার যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে কানুন-কিতাবের খাতায় সবই আইনী। সংবিধানমতে নির্বাচন হচ্ছে, ইলেকশন কমিশন আইন অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে সন্ত্রাস সহিংসতা যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে! এখানে আমেরিকা বা ইইউ কার কি বলার আছে! ভিসানীতিতেই বলা আছে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন যারা বাধগ্রস্থ করবে তারাও এই নীতির আওতায় আসবে। এখন সরকার যদি বলে তারা শান্তিপূর্ণ নির্বাচনই নিশ্চিত করতে চাইছে, তাহলে!

১৫ বছর ধরে আওয়ামী লীগ সরকারকে দেখে আসছে যুক্তরাষ্ট্র, তাদের মনমানসিকতা মেজাজ-মর্জি নীতি কৌশল বোঝে না এমনটা নয়, তারপরও যখন 'দেখি চোরায় কি করে' নীতি অবলম্বন করে বুঝতে হবে কোথাও একটা প্যাঁচ বেঁধে আছে। বাংলাদেশের মানুষের এখন শেষটা দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা ছাড়া আর করার কি! নির্বাচনের আগে ভিসা নীতি প্রয়োগের কিছু ঘোষনা এলেও আসতে পারে, নির্বাচনের পরে বড় ধরনের কিছু নিষেধাজ্ঞা বা অবরোধের আশংকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সরকারের স্বীকৃতি বা গ্রহনযোগ্যতা নিয়ে প্রথমদিকে কিছু গাঁইগুই হতে পারে, ১৪ ১৮এর মত ভারত কূটনৈতিক চালে ম্যানেজ করে ফেলবে এমনটা ধারনা করাও অমূলক না। তবে অবরোধ বা স্যাংশন যদি ঠেকিয়ে দিতে পারে তাহলে এ যাত্রাও আওয়ামী লীগ সরকার রক্ষা। নইলে একটা কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে, ব্যর্থ হলে হারিয়ে যেতে হবে বিস্মৃতির অতলে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432

Phone: 718-262-8991

Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman

Masters in Economics

MBA (Accounting), MAFM

Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Looking for intake or scribing Positions for Starling Diagnostics In the Bronx.

- Foreign Medical Graduate Preferred
- Typing speed 50+ preferred
- Experience 1 to 3 years Preferred
- Bangla and English Language

Please email your resume to
mohammod.ali@starlingdiagnostics.com
Daytime phone (267)342-1481.

starling diagnostics

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১	প্যাকেজ-২	প্যাকেজ-৩	প্যাকেজ-৪
প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	মটর পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট
$ 7.00	$ 8.00	$10.00	$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।

Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.

যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, **TLC/Motor Vehicle Exam,** মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হি-লসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

রুম ভাড়া

২৩-৩০ ৪২ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া নিরিবিলি পরিবেশে রুম ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৮৬১-৯০৩৫।

বাসা ভাড়া/ রীশ্মমেট

২০-৫০ ৩২ স্ট্রীট বেসমেন্টে ১টি

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।
যোগাযোগঃ
জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া হাউজের জন্য ফুল টাইম একজন বিজ্ঞাপন ম্যানেজার আবশ্যক। শুধুমাত্র সিরিয়াস আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ:
৭১৮-৭৫৩-০০৮৬

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: মোহাম্মদ তুহিন
☎ ৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।
যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



ফ্লোরিডায় গবাদী পশু খামার বিক্রি হবে

ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে একটি গবাদী পশু খামার/ফার্ম/ল্যান্ড গবাদী পশু সহ বিক্রি করা হবে। জমির পরিমান ৪৩+ একর। জমিটি হাই এন্ড ড্রাই প্লাসটুরেস। কোন ওয়েটল্যান্ড নেই। জমিতে বিদ্যুৎ. পানি, দুটি লেক, চারটি বাম আছে। কোরবানীর সব ইকুইপমেন্ট সহ কোরবানী করার সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান। এছাড়াও একটি ট্রাক্টর এবং থাকার জন্য একটি ট্রেইলার বাড়ী আছে। মূল্য: ২২,৯৯৯ ডলার প্রতি একর। যোগাযোগ: আব্দুল বাতেন।
টেক্সট # ৪০৭-৭১৯-২৫১৯
Email: chevron803@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।
কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444





মামুন টিউটোরিয়াল-এর কৃতি শিক্ষার্থীদের ফুলেল সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক: এবারের এসএটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মামুন টিউটোরিয়াল-এর কৃতি শিক্ষার্থীদেরকে রোববার অপরাহ্ন প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে ফুলেল সংবর্ধনা দেয়া হয়। এ উপলক্ষ্যে মামুন টিউটোরিয়ারের জ্যাকসন হাইটস শাখায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কৃতি শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ছাড়াও বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। এসময় অতিথিদের স্বাগত জানান এবং বক্তব্য রাখেন মামুন টিউটোরিয়ারের কর্ণধার শেখ আল মামুন।



বড়দিনের রাতে টাইম টিভিতে প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের বিশেষ অনুষ্ঠান

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আগামী ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন। যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন বড়দিনটি পালন উপলক্ষ্যে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মাঝে চলছে নানা প্রস্তুতি, নানা আয়োজন। বড়দিনের রাতে টাইম টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে। গত ২৬ নভেম্বর রোববার টাইম টিভির নিজস্ব স্টুডিওতে অনুষ্ঠানটি রেকর্ড সম্পন্ন হয়েছে। এতে নতুন প্রজন্ম সহ প্রবাসী বাংলাদেশী খ্রীষ্টানবাসীরা অংম নেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করবে প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ইনক, আমেরিকা। অনুষ্ঠানটি রচনা, গ্রন্থনা ও পরিচালনা করেছেন চিত্র রোজারিও। সার্বিক তত্ত্বধানে রয়েছেন ডেভিড সরকার।

চবি এলামনাই এসোসিয়েশনের নির্বাচন কমিশন গঠন

নিউইয়র্ক: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র কার্যকরী কমিটির সভায় নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। গত ১৭ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০২৪-২০২৫ সালের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে উপস্থিত সকলের সম্মতিতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তোফায়েল আহমেদ পিএসসি (অবঃ)-কে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং মোঃ আতাউর রহমান চৌধুরী ও মোঃ শরিফুল ইসলাম পিন্টু-কে কমিশনের সদস্য করে সর্বমোট তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

মাগুরার দুটি আসনে সাকিব ছাড়াও ২৫ জন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন

ঢাকা ডেস্ক: মাগুরার দুটি আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম কিনে স্থানীয় রাজনীতিতে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। এই দুই আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর (মাগুরা-১) ও সাবেক যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বীরেন শিকদারও (মাগুরা-২) নৌকার মনোনয়নপ্রত্যাশী। তাঁরাসহ মাগুরা-১ আসনে ১০ জন ও মাগুরা-২ আসনে ১৬ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন বলে জেলা আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা গেছে।

একটি পৌরসভা, সদর উপজেলার ৯ ইউনিয়ন ও শ্রীপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত মাগুরা১ আসন। এখানে বর্তমান সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর ও সাকিব আল হাসান ছাড়াও মনোনয়ন কিনেছেন সাবেক সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা এ টি এম আবদুল ওয়াহাব, রাশিয়া শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি এস এম শফিকুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রানা আমির ওসমান, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মো. মিরুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ইসমত আরা হ্যাপি, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পঙ্কজ কুমার সাহা, শ্রীপুর উপজেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি কুতুবুল্লাহ হোসেন মিয়া ও আবদুল্লাহ খান রনি।

সাকিব আল হাসানের বাড়ি মাগুরা শহরের সাহা পাড়ায়। এটা মাগুরা১ আসনের মধ্যে। তবে মাগুরা ২ আসন থেকেও তিনি মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। সদর উপজেলার চার ইউনিয়ন, মহম্মদপুর ও শালিখা উপজেলা নিয়ে গঠিত মাগুরা-২ আসন। এই আসন থেকে চারবার নির্বাচিত বর্তমান সংসদ সদস্য বীরেন শিকদারও মনোনয়ন প্রত্যাশী। এ ছাড়া জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মো. নুরুজ্জামান, সদস্য মো. কবিরুজ্জামান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওহিদুর রহমান, সহসভাপতি শফিকুজ্জামান বাচ্চু, শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক কাজী শরিফ উদ্দিন, সদস্য মো. সৈকতুজ্জামান, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সদস্য নির্মল কুমার চ্যাটার্জি, বন ও পরিবেশ উপকমিটির সদস্য শেখ নবিব আলী, আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপকমিটির সদস্য শাহিদুল হাসান, মাল্টা শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. মশিয়ার রহমান, মো. আবু আয়ুব বিশ্বাস, মো. ফয়জুর রহমান চৌধুরী, এ ডি এম আব্বাস আল কোরেশী ও মঞ্জুরুল হাসান।

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday / November 27 // 2023

যুক্তরাষ্ট্রে মৌসুমীর ‘কন্ট্রাক্ট বিয়ে!

(শেষের পাতার পর)

দুটি পরিচালনাও করেছেন তিনি। সিনেমার বাইরে মাঝেমধ্যে নাটকেও দেখা যায় তাঁকে। তবে ওয়েব সিরিজে দেখা যায়নি এখন পর্যন্ত। এবার সেখানেও অভিনয় করলেন তিনি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন তিনি। এখানে আসার পর জানা যায়, একটি ওয়েব সিরিজে অভিনয়ের খবর। মৌসুমী এখানে আসার আগে থেকেই দেশটিতে অবস্থান করছিলেন নির্মাতা ও অভিনেতা হাসান জাহাঙ্গীর। তিনি এখানে মৌসুমীকে পেয়েই নির্মাণ করে ফেললেন ‘কন্ট্রাক্ট বিয়ে’ নামে নতুন ওয়েব সিরিজ, যার কেন্দ্রীয় চরিত্রে মৌসুমী অভিনয় করেছেন। এতে মৌসুমীর বিপরীতে হাসান জাহাঙ্গীর নিজেই অভিনয় করেছেন। সিরিজটি নিয়ে মৌসুমী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর হাসান জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা। এরপর সে গল্প শুনিয়ে কাজটি করতে বলে। দেখলাম, গল্পটি সুন্দর। বিদেশে প্রবাসীদের অনেক বাস্তব চিত্র উঠে আসবে এতে। রহস্য ও সাসপেন্সও রয়েছে। তাই করে ফেললাম।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ

ক্লাবের মর্যাদা সমুন্নত রাখার উপর গুরুত্বারোপ



(শেষের পাতার পর)

সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম। খবর ইউএনএ’র।

ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, প্রেসক্লাবের বিদায়ী ও নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের যৌথ সভার প্রথম পর্বে সাধারণ সভার আয়-ব্যয় সহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ আয়-ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরেন এবং তা সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়। এই পর্ব পরিচালনা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বিদায় কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে ডা. ওয়াজেদ এ খান, শেখ সিরাজুল ইসলাম, মমিনুল ইসলাম মজুমদার, মাহাথির ফারুকী, সালাহউদ্দিন আহমেদ ও রওশন হক এবং নতুন কমিটি কর্মকর্তাদের মধ্যে আলমগীর সরকার, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, আবিদ রহমান ও মোস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সভার দ্বিতীয় পর্বে বিদায়ী সভাপতি নতুন সভাপতির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করার পর এই পর্বে সভাপতিত্ব করেন মনোয়ারুল ইসলাম এবং সভা পরিচালনা করেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার। এই পর্বে ক্লাবের সাধারণ সভা ও নির্বাচন এবং ক্লাবের সাংগঠনিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং উপস্থিত সকলে পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি ক্লাবের মর্যাদা বৃদ্ধি সমুন্নত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। উল্লেখ্য, ক্লাবের গঠনতন্ত্র মোতাবেক ২০২৪-২০২৫ সালের নতুন কমিটি পহেলা জানুয়ারী থেকে তাদের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করবে।

পেনসিলভেনিয়ায় ‘বাংলাদেশ এভিনিউ’র উদ্বোধন ৩ ডিসেম্বর

(শেষের পাতার পর)

মার্কেট স্ট্রিট এবং স্টেলার এভিনিউর কর্নারে আগামী ৩ ডিসেম্বর রোববার দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নামফলক উন্মোচন করা হবে।

মিলবোর্ন সিটি মেয়র মাহবুবুল আলম তৈয়ব জানান, মার্কেট স্ট্রিট থেকে গার্ডেন কোর্ট পর্যন্ত পুরো এলাকাটি ‘বাংলাদেশ এভিনিউ’ হচ্ছে। চট্টগ্রামের সন্তান মেয়র তৈয়ব আরো জানান, রাস্তার নামকরণ সম্পর্কিত রেজুলেশন ইতিমধ্যেই সিটি কাউন্সিলে পাস হয়েছে। এখন শুধু আনুষ্ঠানিকতা বাকী। এলাকার নির্বাচিত সকল জনপ্রতিনিধি ছাড়াও কমিনিটির বিশিষ্টজনদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে উদ্বোধনী উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য। বেলা ১টা থেকে অপরাহ্ন ৩টা পর্যন্ত চলবে উৎসব অনুষ্ঠান। কিনি বলেন, দিনটিকে আমরা স্মরণীয় করে রাখতে চাই। তাহলে পরবর্তীতে কমিনিটি এবং প্রবাসীদের জন্যে আরো বড় কিছু করা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসে বাংলাবাজার অ্যাভিনিউ, কুইন্সের হিলসাইড এবং জ্যাকসন হাইটস, ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকায় ‘লিটল বাংলাদেশ’, ‘বাংলাদেশ স্ট্রিট’ এবং ওজোনপার্কে বাংলাদেশ স্ট্রিট হয়েছে। মিশিগানের ডেট্রয়েট সিটিতেও বাংলাদেশ অ্যাভিনিউ, নিউজার্সির প্যাটারসনে জালালাবাদ স্ট্রিট হয়েছে। লসএঞ্জেলেস ডাউন টাউনের একটি অংশকে ‘লিটল বাংলাদেশ’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। শিকাগোর ডাউন টাউনে অনেক আগে ‘শেখ মুজিব ওয়ে’ হয়েছে।

ইহকাল ও পরকাল সুখময় হবে যেভাবে

(শেষের পাতার পর)

(ইহসান) সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমা লঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।’ (সুরা : আন নাহল, আয়াত : ৯০)

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ প্রথমত তাঁর বান্দাদের ইনসাফের নির্দেশনা দিয়েছেন।

তাফসিরবিদদের মতে, এখানে ইনসাফের অর্থ ব্যাপক। ইনসাফ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রথমত আল্লাহর হক আদায়ের ক্ষেত্রে ইনসাফ করা। সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা একমাত্র উপাস্য মহান আল্লাহর একত্ববাদে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করা থেকে বিরত থাকা।

আবার বান্দার ক্ষেত্রে ইনসাফ হলো, ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করা। কারো ওপর জুলুম করা থেকে বিরত থাকা। দ্বিতীয় নির্দেশনা হলো, ইহসান। এর আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা।

যা ওয়াজিব নয় তা অতিরিক্ত প্রদান করা। যেমনুঅতিরিক্ত সদকা। (ফাতহুল কাদির)

ইহসান দুই প্রকারুএক. সৃষ্টিকর্তার ইবাদতে ইহসান। যেমনুইবাদতের ক্ষেত্রে ইহসানের অর্থ হাদিসে জিবরিলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, লোকটি (জিবরিল) জিজ্ঞেস করল, ইহসান কী? তিনি বলেন, ইহসান হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত এমন নিষ্ঠার সঙ্গে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ।

আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে (জানবে) আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। (বুখারি, হাদিস : ৪৭৭৭)

আবার বান্দার আচরণে ইহসানের অর্থ হলো, মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করা। তাদের প্রাপ্য হক আদায় করা। যেমন পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা ইবাদত করো আল্লাহর, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক কোরো না। আর সদ্ব্যবহার করো মাতা-পিতার সঙ্গে, নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে, এতিম, মিসকিন, নিকট আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথি, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সঙ্গে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদের যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।’ (সুরা : নিসা, আয়াত : ৩৬)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ সব শ্রেণির মানুষের প্রতি ইহসান করার তাগিদ দিয়েছেন।

নিউইয়র্ক পুলিশে আরও দুই বাংলাদেশির পদোন্নতি

(শেষের পাতার পর)

আব্দুর রহিম অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পুলিশ কমিশনার এডওয়ার্ড এ ক্যাবানের কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। এর আগে গত ৩১ অক্টোবর পেশাদারিত্বে দক্ষতা, মেধা এবং কাজের প্রতি সর্বোচ্চ ডেডিকেশনের জন্য নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের সার্জেন্ট এরশাদুর সিদ্দিক সার্জেন্ট ডিটেকটিভ স্কোয়াডের মর্যাদাপূর্ণ পদে পদন্নোতি পেয়েছেন। একইসাথে সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি পেয়েছেন আসহাফিক চৌধুরী ও রাইসুল ইসলাম। ২০ দিনের ব্যবধানে বিশ্বের অন্যতম চৌকষ ডিপার্টমেন্ট ‘এনওয়াইপিডি’ (নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট)-তে বাংলাদেশী আমেরিকানদের এই উত্থানের ঘটনায় সমগ্র আমেরিকা জুড়ে বাংলাদেশীদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইছে।

এনওয়াইপিডিতে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রতিনিধিত্বকারি বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা)-এর মিডিয়া লিঁয়াজো কর্মকর্তা ডিটেক্টিভ জামিল সরোয়ার জনি জানান, নিউইয়র্ক পুলিশে সার্জেন্ট পদে পতোন্নতিপ্রাপ্ত শ্বাশত বি নাথ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডু থানার শিক্ষক দম্পতি কানাই বন্ধুনাথ ও রূপসী দেবীর সন্তান। ২০০০ সালে আমেরিকায় এসে স্ট্যাটেন আইল্যান্ড কলেজ থেকে হিসাব বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। উল্লেখ্য, তার বাবাও নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ট্রাফিক অ্যানফোর্সমেন্ট এজেন্ট হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সন্তান সার্জেন্ট পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আব্দুর রহিম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর অনার্স এবং মাস্টার্স করেন চট্টগ্রাম কলেজ থেকে। ২০১১ সালের জুলাই মাসে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসার দু’বছর পর ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে এনওয়াইপিডিতে ট্রাফিক অ্যানফোর্সমেন্ট এজেন্ট হিসাবে যোগদান করেছিলেন। এর ঠিক দু’বছর পর অর্থাৎ ২০১৫ সালের জুলাই মাসে এনওয়াইপিডিতে অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।

শ্বাশত বি নাথ ও মোহাম্মদ আব্দুর রহিমের পদোন্নতিতে বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট এরশাদুর সিদ্দিক এবং সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন একেএম আলম তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাদের এই অর্জনে বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিটি সদস্য উচ্ছসিত বলে জানান তারা। তাদের সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেন বাংলাদেশী বাপা’র মিডিয়া লিঁয়াজো ডিটেক্টিভ জামিল সারোয়ার জনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাপা’র সাবেক বোর্ড মেম্বার ক্যাপ্টেন মিলাদ খান, সার্জেন সাঈদুল, সার্জেন্ট সাইফুল ইসলাম, সার্জেন্ট মো. লতিফ, সার্জেন্ট মাহমুদ, সার্জেন্ট হোসাইন, অফিসার রহমান এবং সাবেক আরও কজন কর্মকর্তা।







ক্যালিফোর্নিয়ায় মৃত্যু নিউয়র্কে দাফন হল

(শেষের পাতার পর)

হয়ে আরিফ মোহাম্মদ ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। স্থানীয় আলামেডা কাউন্টি করোনার অফিস দুর্ঘটনার শিকার নিউইয়র্কের বাসিন্দা আরিফ মোহাম্মদের পরিচয় শনাক্ত করেছে। পুলিশের বরাত দিয়ে এবিসি সেভেন নিউজ জানায়, রাতের খাবার খেয়ে একটি ভাড়ায় চালিত জীপকারে চড়ে আরিফ মোহাম্মাদ স্থানীয় লিংকন অ্যাভিনিউ পাড়ি দেয়ার সময় দক্ষিণ দিক থেকে আসা অন্য একটি গাড়ি তার গাড়িকে ধাক্কা দেয়। এসময় তার জিপকারটির স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। ততক্ষণে ধাক্কা দেয়া গাড়িটি চলে যায়। এসময় আরিফ মোহাম্মদ সহ দুই যাত্রী জীপকার থেকে নামলে অন্য একটি গাড়ি আরিফকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। দ্বিতীয় বার ধাক্কা দেয়া গাড়িটিও তাৎক্ষনকভাবে পালিয়ে যায়।

নিউইয়র্কের মামুন টিউটোরিয়াল-এর কর্ণধার শেখ আল মামুন বার্তা সংস্থা ইউএনএ-কে জানান, অসম্ভব মেধাবী ছাত্র আরিফ মোহাম্মদ নিউইয়র্কের উডসাইড এলাকায় তার পরিবারের সাথে বসবাস করতো। তার বাবার নাম মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন খোকন। আরিফ মোহাম্মদ পরিবারের বড় ছেলে ছিলে। সে মামুন টিউটোরিয়ালের কোচিং করতো এবং নিউইয়র্কের স্পেশালাইজড শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্রুকলীন টেক হাই স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করে ফুল স্কলারশীপ নিয়ে বোস্টনের নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সায়েন্স-এ ভর্তি হয়। এই ইউনিভার্সিটির অপর ক্যাম্পাস রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডে। এই ক্যাম্পাসে তার এক বছর অধ্যয়ন করার কথা ছিলো। এসএটি-তে তার স্কোর ছিলো ১৫২০।

কথা ছিলো এবারের থ্যাঙ্কস গিভিং-এ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিউইয়র্কে উড়ে আসবে মায়ের কোলে। কিন্তু তা আর হলো না আরিফের। মা-বাবা ভায়ের কাছে আরিফ ফিওে আসবে তবে আরিফ মোহাম্মদ-এর মরদেহ নিউ-ইয়র্ক আনার গত শুক্রবার নিউইয়র্কে তার নামাজে জানাজা শেষে মরদেহ দাফন করা হয়।

কম ঘুমে ওজন বাড়তে পারে

(শেষের পাতার পর)

পরিষ্কার নন। মূলত দিনে সাত-আট ঘণ্টা ঘুমকে ধরে নেয়া যেতে পারে পর্যাপ্ত ঘুম। কিন্তু ব্যস্ত জীবনে এতটা সময় কোথায়।

তাই অনেক কিছু বাদ না দিলেও ঘুমের সময় থেকে কিছুটা সময় কেটে নেয়াই সুবিধাজনক ভাবেন অনেকেই। কিন্তু জানেন কি, পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে ওজন বাড়তে পারে? অনেকে না জেনেই এ ভুলটি করেন। তাই পরিমিত খাবার ও অন্যান্য সু-অভ্যাস দখলে নিয়ে এলেও ওজনের লাগাম ধরতে পারেন না। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্য যে, ঘুম কম হওয়ার কারণেও ওজন বাড়তে পারে। কেননা ঘুম কম হলে ঘেরলিন ও লেপটিন নামক দু'টি হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এমনকি কম ঘুমের কারণে শরীরে ঘেরলিন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা আমাদের আরো ক্ষুধার্ত করে তোলে। বিশেষ করে উচ্চ ক্যালরি এবং চিনিযুক্ত খাবার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। বিশেষ করে রাতের দিকে এই খাওয়ার ইচ্ছা তৈরি হয় শরীরে, যা প্রভাব ফেলে ওজনে।

তাই ওজনের লাগাম ধরতে চাইলে কেবল খাওয়া-দাওয়ার দিকেই নজর না দিয়ে সাত-আট ঘণ্টা ঘুমও নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় ওজন কমানোর পুরো প্রক্রিয়াই বিফলে যাবে।

মেসির বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের গুঞ্জন

(শেষের পাতার পর)

সম্প্রতি মেসির বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের খবর প্রকাশ করেছে। সেই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এখন মেসির পরিবারে সংকট নিয়েও শোনা যাচ্ছে নানা গুঞ্জন। এর মধ্যে মেসির বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন তার কাছের বন্ধু সাবেক স্প্যানিশ তারকা সেস্ক ফ্যাব্রিগাসের স্ত্রী দানিয়েলা সিম্যান।

দানিয়েলা লিখেছেন, 'এটা কেমন খবর, যার কোনো মানে নেই। এর কোনো কিছুই ঠিক নেই।' সম্প্রতি দিরেতো দো মিওলো জানিয়েছে, মেসি আর্জেন্টাইন সাংবাদিক সোফিয়া মার্তিনেজের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন। যার ফলে স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জোর সঙ্গে মেসির বিয়ে এখন ভাঙার পথে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল জানিয়েছে, আর্জেন্টিনাতেও রোকুজ্জোর



বাইরে অন্য নারীর সঙ্গে মেসি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
NMLS#177308
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

সাঈদ তারেকের কলাম

আমেরিকার কার্ডের অপেক্ষা!



ক্ষমতার রাজনীতিতে পিক বা চূড়ায় উঠতে একটার পর একটা ধাপ অতিক্রম করতে হয়, কিন্তু আমাদের মত দেশে নামার পথে কোন সিঁড়ি থাকে না। ধপাশ করে পরতে হয়। আমি আগের এক লেখায়ও বলেছি বিরোধী দলকে মাঠছাড়া করে একতরফা নির্বাচনের কার্যক্রম শুরুর মাধ্যমে সরকার তাদের শেষ কার্ডটি খেলে দিয়েছে। এখান থেকে ব্যাক করার কোন অপশন আর তাদের (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)



নিউইয়র্ক পুলিশে আরও দুই বাংলাদেশির পদোন্নতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির পুলিশ প্লাজায় ২১ নভেম্বর দুপুরে এক জমকালো অনুষ্ঠানে সার্জেন্ট পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত শ্বাশত বি নাথ ও মোহাম্মদ (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়

বাড়ি ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

ভারমন্টে ৩ ফিলিস্তিন কলেজ ছাত্রকে গুলি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে হিংসত্মক আচরন ও হামলার ঘটনা বেড়েই চলেছে। সবশেষ ভারমন্টে ৩ ফিলিস্তিনি কলেজ ছাত্রকে গুলি করা হয়েছে। একটি পারিবারিক ডিনার প্রোগ্রামে অংশ নেওয়া ও তিন যুবক ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থী এই হামলার শিকার হন। ভারমন্টের বার্লিংটনে এই ঘটনা ঘটে। এদের নাম হিশাম আরতানি, তাশিন আলি আহমদ ও কিনান আবদালহ-ামিদ। এর মধ্যে দুজন শিক্ষার্থী আইভি লিগভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। ফিলিস্তিনি কেফিয়া নামের বস্ত্র পরার কারণেই তাদের ওপর হামলা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়েছে। তিনজনই গুরুতর আহত। তাদের ৩ জনেরই বয়স ২০। এদের মধ্যে আরতানি ব্রাউন ইউনিভার্সিটি, আবদাল হামিদ হাভারফোর্ড কলেজ ও আহমাদ ট্রিনিটি কলেজের শিক্ষার্থী।

পেনসিলভেনিয়ায় 'বাংলাদেশ এভিনিউ'র উদ্বোধন ৩ ডিসেম্বর



বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, মিশিগান, নিউজার্সী, শিকাগো'র পর এবার পেনসিলভেনিয়া রাজ্যে বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে 'বাংলাদেশ এভিনিউ' নামে আরেকটি রাস্তার নাম হতে যাচ্ছে। পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের ফিলাডেলফিয়া সিটি সংলগ্ন দেলওয়ারে কাউন্টির মিলবোর্নে (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

ক্যালিফোর্নিয়ায় মৃত্যু নিউয়র্কে দাফন হল আরিফের



বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ওকল্যান্ডে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছে বাংলাদেশী মেধাবী ছাত্র আরিফ মোহাম্মদ (১৮)। গত ১৯ নভেম্বর, রোববার রাত সাড়ে দশটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় 'ডাবল হিট-এন্ড-রান'-এর শিকার (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ

ক্লাবের মর্যাদা সমুন্নত রাখার উপর গুরুত্বারোপ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ক্লাবের বিদায়ী ও নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের যৌথ সভায় নতুন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করে। রোববার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত এই সভায় ক্লাবের মর্যাদা বৃদ্ধি সমুন্নত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সভার প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি আবু তাহের এবং দ্বিতীয় পর্বে (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)



প্রেস ক্লাবের সভায় নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করছে বিদায়ী কমিটি। ছবি-বাংলা পত্রিকা



ইহকাল ও পরকাল সুখময় হবে যেভাবে

মাইমুনা আক্তার

ইনসাফ ও ইহসান এমন দুটি গুণ, যেগুলো অর্জন করলে ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সুখময় হয়। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

খেলার খবর

মেসির বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের গুঞ্জন

স্পোর্টস ডেস্ক: আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি অধিনায়ক লিওনেল মেসির বিরুদ্ধে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের গুঞ্জন রটেছে। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম দিরেতো দো মিওলোই (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

হেলথ টিপস

কম ঘুমে ওজন বাড়তে পারে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সুস্থ থাকতে হলে সুষম খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি পর্যাপ্ত ঘুমের কথা উল্লেখ করা হয় সব সময়ই। পর্যাপ্ত ঘুমের বিষয়ে অনেকেই (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

বিনোদন

নৌকায় উঠতে পারলেন না যেসব তারকা

বিনোদন ডেস্ক: আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পাশাপাশি শোবিজ অঙ্গন থেকেও আওয়ামী লীগের মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন অনেক অভি-নয়শিল্পী। (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে মৌসুমীর 'কন্ট্রাক্ট বিয়ে!



বিনোদন ডেস্ক: আগের মতো নিয়মিত না হলেও মাঝেমধ্যে নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা মৌসুমী। তিন দশকের অভিনয় জীবনে দুই শতাধিক সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি ২০০৩ সালে 'কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি' এবং ২০০৬ সালে 'মেহের নিগার' চলচ্চিত্র (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Kuwait Airways
BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিশ্চিন্তে টাকা পাঠান বাংলাদেশের সর্বত্র
Authorized Agent of WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com